সন্দীপন

কলেজ বার্ষিকী-২০২০

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গর্ব

শেখ জামাল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের জীবনকাল ছিল খুব সংক্ষিপ্ত; ২৮ এপ্রিল, ১৯৫৪ থেকে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। তিনি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর আবাসিক ছাত্র ছিলেন, থাকতেন নজরুল ইসলাম হাউসে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কিশোর শেখ জামাল ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট পাকিস্তানি বাহিনীর বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে ভারতে যান। মুজিব বাহিনীর ৮০ জন নির্বাচিত তরুণের সঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৯ নম্বর সেক্টরে যোগদান করেন। দেশে ফেরেন ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ জামালকে সেনা অফিসার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শেখ জামালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রবল আগ্রহ দেখে মার্শাল টিটো তাঁকে যুগোস্লাভিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন। ১৯৭৪ সালের শুরুতে স্যান্ডহার্স্টে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে একাডেমি থেকে ফিরে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের পোস্টিং হলো ঢাকা সেনানিবাসস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ক্যাপ্টেন নজরুলের অধীনে শেখ জামালের রেজিমেন্ট জীবনের হাতেখড়ি হলো কোম্পানি অফিসার হিসেবে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলে জামালের চাকরিকাল ছিল প্রায় দেড় মাস। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে তিনি অসাধারণ পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতার ছাপ রেখেছিলেন। ১৪ আগস্ট রাতে ব্যাটালিয়ন ডিউটি অফিসার হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে আসেন তিনি। কিন্তু রাতে আর সেনানিবাসে থাকা হয় না শেখ জামালের। তিনি ফিরে আসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঘাতক দল শতাব্দীর এক নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। শেষ করে দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই সম্ভাবনাময় যুবককে ও একজন রেমিয়ানকে।

তথ্যসূত্র: *https://www.banglatribune.com/youth/news/354369?fbclid=IwAr2qTpRV6_MIZ06Eu4IcIIaVAFGY53TQ__7TOqgKOX2osMkfvjcI_XYcw88*

অধ্যক্ষ

ও

সকল সদস্যের পক্ষ থেকে

শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ...

সন্দীপন

বার্ষিকী প্রকাশনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক :

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি

উপদেষ্টামণ্ডলী :

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দীন
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

ড. মোঃ নূরন নবী
উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা

আসমা বেগম
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

ফাতেমা জোহরা
উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

সম্পাদনাপর্ষদ :

জে. এম. আরিফুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন

মির্জা তানবীরা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

মোঃ শাহরিয়ার কবির
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

মশিউর রহমান
প্রভাষক, বাংলা

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
প্রভাষক, ইংরেজি

ফাহমিদা আক্তার
প্রভাষক, বাংলা

তারেক আহমেদ
প্রভাষক, বাংলা

মো. মুজাহিদ আতীক
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ তারিকুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা

মো. মাঈদুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ রাফসানুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি

মুদ্রণতত্ত্বাবধান : বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ-২০২০

আলোকচিত্র : **মির্জা তানবীরা সুলতানা,** সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা
মোঃ মাইনুল ইসলাম, ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর
খন্দকার ওয়ালিদ, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ : **সাগর চন্দ্র দাস,** প্রভাষক, চারু ও কারুকলা

অলংকরণ : **জে. এম. আরিফুর রহমান,** সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন

ডিজাইন : বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল : জুন ২০২১

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ

সভাপতির বাণী

নিজেকে প্রকাশের অদম্য স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। উপযুক্ত পরিবেশ ও ফলপ্রসূ উৎসাহ এ আত্মপ্রকাশের একান্ত সহায়ক। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের অন্তর্নিহিত সৃজনশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে, এ প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন-২০২০'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কোভিড-১৯ এর বিশ্বব্যাপী বিস্তারে শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়েছে একরকম গৃহবন্দী। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে একাডেমিক পাঠদানের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য বিধান অনুসরণের। দেশের স্বনামধন্য কলেজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষার পথিকৃৎ এই কলেজের শিক্ষার্থীরা অতিমারী করোনার সময়েও ঘরে বসে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সম্পৃক্ত থাকতে পেরেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি যে, সন্দীপনের এ সৃজনী প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের এনে দিতে পারে মানসিক মুক্তির সঙ্গে অনাবিল আনন্দ।

'সন্দীপন' এর শিশু কিশোর লেখকদের মধ্য থেকেই একদিন জগৎ বরেণ্য সাহিত্যিকের উদ্ভব ঘটবে এবং অধ্যয়ন ও সুকুমার বৃত্তির চর্চার মধ্য দিয়ে তারা হয়ে উঠবে আলোকিত মানুষ। প্রতিভা বিকাশে অগ্রগামী ভবিষ্যতের এই আলোকিত মানুষদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

কলেজের অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকী প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মোঃ মাহবুব হোসেন

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং

সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এ দেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নাম। 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ একাডেমিক ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মেধা ও মননশক্তি দিয়ে যথেষ্ট সৃজনশীলতা ও পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে শিক্ষা, অর্থনীতিসহ যেকোনো কার্যক্রমে নেমে এসেছে স্থবিরতা। কোভিডকালীন পরিস্থিতি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনোজগতে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে। এ অবস্থায় কলেজ বার্ষিকী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে ছাত্রদের মননশীলতা বিকাশে কোভিডকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

শিশু ও কিশোর মনের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবে কলেজ বার্ষিকীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কলেজ বার্ষিকী সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের একটি সৃজনশীল মাধ্যমও। তাই এ বার্ষিকী হয়ে উঠেছে শিশু-কিশোরদের অনাবিল স্বপ্ন-কথার গল্প-বলার খোলা জানালা। সুকুমারবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপিত হয়ে ভবিষ্যতে পূর্ণ বিকশিত, সুষমা স্থাপনকারী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বিনির্মাণের সুযোগ পাবে; জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মুক্ত চিন্তার অন্বেষায় আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকল্পকে বাস্তবায়ন করবে। আর সেই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার বিশ্বাস কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন-২০২০'** শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যথার্থ সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, যে সকল কোমলমতি শিক্ষার্থীর রচনায় **'সন্দীপন-২০২০'** সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে আমি তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে **'সন্দীপন-২০২০'** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সেই বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

কাজী শামীম ফরহাদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

এবং

প্রাক্তন রেমিয়ান, কলেজ নং- ২০৭১

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অসীম সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং তাদের সাহিত্যপ্রয়াসকে উদ্দীপিত ও সন্দীপিত করার মহত্তম উদ্দেশ্যে **'সন্দীপন-২০২০'** তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে মুজিব জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত হচ্ছে।

'সন্দীপন-২০২০' প্রকাশের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখা ও চিত্রাঙ্কণ পেয়েছি। লেখাগুলোর মধ্যে কিছু বাছাইকৃত লেখা ও চিত্রাঙ্কণ প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাবে অনেকের লেখা ও চিত্রাঙ্কণ প্রকাশ করা হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি।

'সন্দীপন-২০২০' এর বিশেষত্ব হল বিশ্ব যখন 'কোভিড-২০১৯' অতিমারিতে আতঙ্কিত, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে গুরুত্ব দিয়ে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে বার্ষিকীটি প্রকাশিত হচ্ছে।

যাদের অসাধারণ লেখনী, অবিশ্রান্ত শ্রম ও চিন্তা-চেতনা ছাড়া **'সন্দীপন-২০২০'** পরিপূর্ণ হতো না তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি যাঁর অবদানের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি বার্ষিক ম্যাগাজিনের সকল লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ করে সচেতন ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সাহসী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান আমাদের কর্ম সম্পাদনে উৎসাহ যুগিয়েছে। মুজিব শতবর্ষে মহামারী পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনা ছাড়া বার্ষিকীটি প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব ছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়ের পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষবৃন্দ, সহকর্মীবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

'সন্দীপন-২০২০' কে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রয়াস ও যত্ন থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। পরিশেষে **'সন্দীপন-২০২০'** এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জে. এম. আরিফুর রহমান

আহ্বায়ক
'সন্দীপন' সম্পাদনাপর্ষদ-২০২০
এবং
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রসায়ন বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বোর্ড অব গভর্নরস

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব),
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তেজগাঁও
অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

মোঃ ফজলুল বারী
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদায়ী সদস্য

মোঃ আলমগীর
অতিরিক্ত সচিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল
বিদায়ী সদস্য

মোঃ আলি কদর
অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

প্রফেসর মুঃ জিয়াউল হক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
বিদায়ী সদস্য

প্রফেসর নেহাল আহমেদ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
সদস্য

মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন
যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

রাশেদ আল মাহমুদ
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, অধ্যক্ষ
সদস্য-সচিব

শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

ড. মোঃ নূরুন নবী
দিবা-সিনিয়র শাখা

আসমা বেগম
প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

ফাতেমা জোহরা
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত বিভাগ

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ

ড. মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

জে. এম. আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারুকারু বিভাগ

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

রতন কুমার সরকার
চারুকারু বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

অনাদিনাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার বিভাগ

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন বিভাগ

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গণিত বিভাগ

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ফাতেমা নূর
ইংরেজি বিভাগ

নুরুন্নাহার
চারু ও কারু বিভাগ

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি বিভাগ

প্রভাষকবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল বিভাগ

সাবরিনা শরমিন
ভূগোল বিভাগ

এ, কে, এম, বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
রসায়ন বিভাগ

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়ন বিভাগ

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়ন বিভাগ

অসীম কুমার দাস
ভূগোল বিভাগ

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিকশিক্ষা বিভাগ

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নূরুল ইসলাম
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিকশিক্ষা বিভাগ

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত বিভাগ

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা বিভাগ

মোঃ হিসাব আলী
গণিত বিভাগ

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত বিভাগ

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা বিভাগ

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মশিউর রহমান
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি বিভাগ

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান বিভাগ

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি বিভাগ

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি বিভাগ

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল বিভাগ

আবদুল কুদ্দুস
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি বিভাগ

হরিপদ দেবনাথ
রসায়ন বিভাগ

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা বিভাগ

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন বিভাগ

ওমর ফারুক
গণিত বিভাগ

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত বিভাগ

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সালেহ
গণিত বিভাগ

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা বিভাগ

তারেক আহমেদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি বিভাগ

তামান্না আরা
বাংলা বিভাগ

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি বিভাগ

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

ফারজানা ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পৌরনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মো. মুজাহিদ আতীক
বাংলা বিভাগ

মোঃ তারিকুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

নিশাত নওশিন
বাংলা বিভাগ

আছমা খাতুন
বাংলা বিভাগ

মো. মাঈদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

আফসানা আক্তার
বাংলা বিভাগ

মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ফোরকান
রসায়ন বিভাগ

সানজিদা আফরিন অনু
ইংরেজি বিভাগ

রাফিয়া আক্তার
বাংলা বিভাগ

মোঃ এনামুল হাসান
রসায়ন বিভাগ

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
কম্পিউটার বিভাগ

ফারহানা আক্তার
জীববিজ্ঞান বিভাগ

পরেশ চন্দ্র রায়
গণিত বিভাগ

সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

ভারত চন্দ্র গৌড়
ক্রীড়া বিভাগ

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
ক্রীড়া বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

প্রণব হাওলাদার
হিন্দুধর্ম বিভাগ

বর্নালী ঘোষ
সঙ্গীত বিভাগ

প্রদর্শকবৃন্দ

কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিভাগ

ওয়াহিদা সুলতানা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ রমজান আলী
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ জুবায়ের হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ গোলাম আজম
রসায়ন বিভাগ

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ

সাগর চন্দ্র দাস
প্রভাষক, চারু ও কারু বিভাগ

মোঃ আবু নাসের
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া বিভাগ

মোঃ আনিছুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ আরিফুল হক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ হাসান মাসরুর খান
প্রভাষক, কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ হাবিবুল্লাহ
প্রভাষক, ইসলামশিক্ষা বিভাগ

হোযায়ফা
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

মোঃ আবু রায়হান
প্রভাষক, কম্পিউটার বিভাগ

শিশির কুমার রায়
প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

জেবুননেছা আলী
প্রভাষক, মার্কেটিং

মোঃ কনক রেজা
বাংলা বিভাগ

নাহিদ তাসনিয়া জাহান রিয়া
ইংরেজি বিভাগ

সুজিত কুমার রায়
ইংরেজি বিভাগ

এম মাহফুজুল হক
সহকারী শিক্ষক, শারীরিকশিক্ষা বিভাগ

আফরোজা লাবনী
প্রভাষক, কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

এস. এম সোহেল রানা
প্রভাষক, রসায়ন

নাহিদ আক্তার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ আলী মর্তুজা মণ্ডল
প্রভাষক, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা

মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান মিজান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

মোঃ নাছিরুল হক
প্রভাষক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া বিভাগ

মোছাঃ শারজীনা আক্তার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জয়শ্রী সাহা
প্রদর্শক, রসায়ন বিভাগ

মোঃ ফরিদুল ইসলাম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জান্নাত-ই-নুর
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

খ. ইনতিশার স্বাক্ষর
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আয়শা আক্তার ঝিলিক
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ ইয়াকুব আলী
প্রভাষক, ইসলামশিক্ষা বিভাগ

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

বেনজীর আহমেদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মুহা. আমীমুল ইহসান
জনসংযোগ কর্মকর্তা

তাসনীন ফারহা
মেডিকেল অফিসার

হাজেরা খাতুন
সাইকোলজিস্ট (সাময়িক)

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

ফরিদ আহমেদ
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মতিয়ার রহমান
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

মোঃ অছিউর রহমান
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা

মোঃ আমীর সোহেল
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর

মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো
সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ তৌফিক আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

খন্দকার ওয়ালিদ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর (শিক্ষা)

মসজিদের স্টাফ

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম

মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাবরক্ষক

রিপন মিয়া
হিসাবরক্ষক

সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
প্রধান সহকারী

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
প্রধান সহকারী

আল-মামুন
পিএ টু প্রিন্সিপাল

মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
উচ্চমান সহকারী

মোঃ মাহবুব হাসান
উচ্চমান সহকারী

মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট

গোলাম মোস্তফা
ফার্মাসিস্ট

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মুনিরা বেগম
মেট্রন

মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড

মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড

মোঃ সুহেল রানা
স্টোর কিপার

মোঃ আফজাল হোসেন
স্টোর কিপার

মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান
অফিস সহকারী

হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী

হেমায়েত হোসেন
অফিস সহকারী

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ খাইরুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

হাবিবুর রহমান
হিসাব সহকারী

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

সুরাইয়া আক্তার
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর এ্যাসিসটেন্ট

মঈনুল ইসলাম শোভন
স্টুয়ার্ড

মোঃ আব্দুল খালেক
গাড়ি চালক

মোঃ শহীদউল্লাহ
গাড়ি চালক

ইসরাফিল শেখ
ড্রাইভার (লাইট)

মোঃ শরিফ আকন্দ
ড্রাইভার (লাইট খণ্ডকালীন)

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ মমতাজ উদ্দিন মজুমদার
ইলেকট্রিশিয়ান

মেথিউ রবীন্দ্র মুহুরী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

আবু সাঈদ মোল্লা
হাউস মালি

মোঃ শাহজাহান প্রধানিয়া
টেবিলবয়

আছাদুজ্জামান হাওলাদার
হাউস গার্ড

মোঃ আব্দুল জলিল
বাবুর্চি

মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ নূরুল ইসলাম
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ মোস্তফা
বাবুর্চি

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হেড গার্ড

মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার
প্লাম্বার হেল্পার

মোঃ হারুন অর রশীদ
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ ইউনুস
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ আবুল কালাম
এমএলএসএস

মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ ইয়ার আলী
বাবুর্চি

মোঃ আইয়ুব আলী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ খলিলুর রহমান
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
এমএলএসএস

মোঃ ছাবেদ আলী
রং মিস্ত্রী

শ্রী কৃষান দাস
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ জিন্নাহ
কার্পেন্টার হেল্পার

মোঃ জাকির হোসেন মনু
টেবিলবয়

মোঃ আব্বাস আলী
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ ফারুকুল ইসলাম
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ সেলিম
টেবিলবয়

মোঃ কামাল হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ আব্দুর রশিদ
এমএলএসএস

মোঃ সোহরাব হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ দেলোয়ার
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ মনির হোসেন
হেড মালী

তিমথী পেনাপেল্লী সবুজ
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ আমিনুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ রেজাউল ইসলাম
গেইট দারোয়ান

মোঃ শহীদুল ইসলাম
ম্যাট

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
সুইপার হোস্টেল

মোঃ হানিফ
সুইপার শিক্ষা ভবন-১

মোঃ মোকছেদ আলী খাঁন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আনোয়ারুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ ফারুক সিকদার
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ কুদ্দুস মোল্লা
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ নজরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ কামাল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ মজিবুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুর রহমান
হাউস গার্ড

আব্দুল জলিল মিয়া
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আল আমিন খোন্দকার
ওয়ার্ডবয়

মোঃ শহীদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ বদিউর রহমান
ম্যাট

গাজী মোস্তফা কামাল
টেবিলবয়

মোঃ মোকছেদুল হক
টেবিলবয়

মোঃ মহিরুল হক
ম্যাট

মোঃ মোকলেচুর রহমান
স্টোর অর্ডারলি

মোঃ মন্টু মোল্লা
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ নূরে আলম সিকদার
ম্যাট

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ নাসির উদ্দিন
হাউস মালি

মোঃ সাহাদাত হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
হাউস গার্ড

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হাউস মালি

মোঃ আব্দুল্লাহ
টেবিলবয়

মোঃ আজমল হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ আলাউদ্দিন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুল বাছেদ
টেবিলবয়

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোঃ মজিবুর রহমান
গেইট দারোয়ান

মোঃ জাহিরুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পাম্প অপারেটর

মোঃ জীবন ইসলাম
বাবুর্চি

মোঃ সাইফুল ইসলাম (মহিউদ্দিন)
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ সোয়ানুর রহমান
সহকারী বাবুর্চি

মোহাম্মদ শরীফ হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোছাঃ শিউলি আক্তার
হোস্টেল সুইপার

মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ আহসানুল হক
টেক্সটবুক বেয়ারার

আব্দুর রশিদ শেখ
এমএলএসএস

খালেদ পারভেজ
এমএলএসএস

আব্দুল কাদের
এমএলএসএস

আনোয়ার হোসেন খাঁন
নিরাপত্তা প্রহরী

আবদুস সালাম মিঞা
নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট

মোঃ জালাল উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ জহিরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ ওসমান আলী
ওয়্যারম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ওয়্যারম্যান

মোঃ শহিদুজ্জামান
হাউস গার্ড

মোঃ রাসেল বেপারী
হাউস গার্ড

মোঃ আবু সায়েদ
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

মোঃ রিপন আলী
সুইপার

মোসাম্মৎ লাইলী আক্তার
সুইপার

মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার

আকলিমা বেগম
সুইপার

এ জেড এম মাইনুল আকবর
সুইপার

নূর মোহাম্মদ কাজল
বৈদ্যুতিক সহকারী

মোঃ আকিবুল ইসলাম
টেবিলবয়

সেলিম মিয়া
টেবিলবয়

মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল আলী
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ নবীজল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ খলিলুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী

হাফিজ মোল্লা
গেইট দারোয়ান

মোঃ হানিফ
গ্রাউন্ডসম্যান

মুকুল
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ দারুল মিয়া
পেইন্টার (রং মিস্ত্রী)

মোঃ সোহরাব আলী
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ সোহাগ মিয়া
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

তপন কুমার পাল
পাম্প অপারেটর

রিপন মাহমুদ
হোস্টেল সুইপার

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল
টেবিলবয়

রাহাত আহমেদ
এমএলএসএস

মোঃ ইমদাদুল হক
হাউস মালি

পি. কে জেমাস লুক
সুইপার (একাডেমিক)

মোঃ লাভলু মিয়া
হাউস মালি

মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার (সেন্ট্রাল)

সুজন কুমার পাল
সুইপার (সেন্ট্রাল)

আবু ছাহিদ দিপু
গেইট দারোয়ান

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
এমএলএসএস

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন
এমএলএসএস

মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান

জিয়াউর রহমান
ইলেকট্রনিক্স মেশিন অপারেটর

তাইজুল ইসলাম মোল্লা
সহকারী প্লাম্বার

মোঃ আয়াতুল্লাহ
সহকারী কার্পেন্টার

মোঃ মনছুর আলী
হাউস মালি

মোঃ মানিক মিয়া
সুইপার

মোঃ সুমন
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ রেজাউল ইসলাম
গেইট দারোয়ান

মোঃ সাইফুল ইসলাম
এমএলএসএস

মোঃ সাব্বির উদ্দিন
এমএলএসএস

আশরাফ হোসেন
এমএলএসএস

মোঃ নাজিম উদ্দিন
এমএলএসএস

সঞ্জয় কুমার
হোস্টেল সুইপার

সঞ্জীত চন্দ্র দাস
হেড সুইপার

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ বায়েজিদ
ম্যাট

মোঃ পারভেজ হাসান
এমএলএসএস

রিংকু আহমেদ
ম্যাট

অধ্যক্ষের সঙ্গে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সঙ্গে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সঙ্গে হিসাব শাখা, মেডিকেল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সঙ্গে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সঙ্গে উপাধ্যক্ষদ্বয়, বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল

অধ্যক্ষের সঙ্গে উপাধ্যক্ষদ্বয়, স্কাউট শিক্ষক এবং স্কাউট দল

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং কর্মচারীবৃন্দ

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যক্ষ, চীফ কো-অর্ডিনেটর, সম্পাদক ও ক্লাব মডারেটর

অধ্যক্ষের সঙ্গে চীফ কো-অর্ডিনেটর, সম্পাদক ও ক্লাব মডারেটর

সূচিপত্র

হাউস প্রতিবেদন	২৬
বহুমাত্রিক অর্জন, সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	৩৩
টিচার্স কর্নার	৩৯
স্টুডেন্টস কর্নার	৫২
ক্লাব প্রতিবেদন	১৩৪
চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি	১৭০
স্টুডেন্টস গ্যালারি	১৭৮
স্মৃতির পাতায় বর্ণিল	১৮৩

কুদরত-ই-খুদা হাউস

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক এই প্রতিষ্ঠানে ছয়টি আবাসিক হাউস রয়েছে যেখানে ছাত্ররা অপার স্নেহে বেড়ে ওঠে। আবাসিক হাউসগুলোর মধ্যে অন্যতম জুনিয়র হাউস কুদরত-ই-খুদা হাউস। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসের প্রথম নাম ছিল জিন্নাহ হাউস। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় ১ নম্বর হাউস। পরবর্তীকালে দেশমাতৃকার অমর সন্তান, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। সাফল্যের এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধারণ করে আছে এই হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো সুপরিকল্পিত ও দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের দেয়ালে শোভাবর্ধন করছে কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। হাউসটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন মেট্রনসহ ১১ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সফলতার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ২০১৩ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত PEC ও JSC পরীক্ষায় সকল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে PEC ও JSC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি বিধায় সকল ছাত্র অটো প্রমোশন পেয়েছে। এই হাউসটি ২০১১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সাল ব্যতীত সকল বছর এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০১৬ সাল (রানার আপ) ব্যতীত অন্যান্য বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় করোনা পরিস্থিতির আগ পর্যন্ত টানা ১২ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কুদরত-ই-খুদা হাউস। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই হাউসটি ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে পরপর ৩ বার আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করে।

হাউসের ছাত্ররা এবং হাউস সংশ্লিষ্ট সবাই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে দিনটির জন্য যেদিন করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং শিক্ষা ও জাতীয় জীবনে স্বাভাবিকতা পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে হাউসটি আবারও প্রাণ ফিরে পাবে। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	:	ফাতেমা নূর
হাউস টিউটর	:	আয়েশা খাতুন
হাউস এন্ডার	:	মোঃ মমিনুল ইসলাম
হাউস প্রিফেক্ট	:	মোঃ আতিক শাহরিয়ার

জয়নুল আবেদিন হাউস

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬টি আবাসিক হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো জয়নুল আবেদিন হাউস। ১৯৬১ সালের মে মাসে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম অনুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দ্বিতল হাউসটির সবুজ শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। হাউসটির দেয়ালের শোভা বর্ধন করেছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৮টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৪টি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিংহল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ জন কর্মচারী এবং ১ জন মেট্রন নিযুক্ত আছেন। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোর বেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই করে রুটিন মাফিক। এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে PEC এবং JSC পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র জিপিএ- ৫ অর্জন করেছে। তবে ২০২০ সালে করোনা সংক্রমণের কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল PEC এবং JSC পরীক্ষার্থীদের অটো পাশ দেওয়া হয়েছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে, তাছাড়া ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সাল পর্যন্ত রানার আপ হয় এ হাউসটি। ২০১৮ সালে জয়নুল আবেদিন হাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ ও ২০২০ সালে রানার আপ হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় টানা চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৯ ও ২০২০ সালে রানার আপ হয়। এই হাউস ২০১৭ সালের দেওয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০২০ সালে পুনরায় দেওয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিয়োগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০১৯ সালের অন্যতম আর্কষণ ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এ হাউস।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন গভীর হৃদ্যতা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুনিবিড় সম্পর্ক।

মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	:	**মোঃ খায়রুল আলম**
হাউস টিউটর	:	**হাসিনা ইয়াসমিন**
হাউস এন্ডার	:	**সামিউল চৌধুরী**
হাউস প্রিফেক্ট	:	**ওমর ফাহিম খান**

জসীমউদ্‌দীন হাউস

“কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।”

-জসীমউদ্‌দীন

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের রুপাইয়ের মতো ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ছাত্র যেন একেকটি নবীন তৃণ। শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ পরিচর্যায়, অভিভাবকদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় এবং কলেজের বিশাল খোলা মাঠের মুক্ত আলো-বাতাসে এই নবীন তৃণগুলো যেন ফুলের মত প্রস্ফুটিত হতে থাকে। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের হাউসসমূহ। কলেজের সাতটি হাউসের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন হাউস নবীন সংযোজন। দিবা জুনিয়র শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, একতা, খেলাধুলায় নৈপুণ্য অর্জন তথা সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ২০০৮ সালে বাংলা সাহিত্যের পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের নামানুসারে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়। ২০১৯ সালে অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ভবন-২ এর ২০৬ নম্বর কক্ষটিকে এ হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়।

হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর ও একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

এই হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষা পিইসি ও জেএসসিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০২০ সালে জসীমউদ্‌দীন হাউস ৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি ক্রিকেটে রানারআপ, ব্যাডমিন্টনে যৌথ চ্যাম্পিয়ন এবং বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে হাউসটি ৫৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানারআপ, ফুটবলে রানার আপ, ট্রেজারহান্ট এ রানার আপ এবং নাটকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। হাউসটি ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখে চলছে। কলেজের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জসীমউদ্‌দীন হাউস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে এবং করবে ইনশাআল্লাহ।

একটি জাতিকে সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি সৃজনশীল এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশই পারে ছাত্রদেরকে সুন্দর আগামীর জন্য প্রস্তুত করতে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জসীমউদ্‌দীন হাউস ছাত্রদেরকে সেই চমৎকার পরিবেশ উপহার দিতে সর্বদা চেষ্টা করে যাবে।

হাউস মাস্টার	:	মোঃ শাহরিয়ার কবির
হাউস টিউটর	:	মোঃ রাফসানুর রহমান
হাউস এল্ডার	:	আরাফাত ইসলাম তামিম
হাউস প্রিফেক্ট	:	রাশিক রাইয়ান প্রয়াস

ফজলুল হক হাউস

“ কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান। ”

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য, এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। উক্ত কলেজের ৭টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হাউস। দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, কৃষক বন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তার দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য হয়েছে ছোট বড় ২৮টি কক্ষ এছাড়াও হয়েছে ১টি কমন রুম ও সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হাউস প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড, প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হাউসটিতে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ‘ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ’ এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ -৫ অর্জন করে থাকে। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিন মাফিক করে থাকে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনা ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে সর্বাগ্রে। শুধু শিক্ষামূলকই নয় সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হাউস উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ২০১৮ সালের ৫৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই বছরে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার আপ, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার রানার আপ হয়। এছাড়াও দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসে সাফল্য ঈর্ষণীয়। ফজলুল হক হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	:	মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
হাউস টিউটর	:	মোঃ জুবায়ের হোসেন
হাউস এন্ডার	:	মোঃ আলাউদ্দিন
হাউস প্রিফেক্ট	:	শামসুল হক শাফিম

নজরুল ইসলাম হাউস

বিদ্রোহ, তারুণ্য, প্রেম, সাম্য আর অসাম্প্রদায়িকতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে হাউসটির। আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রাপ্তিযোগ, সত্যের সাথে স্বপ্ন আর বিদ্রোহের সাথে প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে নজরুল ইসলাম হাউস যেন সুদক্ষ কারিগরের এক সুনিপুণ সুতিকাগার। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত এই দ্বিতল হাউসটির অবকাঠামো সুপরিকল্পিত ও দৃষ্টিনন্দন। এ হাউসটির সামনে রয়েছে অত্যন্ত মোহনীয় একটি পুষ্পকানন। এছাড়া হাউসটির চতুর্পাশে শোভাবর্ধন করেছে বিভিন্ন ফলদ ও কাষ্ঠল বৃক্ষ। শৃঙ্খলা, সততা, সাম্য, সৌহার্দ্য-ঔদার্যে সমুজ্জ্বল এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত ২৮ টি কক্ষ, ১টি পূর্ণাঙ্গ কমনরুম, সুবিশাল ডাইনিং হল। ছাত্রদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথে রয়েছে হাউস টিউটরের বাসভবন।

হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। হাউসের সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারী ও ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। একাধারে প্রাতিষ্ঠানিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের সুবিশাল অর্জন অত্যন্ত ঈর্ষণীয়। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি ২০২১ শিক্ষাবর্ষে SSC ও HSC পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হাউসের প্রায় সকল ছাত্রই জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় হাউসটি রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। চলতি বছরের পূর্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হ্যাট্রিক করার সাফল্য অর্জন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহিদ শেখ জামাল ও বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুসহ অন্যান্য দেশবরেণ্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এ হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সকল কৃতিত্ব ও গৌরব হোক মানবতার জন্য ও দেশের কল্যাণের জন্য। এ প্রত্যাশা আমাদের সবার।

হাউস মাস্টার	:	জি. এম. এনায়েত আলী
হাউস টিউটর	:	মোঃ নাহিদুল ইসলাম
হাউস এল্ডার	:	কাশফি কামাল রঞ্জন
হাউস প্রিফেক্ট	:	আহমেদ তাহসিন

লালন শাহ হাউস

“ ও যার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা। ”

- ফকির লালন শাহ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসের মধ্যে ‘লালন শাহ হাউস’ অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের ‘মেডিকেল সেন্টার’ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা করে। শুরুতে এটি ‘৩ নং হাউস’ নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক ‘লালন শাহ’ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন ‘লালন শাহ হাউস’। ২০১৯ সাল থেকে হাউসটির সংস্কার কাজ শুরু হয়ে প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস-এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন হাউসটির সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন। সংস্কার কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কলেজের ও হাউসের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ। আশা করা যায়, আগামী জুন ২০২১ এর মধ্যে হাউসটির সংস্কার কাজ শেষ হবে এবং হাউসটি নতুন রূপে নতুন উদ্যমে তার কর্মকাণ্ড চালু করবে।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৩১টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১৬ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাসহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই এ হাউসে অবস্থান করে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, মসজিদ, কমন রুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফ রুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, সততা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদ্যতা, তেমন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায়ও এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস প্রতিবন্ধক দৌড় প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

হাউস মাস্টার	:	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
হাউস টিউটর	:	মোঃ শফিকুল ইসলাম
হাউস এন্ডার	:	আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান
হাউস প্রিফেক্ট	:	আকিব সুলতান অর্ণব

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এ হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসন লক্ষ্যে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এই হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮।

হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউসটিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড।

হাউসের সামনে এবং দুই পাশে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান। বিভিন্ন প্রজাতির শোভাবর্ধক ফুলের গাছে বাগানটি সমৃদ্ধ। হাউসের সামনে রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়ানো অনুভূতি জাগে, শান্তির স্পর্শ প্রাণ ছুঁয়ে যায়। পাঁচতলা বিশিষ্ট এ হাউসের প্রত্যেক তলায় রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ হাউসের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো মহামানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা মাটি মানুষের ভালোবাসায় নিজেদের সমর্পণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

নবীন হাউস হিসেবে কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ হাউসের অর্জনও কম নয়। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০২০ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে। ২০১৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫ ও ২০১৮ সালে রানারআপ হয়। ২০১৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রানারআপ হয়। আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০২০ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবেই এ হাউসের ছাত্ররা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

হাউস মাস্টার	:	মোঃ নূরুল ইসলাম
হাউস টিউটর	:	তারেক আহমেদ
হাউস এন্ডার	:	তানভীর আহমেদ ইমন
হাউস প্রিফেক্ট	:	তাজুল ইসলাম

বহুমাত্রিক অর্জন, সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অনন্য এবং উৎকর্ষ সাধনে অদম্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় (ডে) শিফট চালু করা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে প্রায় ৫১৫০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর সুষম বর্ধন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করা, যাতে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির মূলমন্ত্র- 'শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, সেবা এবং দেশপ্রেম'; উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই প্রশংসনীয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও এসএসসি পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফলের সমন্বয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড প্রণয়ন করে। নিচে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো:

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২০

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা	জিপিএ- ৫	পাশের হার
বিজ্ঞান	৪৩৩	৪৩৩	৩৬৬	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	৩৮	৩৭	৩	৯৭.৩৭%
মানবিক	৪২	৪২	১	১০০%
মোট =	**৫১৩**	**৫১২**	**৩৭০**	**৯৯.৮১%**

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২০

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা	জিপিএ- ৫	পাশের হার
বিজ্ঞান	৭৯৮	৭৯৮	৭৯০	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	৯৩	৯৩	৪৫	১০০%
মানবিক	১১৯	১১৯	৯৪	১০০%
মোট =	**১০১০**	**১০১০**	**৯২৯**	**১০০%**

একাডেমিক কর্মকাণ্ড-২০২০

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সময়োপযোগী বহুমুখী একাডেমিক কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ স্যার কর্তৃক গৃহীত কিছু একাডেমিক কর্মকাণ্ড ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ তথা সারা দেশব্যাপী মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিম্নে ২০২০ সালের কিছু একাডেমিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা হলো:

- অনলাইনে সকল শ্রেণির সকল বিষয়ে Topic অনুযায়ী ছাত্রদের জন্য লেকচার শিট প্রদান।
- অনলাইনে সকল শ্রেণির সকল বিষয়ে Topic অনুযায়ী Multimedia Presentation এর মাধ্যমে লেকচার প্রদান।
- ৯৮% ছাত্রের অংশগ্রহণে তৃতীয় থেকে একাদশ শ্রেণির সকল ছাত্রের অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ।
- ZOOM Cloud Meeting Apps এর মাধ্যমে দৈনিক রুটিন অনুযায়ী সকল ছাত্রের শ্রেণিপাঠদান অব্যাহত রয়েছে।
- আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের Start up Bangladesh এর Pilot Project এর অংশ হিসেবে কলেজের নবম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের অনলাইনে ক্লাসগ্রহণ।
- সংসদ টেলিভিশনের ক্লাস রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় এই কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের লেকচার প্রদান।

- অনলাইনে একাডেমিক কাউন্সিলের ৪টি সভা করা হয়েছে।
- ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে ছাত্রদের ডিজিটাল শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের মাননীয় সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মাহবুব হোসেন উপস্থিত থেকে ছাত্রদের মধ্যে ডিজিটাল শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রদান করেন।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য-২০২০

ছাত্রদের সুস্থ-সুন্দর মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বছরব্যাপী সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আন্তঃহাউজ মঞ্চ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া কলেজের বাইরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং আকর্ষণীয় সফলতাও অর্জন করে চলেছে। নিচে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো :

- "International Mathematical Olympiad-2020" প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থী আহমেদ ইত্তিহাদ বাংলাদেশ গণিত টিমের হয়ে রৌপ্য পদক জয়ের গৌরব অর্জন করে। এছাড়া তিনি "Asia Pacific Mathematics Olympiad -2020" এ রৌপ্য পদক জয় করেন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পান।
- আন্তর্জাতিক শিশু নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২০ এর চূড়ান্ত তালিকায় কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এম এ মুনিম সাগরের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- '5th National Space Carnival-2020' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র সাবিত ইবতিসাম আনান অলিম্পিয়াড ও কুইজ এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র রাধ চৌধুরী 'TCZ Rising Youth Carnival- 2020' এর কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত মহানগর পর্যায়ে এ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল ও ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবল ও ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া (শীতকালীন) মহানগর পর্যায়ে ভলিবলে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ২০ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র ফারহান জোহা ও জোবায়েদ বিন হায়দার President Scout Award পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
- 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০২০' এ থানা পর্যায়ের নজরুলগীতি (ক ও গ গ্রুপ), রবীন্দ্রসংগীত (খ ও গ গ্রুপ), ভাবসংগীত (গ গ্রুপ), ছড়াগান (খ গ্রুপ), হামদ-নাত (খ গ্রুপ), উচ্চাঙ্গসংগীত (গ গ্রুপ), গিটার ও তবলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- 'আমার মুজিব' শিরোনামে লেখা প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে ২ জন, খ গ্রুপে ১ জন ও গ গ্রুপে ১ জন ছাত্রসহ মোট ৪ জন ছাত্র থানা পর্যায়ে নির্বাচিত হয়। এছাড়া গ গ্রুপে দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র জেলা পর্যায়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- কলেজের ৫০ জন ছাত্র 'International Fire Safety & Security Expo-2020' এ অংশগ্রহণ করে।
- Scholastica Mathematics Club আয়োজিত SIMS – 2020 School VS School Showdown Secondary কলেজের Mathematics Club দল চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

- ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২০ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রাগিব ইয়াসার রহমান দুটি রৌপ্য পদক অর্জন করে।
- 'ভার্চুয়াল ইন্টারন্যাশনাল গ্রিন ফেস্টিভ্যাল' এ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় সাকলাইন রিজভী প্রথম স্থান অর্জন করে।
- 'ছয়মিশালি' ও 'শোলক' দুটি ইভেন্টে ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় তানভীর আহম্মেদ প্রথম স্থান অর্জন করে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ পর্যালোচনামূলক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মোঃ আদনান কাদির চৌধুরী দীপ প্রথম স্থান অর্জন করে।
- উচ্ছ্বাস প্রহর কর্তৃক আয়োজিত 'The Writer of 2020-Season 2' এ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কলেজের ছাত্র সিয়াম রাফিন হাইয়ার সেকেন্ডারি গ্রুপে তৃতীয় স্থান এবং মুজদালিফ হোসেন চতুর্থ স্থান অর্জন করে।

বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের উল্লিখিত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জন নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। কলেজ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ অনুশীলন ও পরিচর্যার জন্যই সম্ভবপর হয়েছে এ গৌরব অর্জন। ইনশাআল্লাহ আগামী দিনগুলোতেও বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড-২০২০

শিক্ষা ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি রুদ্ধ হলে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপ্রবাহে আসে স্থবিরতা, ব্যর্থতা ও হতাশা। আবার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। নিম্নে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

- কলেজের নিজস্ব তহবিল হতে ৪টি নতুন বাস ক্রয় করা হয়েছে।
- ৪টি বাস রাখার জন্য গ্যারেজ তৈরির কাজ সমাপ্ত।
- ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের মাননীয় সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মাহবুব হোসেন কর্তৃক কলেজ অডিটরিয়ামের আসনব্যবস্থা, ৪ টি বাসসহ বাস রাখার গ্যারেজ, লালন শাহ হাউস সংস্কার, এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম, বটতলা সংস্কারের কাজসমূহ উদ্বোধন করেন।
- কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে কলেজ ক্যাম্পাসে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কলেজ পরিবারের সুরক্ষার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় ও রসায়ন বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি।
- কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে কলেজ ক্যাম্পাসের পশ্চিম গেটে, প্রশাসন ভবনের প্রবেশদ্বারে এবং কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদের প্রবেশদ্বারে একটি করে মোট তিনটি জীবানুমুক্তকরণ কক্ষ বসানো হয়েছে।
- কলেজের বিল্ডিং নং-৪/৬০ এর ওয়েদারকোট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের আবাসিক কোয়ার্টার-১, ৩ ও ৪ এর ওয়েদারকোট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের জি-টাইপ কোয়ার্টারের ড্রেন সংস্কারকরণের কাজ সম্পন্ন ।
- পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের মেরামত ও রঙের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- কলেজের পূর্ব ও উত্তর দিকের বাউন্ডারি দেয়ালের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- আবাসিক কোয়ার্টারে তাপানুকূল যন্ত্র স্থাপন উপযোগী বৈদ্যুতিক লাইনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কলেজের মাঠসমূহের সুরক্ষার জন্য শিক্ষাভবন-১ এর সামনে ১টি এবং মসজিদের সামনে ১টি পানি মজুদকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে।
- ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ৭০ সেট বেঞ্চ ক্রয় করা হয়েছে।
- জি-টাইপ কোয়ার্টার-২ এ ওয়েদারকোটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের মেরামত ও রঙের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের মেইন গেটের এবং পশ্চিম গেটের ওয়েদারকোটের কাজ শেষ হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-১ এ উপাধ্যক্ষ অফিসের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- পাঁচটি হাউস এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে ল্যান্ডলাইন ফোন স্থাপন করা হয়েছে।
- অধ্যক্ষ বাসভবনের ছাদ মেরামত করা হয়েছে।
- শিক্ষাভবন-১ ও শিক্ষাভবন-২ এর শ্রেণিকক্ষগুলোতে ডিস্টেম্বারকরণ শেষ হয়েছে।
- কলেজের পূর্ব গেইট সংলগ্ন অভিভাবক সেডের পার্শ্বে হাত ধোয়ার বেসিন তৈরি করা হয়েছে।
- কলেজের ৫নং টিচার্স কোয়ার্টারে ওভার হেড ট্যাংক এবং রিজার্ভ ট্যাংক স্থাপন করে রিজার্ভ ট্যাংক হতে প্রতিটি ইউনিটে নতুন পানির লাইন ওয়্যারিং করা হয়েছে ।
- ২ নং টিচার্স কোয়ার্টারের সুয়ারেজ লাইনের সোকপিট সংস্কার করা হয়েছে।
- নবনির্মিত ৬ তলা বিশিষ্ট কর্মচারী কোয়ার্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বদলীকৃত হাউসমাস্টার ও হাউসটিউটরগণের বাসার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজ অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন গাছের ডালপালা ছাটাইকরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজ অডিটরিয়ামের স্টেজের সম্মুখ অংশ বোর্ড দিয়ে প্যানেলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- পুরাতন গ্যারেজের সম্মুখ অংশ ঢালাই করে সংস্কার করা হয়েছে।
- কলেজের ব্যাচেলর শিক্ষকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমাগত উন্নয়নের ধারা বেয়ে এ অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

টিচার্স কর্নার

সময়ের কথকথা (মুজিব স্মরণে)

প্রসূন গোস্বামী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

(১)
পতাকা দিয়াছ বহিবারে
শক্তি কোথায় পাই?
রক্ত ঝরে বারে বারে
মুক্তি কোথাও নাই!

(২)
মত্ত ক্ষুধায় দুষ্ট থাবা
দশন চলে সঙ্গোপনে,
বসে বসে মিছেই ভাবা
নেশায় বুঁদ অনশনে।

(৩)
বিত্ত মালিক নক্তচারী,
নষ্ট দেহ বাস হারায়,
কানিন ছেলে রাতভিখারী
মানচিত্র ছিঁড়ে খায়।

(৪)
কর্ম ফেলে ধর্ম ধরে
উল্লাসিত পিশাচ মন,
বুদ্ধিজীবী খুঁট হেঁচড়ে
কোথাও খোঁজে নির্বাসন।

(৫)
শূন্য যত বক্ষগুলি
ডুকরে কাঁদে সম্বরণে,
ধন্য সব মুখের বুলি
নিয়তি যার বিস্মরণে!

শিক্ষার ইতিহাস

অসীম কুমার দাস
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ

নিয়ম-মাফিক শিক্ষাদানের প্রথা, যথা স্বাক্ষরীকরণ, গত দেড়শো-দুশো বছরের সমাজে পরিবাহিত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন, এমনকি কিছু কিছু দেশে এই উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছিল বিগত পঞ্চাশ বছরে। পুরাকালে কিশোর-কিশোরীরা বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করত, যেমন: পৌরহিত্য, শাসকত্ব, বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা। শিক্ষা হলো শেখার একটি প্রক্রিয়া বা জ্ঞান অর্জন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও অভ্যাসের একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষাগত পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো গল্প বলা, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, আলোচনা এবং পরিচালিত গবেষণা। শিক্ষা প্রায়ই শিক্ষকের নির্দেশনায় ঘটে থাকে, তবে শিক্ষার্থী নিজেরা নিজেকেও শিক্ষিত করতে পারে। শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে হতে পারে এবং যেকোন অভিজ্ঞতা যার একটি গঠনমূলক প্রভাব রয়েছে, মানুষ কী করে চিন্তা করে তার অনুভূতির উপর। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বলে pedagogy।

শিক্ষাকে প্রাথমিকভাবে প্রি-স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তারপর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষানবিশ হিসেবে ভাগ করা যায়। শিক্ষার অধিকার বিশ্বব্যাপী এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে: জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৩ ধারায় শিক্ষাকে সার্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকার করেছে। বেশির ভাগ অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

ব্যাকরণ (Etymology):

ব্যাকরণগতভাবে, "education" শব্দটি ল্যাটিন e/duca/tio/ (যার অর্থ প্রজনন এবং লালন পালন করা) শব্দটি e/duco/ (আমি শিক্ষা দান করি, আমি শিক্ষা দেই) যা হোমোনিম e/du/co/-এর সাথে সম্পর্কিত(যার অর্থ আমি এগিয়ে নিয়ে যাই, আমি উত্থাপন করি) এবং Do–co– (যার অর্থ আমি নেতৃত্ব দেই, আমি পরিচালনা করি) থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

ইতিহাস (History):

প্রাগৈতিকহাসিককালে শিক্ষার শুরু হয়েছিল বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা যুবকদের সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে । প্রাক শিক্ষিত সমাজ মৌখিকভাবে এবং অনুকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গল্প বলার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রসারিত হতে পারে অনুকরণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নত করার মাধ্যমে। মিশরে মিডল কিংডম এর সময় স্কুল বিদ্যমান ছিল।

প্লেটো এথেন্সে একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ছিল উচ্চতর শিক্ষার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এথেন্সের বুদ্ধিভিত্তিক প্যাড হিসেবে এটি প্রাচীন গ্রিসে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত বৃহত্তম গ্রন্থাগারটি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমের পতনের পর ইউরোপীয় সভ্যতায় সাক্ষরতা ও সংগঠনের পতন ঘটেছিল।

চীনে কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) লূ এর রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন। যার শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি চীনের সমাজ, কোরিয়া, জাপান ও প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভিয়েতনামের উপরও প্রভাব ফেলেছিল। কনফুসিয়াস শিষ্যদের একত্রিত করেন, যিনি শাসককে নিরথর্কভাবে অনুসন্ধান করেন, যিনি সুশাসনের জন্য তার আদর্শগুলো গ্রহণ করবে। তার Analects অনুসরণকারীদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল যা পূর্ব এশিয়ায় আধুনিক যুগে শিক্ষার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

রোমের পতনের পর ক্যাথলিক চার্চ পশ্চিম ইউরোপে সাক্ষরতার ও স্কলারশিপের একমাত্র রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছিল। চার্চ ক্যাথিড্রাল স্কুল আধুনিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উচ্চ মধ্যযুগের সময় চার্টার্স ক্যাথিড্রাল দ্বারা বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী Chartres ক্যাথিড্রাল স্কুল পরিচালিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে সুসংহত ছিল, যা তাদের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে; পাশাপাশি একদল পণ্ডিত এবং প্রাকৃতিক দার্শনিকের সৃষ্টি করেছিল, যেমন নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় টমাস অ্যাকুইনাস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবার্ট গ্রোসেটেস্ট এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পদ্ধতিগত পদ্ধতির প্রারম্ভিক প্রকাশক এবং জৈবিক গবেষণার অগ্রদূত সেন্ট অ্যালবার্ট গ্রেট ছিলেন অন্যতম। ১০৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বরোনি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম এবং প্রাচীনতম অপারেটিং ইউনিভার্সিটি বলে মনে করা হয়।

মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্য ইসলামিক বিজ্ঞান ও গণিত সমৃদ্ধ হয়েছিল মুসলমান খলিফার অধীনে, যা পশ্চিম আইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে পূর্ব সিন্ধু পর্যন্ত এবং দক্ষিণে আলমোরাভিড রাজবংশ ও মালির সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

ইউরোপে রেনেসাঁ প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তদন্ত এবং উপলব্ধির নতুন যুগের সূচনা করেছিল। প্রায় ১৪৫০ সালের দিকে জোহানেস গুটেনবার্গ একটি প্রিন্টিং প্রেস তৈরি করেন, যা সাহিত্যের কাজকে আরো দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল । ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের যুগে ইউরোপীয় দর্শন, ধর্ম, শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণাগুলো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশনারি ও পণ্ডিতরা অন্যান্য সভ্যতা থেকে নতুন ধারণা নিয়ে এসেছিল- জেসুইট চীন মিশনের সাথে যারা চীন ও ইউরোপের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন, ইউরোপ থেকে কাজগুলো অনুবাদ করে যেমন ইউক্লিডের এরিমেন্টস ফর চায়না scholars এবং ইউরোপীয় শ্রোতাদের জন্য কনফুসিয়াসের চিন্তা চেতনার কথা বলা যায়। Enlightenment এর মাধ্যমে ইউরোপে আরও নিরেপক্ষ শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

বেশির ভাগ দেশে আজ নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য পূর্ণ-সময়ের শিক্ষা স্কুলে বা অন্যত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই কারণে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিস্তার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে মিলিতভাবে, ইউনেস্কো গণনা করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে আরও মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করবে যা মানব ইতিহাসে বিরল এক ঘটনা হবে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education):

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এমন একটি কাঠামোগত পরিবেশে ঘটে থাকে যার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। সাধারণত একটি স্কুলের পরিবেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সঞ্চারিত হয় যেখানে শ্রেণিকক্ষে একাধিক শিক্ষার্থীদের জন্য একজন প্রশিক্ষিত এবং প্রত্যয়িত শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য। বেশিরভাগ স্কুলে একটি আদর্শ ডিজাইন করা হয় যার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষাগত পদ্ধতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ধরনের পছন্দগুলো পাঠ্যক্রম, সাংগঠনিক মডেল, শারীরিক শিক্ষার স্থানগুলোর(যেমন: শ্রেণিকক্ষ) নকশা, ছাত্রশিক্ষক ইন্টার অ্যাকশন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শ্রেণির আকার, শিক্ষাগত কর্মকাণ্ড এবং আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রাকস্কুল (Preschool):

প্রাকস্কুলগুলো সাধারণত তিন থেকে সাত বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করে থাকে যা দেশের উপর নির্ভর করে যখন শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশ করে। এইগুলো নার্সারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল নামেও পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে কিন্ডারগার্টেন শব্দটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্ডারগার্টেন তিন থেকে সাত বছরের জন্য একটি শিশুকেন্দ্রিক প্রাক পাঠ্যক্রম প্রদান করে। এখানে মূলত শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক প্রকৃতির উদঘাটন করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

প্রাথমিক (Primary):

প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ও কাঠামোগত যা প্রথম পাঁচ থেকে সাত বছর নিয়ে গঠিত। সাধারণত, প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ থেকে ছয় বছর এবং ছয় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়ে থাকে, যদিও দেশ ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছয় থেকে বারো বছর বয়সী প্রায় ৮৯% শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয় এবং এই অনুপাত বেড়েই চলেছে। ইউনেস্কো দ্বারা চালিত ২০১৫ সালের মধ্যে "সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা" বেশির ভাগ দেশ এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে বিভাজন কিছুটা আলাদা, তবে এইটা সাধারণত এগারো বা বারো বছর বয়সের

মধ্যে ঘটে। কিছু কিছু শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেকোনো চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থানান্তর করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের স্কুলগুলো সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আবার শিশু এবং জুনিয়র স্কুলের মধ্যে বিভক্ত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বারো বছর ধরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আট বছরে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঁচ বছর এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিন বছর করা হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং দ্বারা পরিকল্পিত একটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১২ বছরের বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা প্রদান করা হয়।

মাধ্যমিক (Secondary):

বিশ্বের বেশিরভাগ সামসময়িক শিক্ষা ব্যবস্থায়, মাধ্যমিক শিক্ষায় বয়ঃসন্ধি সময় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। এটি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণত "মাধ্যমিক উত্তর" বা "উচ্চতর" শিক্ষা (যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক স্কুল) থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে এই সময়ের জন্য বিদ্যালয়গুলো বা এর একটি অংশকে সেকেন্ডারি বা উচ্চ বিদ্যালয়, জিমন্যাশিয়াম, লিসিম, মধ্যম স্কুল, কলেজ বা বৃত্তিমূলক স্কুল বলা যেতে পারে। এই পদগুলোর কোন সঠিক অর্থ এক সিস্টেম থেকে অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সঠিক সীমাও দেশভেদে আলাদা হতে পারে। তবে সাধারণত সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত কিশোর বয়সের মধ্যেই ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সাথে কখনও কখনও K-12 নির্দেশ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে সাধারণ জ্ঞান দান, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা অথবা সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে পেশার জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল না। বড় কর্পোরেশনের উত্থান এবং কারখানায় প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল । এই নতুন চাকরির চাহিদা পূরণের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলো তৈরি করা হয়েছিল। কারিকুলামটি বাস্তব পেশাগত কাজের দক্ষতার উপর নিবদ্ধ ছিল যা ছাত্রদেরকে সাদা কলার বা দক্ষ নীল কলারের কাজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করবে। এটি নিয়োগকর্তাদের ও কর্মীদের উভয়ের জন্য উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেহেতু উন্নত মানবাধিকারের ফলে নিয়োগকর্তার খরচ কম হচ্ছিল, অন্য দিকে দক্ষ শ্রমিকেরা উচ্চতর বেতনও পাচ্ছিল।

ইউরোপে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । যেখানে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে ব্যাকরণ স্কুল বা একাডেমি, পাবলিক স্কুলগুলোর আকারে, বিনা বেতনে পড়ার জন্য স্কুল বা দাতব্য শিক্ষাগত ফাউন্ডেশনগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কমিউনিটি কলেজ পরবর্তী সময়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব করে। তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের nonresidential জুনিয়র কলেজ কোর্স প্রদান করে।

উচ্চতর শিক্ষা (Tertiary/higher):

উচ্চশিক্ষা হল তৃতীয় পর্যায় বা পোস্টসেকেন্ডারি শিক্ষা। এটি একটি অ-বাধ্যতামূলক শিক্ষাগত স্তর যা উচ্চবিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেমন স্কুল সমাপ্তি অনুসরণ করে। তৃতীয়ত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সমষ্টিগতভাবে এগুলো উচ্চ বিভাগ হিসেবে পরিচিত। উচ্চ শিক্ষা সম্পন্নকারী ব্যক্তি সাধারণত সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা একাডেমিক ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষা সাধারণত একটি ডিগ্রি-স্তর বা ডিগ্রি যোগ্যতা জড়িত থাকে। অধিকাংশ উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা (৫০% পর্যন্ত) এখন তাদের জীবনের কোন একটা সময় উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে। জাতীয় অর্থনীতির জন্য উচ্চ শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সামাজিক সেবা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি স্নাতক পর্যায়ে উভয়ই অন্তর্ভুক্ত (কখনও কখনও উচ্চতর বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়) এবং স্নাতক (বা স্নাতকোত্তর) স্তর (কখনও কখনও স্নাতক স্কুল হিসেবে পরিচিত)। বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত বেশ কিছু কলেজ নিয়ে গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটিগুলো ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ব্যক্তিগত এবং স্বাধীন হতে পারে; সরকারি এবং স্টেট নিয়ন্ত্রিত পেনসিলভানিয়া উচ্চ মাধ্যমিকের সিস্টেমের মতো রাজ্য শাসিত বা স্বাধীন, কিন্তু ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্টেট থেকে তহবিল প্রাপ্ত হতে পারে। এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য বেশ কিছু ক্যারিয়ার নির্দিষ্ট কোর্স পাওয়া যায়।

উদার শিল্প শিক্ষা (liberal arts education) নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে

একটি কোর্স আছে যাকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যার মূল কাজ হলো সাধারণ জ্ঞান প্রদান এবং একটি পেশাদার, বৃত্তিমূলক কারিগরি পাঠক্রমের বিপরীতে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যে শিক্ষাদান করা। ইউরোপে উদার শিল্প শিক্ষার (liberal arts education) সূচনা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে liberal arts college শব্দটির সাথে যুক্ত।

লিপির উন্নয়ন:

আনুমানিক ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিভিন্ন লিপির ব্যবহার শুরু হয়ে যায় বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোতে। হায়ারোগ্লিফ লিপির সম্পূর্ণ ব্যবহার মিশরের প্রাচীন শহর অ্যাবাইডাসের বাসিন্দাদের জীবনে প্রায় ৩৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রারম্ভিক লগ্নেই দেখা যায় । তথ্য অনুসারে প্রাচীন অক্ষর আবিষ্কৃত হয় মধ্য মিশরে ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বে হায়ারোগ্লিফ চিত্রলিপির অনুকরণে। একটি প্রস্তর মিনারে একটি হায়ারোগ্লিফ চিত্রলিপি খোদিত অবস্থায় পাওয়া যায়, আরো অন্যান্য চিত্রলিপির সন্ধান মিলে যা প্যাপিরাসের উপর কালির সাহায্যে লেখা হয়েছিল। প্যাপিরাস হলো একটি কাগজস্বরূপ নমনীয় বস্তু, যা নদীর ধার যেমন নীলনদ বা নিচু জলাভূমিতে জন্মানো একপ্রকার গুল্মগুচ্ছের কাণ্ড হতে প্রস্তুত হতো। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি এভাবে ধারাবাহিক ভাবে চলছে। (সংগৃহীত)।

উৎস: উইকিপিডিয়া, ১৭ ই মার্চ ২০২০

তথ্যসূত্র:

১. Peter Gray, A Brief History Of Education

২. Timo Hoyer: Sozialgeschichte der Erziehhung.Von der Antike bis in die Moderne, 2015, WBG,

আইএসবিএন ৯৭৮-৩-৫৩৪-১৭৫১৭-৮

৩. Fischer, Steven Roger, A History of Writing, 2004, Reaktion Books, আইএসবিএন ১-৮৬১৮৯-১৬৭-৯, আইএসবিএন- ৯৭৮-১-৮৬১৮৯-১৬৭-৯, at page 36

৪. Fischer, Steven Roger, A History of Writing, 2004, Reaktion Books, আইএসবিএন ১-৮৬১৮৯-১৬৭-৯, at pp. 34, 35, 44

ডিআরএমসির অদ্ভুত এক বায়োলজি ল্যাব

তথ্যসূত্র: "আগামী পৃথিবী আমাদের"- এনায়েত আলী, প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, সায়েন্স ফিকশান থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে

একাডেমিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিশাল এক রুমের চারপাশে সজ্জিত ল্যাবের প্রয়োজনীয় উপকরণ: পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল, বড় জারে রক্ষিত তিনটি শিশু। আরও সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন প্রাণীর নমুনা। আধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রসহ প্রজেক্টর। দেয়ালে সজ্জিত আছে চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় চিত্রাবলি।

আপনি যদি একাকী অবস্থান করেন, তবে শিহরিত না হলেও গা ছমছম, বুক দুরুদুরু করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বেশি ভয় পেয়ে শিশুর কান্না বা কঙ্কালের আর্তচিৎকার হয়তো মনের অজান্তে চলে আসতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে চিন্তা করলে স্বপ্নে তাদের প্রতিকৃতিও দেখতে পারেন। এমন হতে পারে যে, কঙ্কালগুলো বা শিশুগুলো আপনার সাথে আলাপ করছে স্বপ্নের সাথী হয়ে।

চলমান জীবনের অনেক ঘটনার জন্ম দেয় এই ল্যাব। কখনও আমল দেই আবার কখনো না। কখনো ভাবি মনের প্রতিক্রিয়া, কখনো ভাবি বাস্তব। অজান্তে ল্যাবে ঘটে কত ঘটনা, কে তার খবর রাখে? এই ঘটনার জন্ম কবে তা না জানলেও আমাদের কাছে এর জন্ম ২০০০ সালে।

আমি একদিন শিক্ষক কমনরুমে বসে আছি। পেছন থেকে শুনতে পাই, স্যার, মাথা ঘুরিয়ে দেখি নাইটগার্ড গোলাম ও ল্যাববয় আলাউদ্দিন। ব্যাপার কী?

স্যার, গত রাতে আপনাদের ল্যাবের মধ্যে কেমন যেন শব্দ শুনতে পাই। আমি সন্তর্পণে চোর মনে করে একটু এগিয়ে যাই। আমরা আমাদের উপস্থিতি জানাই বিভিন্ন শব্দ করে; আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দেই। তখনই শব্দ থেমে যায়। তারপর কয়েকদিন পরেই আবারো একই শব্দ তারা নাকি শুনতে পায়।

সেদিন আলাউদ্দিন নিজের কানে ঐ অদ্ভুত আওয়াজ শুনে অবাক হয়েছিল।

অবাক হবারই কথা কারণ দশ বছর যেখানে, যে রুমে কর্মরত সেই রুমের মধ্যে এমন অলৌকিক কাণ্ড যা আজানা ছিল সবার কাছে।

নাইটগার্ডকে বলি, ঠিক আছে। আজ রাতে এমন শব্দ হলে, আমাকে ডাকবে।

প্রায় পনের দিন পর নাইটগার্ড গোলাম ল্যাবের মধ্যে সেই আওয়াজ শুনতে পায়। আরও দুজন দারোয়ানকে ডেকে এনে তারা নিশ্চিত হয়।

গোলাম আমাকে বলল, স্যার, আমি এই ল্যাবের ঘটনার সাথে নাই। বললাম কী হয়েছে? সে বলল, আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেছে, এসব ভূত-প্রেতের কাণ্ড। এদের বিরুদ্ধে কিছু করলে নাকি আমার বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার ক্ষতি হবে। তার মামার বাড়িতে এক ভূতকে বোতলের মধ্যে ভরে নদীর বুকে নিক্ষেপ করা হয়। যার কারণে তার মামার কোন সন্তান হয়নি। আমিও ভয় পাচ্ছি। গোলামকে বললাম, ভূত-পেত্নী বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আগের দিনের মানুষ এমন কত কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। এটা কিন্তু ভূতও না পেত্নীও না, কুসংস্কারমাত্র। গত সপ্তাহের মত এই সপ্তাহেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আলাউদ্দিন ও নাইটগার্ডকে আজ রাত থেকে ল্যাব পর্যবেক্ষণের জন্য বলা হল।

প্রায় পনের দিন কোন অঘটন নয়। কোন শব্দও শোনা গেল না।

হঠাৎ কলিং বেল এর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ডাক শুনে বুঝতে পারি, আলাউদ্দিনের কণ্ঠস্বর।

স্যার! স্যার! সেই শব্দ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘুম থেকে উঠে বসি। কোন শব্দ? স্যার ল্যাবের সেই শব্দ। ঘুটঘুটে অন্ধকার! এর মধ্যে ছুটে গেলাম ল্যাবে। রাত দুইটা, ক্যাম্পাসের মাঝে মাঝে লাইট জ্বলছে। নিস্তব্ধ পরিবেশ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ কানে ভেসে আসছে। পাশের সড়কের যন্ত্রদানবের গগণবিদারী শব্দও শুনতে পাচ্ছি মাঝে মধ্যে। আমরা সন্তর্পণে এগুতে থাকি ল্যাবের দরজার দিকে। হালকা শব্দ শুনতে পাই। আস্তে আস্তে আরও কাছে এগুতে থাকি এবং শব্দগুলো স্পষ্টতর হতে থাকে।

অর্থহীন শব্দ, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। কেমন যেন ভয় ও শঙ্কা দুটোই কাজ করছে, আবার কৌতূহলী হয়ে সব ভুলেও যাচ্ছি।

এখন তাহলে প্রমাণিত হল ওদের কথা। ল্যাবে এমন ঘটনা কেন হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী করা যায়? যারপর নাই চিন্তা করে, দরজায় টোকা দেই, শব্দ থেমে গেল। ব্যাপার কী?

দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানীসহ বিশেষজ্ঞদের জানোনা হল ঘটনাবলি। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ডাকা হল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল রিমোট কন্ট্রোল ভিডিয়ো বসানো হবে। বাইরে ভালোভাবে শব্দ শোনার জন্য ভিতরে মাউথ স্পিকার সংযোজন করা হবে। পাহারাদারসহ পুলিশ গার্ড থাকবে।

পাহারা দেওয়ার কয়েকদিন পর হঠাৎ কানে ভেসে আসে সেই অদ্ভুত আওয়াজ। একই অবস্থা এবং মাউথ স্পিকার সেট করা থাকায় শব্দ জোরে শোনা যাচ্ছে। একাধিক জনের কণ্ঠস্বর, যার মধ্যে একটি শিশুর কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। তখনই ভিডিয়ো কন্ট্রোলের সুইচ অন করি।

এরপর প্রায় আধাঘণ্টা ভিডিয়ো করা হল। এর মধ্যে টুংটাং শব্দ, হাটাহাটি, ছোটাছুটির শব্দ; মাঝে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। আমরা বিস্মিত হচ্ছি আর ভাবছি এক দৌঁড়ে গিয়ে দেখি কী অবস্থা!

রাত প্রায় চার টার দিকে ল্যাবের কোলাহল বন্ধ হয়ে গেল। বুক দুরুদুরু করছে আবার কৌতূহলী হচ্ছি যে, দরজা খুলে কি দেখবো?

প্রথমে তালাটা সাহস করে খুলে, সাথে সাথে ভয়ে পিছিয়ে আসি। সবার চোখ দরজার ভিতরে ঘরের মধ্যে। টর্চলাইটের আলো দিয়ে এক পর্যায়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করি। দেখি সবই স্বাভাবিক। সবার অনুসন্ধানী চোখ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে। সব কঙ্কাল, শিশুদের জার, অন্যান্য নমুনা সবই ঠিক আছে। আমরা হতবাক হয়ে যাচ্ছি ও দেখছি। তাহলে এতক্ষণ তিন-চার ঘণ্টা এই ল্যাবের মধ্যে যে ঘটনা ঘটল, এটা কী? কেনই বা হচ্ছে এমন?

পরদিন দশটায় আমরা টিচার্স রুমে আবার মিলিত হই ভিডিয়ো দেখার জন্য। ভিডিয়োতে অল্প আলোতে খুব অস্পষ্ট কিছু ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত মনে হল। একটি কঙ্কাল গ্যাসে ভরে গেল। সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কঙ্কালের কাঁচের পাত্রটা।

একটা অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। কী ঘটতে যাচ্ছে? নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশ। পলকহীন নেত্রে সবাই দেখছে। এর মধ্যে একটি কঙ্কাল থেকে বেরিয়ে এল একটি জ্যান্ত মানুষ। তাহলে এইভাবে বের হয়ে আসে একটি কঙ্কাল এবং একটি জারের একটি বাচ্চা। প্রত্যেক কঙ্কাল যেন ঐ মানুষটির মত ধোঁয়ার অবয়বে দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চাদেরও একই অবস্থা। কেউ হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি এমন ঘটনা ভিডিয়োতে দেখা যাবে।

কয়েকজনের পরামর্শ অনুযায়ী ইতোমধ্যে দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ফরেনসিক বিভাগের প্রধানের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি প্রাথমিকভাবে একদিন ল্যাব ঘুরে গেলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে কঙ্কাল ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করবেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন, আমি যখন পি.এইচ.ডি. করতে আমেরিকায় ছিলাম, তখন আমাদের স্যার, প্রফেসর মি. বার্ন এই ধরনের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। আমি মি. বার্ন এর সাথে একটু যোগাযোগ করি এবং সব ঘটনা তাকে জানাই।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণাগারে ভিডিয়ো ক্যামেরা স্থাপন করি যা সাউন্ড সিস্টেম সম্বলিত। ক্যামেরা ও স্পিকার সেট করা হল বিভিন্ন স্থানে। ছাত্রদের ল্যাব বন্ধ করে রাখা হল কিছুদিন।

রাত বারোটা বাজতে প্রায় দশ মিনিট বাকি। শোনা গেল সেই পরিচিত শব্দ। সাথে সাথে অন করা হলো দুটি ভিডিয়ো ক্যামেরা, সব কয়টি মাউথ স্পিকার। এসব ভিডিয়ো খুব অত্যাধুনিক, লেজার রশ্মি সম্বলিত। আলোহীন ও পানির মধ্যেও কাজ করতে সক্ষম। রডস ও কোনস এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে নিশাচর প্রাণীর মত অন্ধকারেও এই ভিডিয়ো ক্যামেরা ছবি তুলতে সক্ষম। শুধু ভিডিয়ো সেটে সংযুক্ত সামান্য আলোতে ঐ যন্ত্রগুলো কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম। মাউথ স্পিকারে আছে উন্নত প্রযুক্তির রিসিভার। সামান্য শব্দও যা ধারণ করতে সক্ষম। প্রত্যেক মাউথ সেটের সাথে সংযুক্ত আছে ন্যানো ক্যাসেট অডিয়ো রেকর্ডার। ফলে সব কথা যেমন বাইরে বসে আমরা শুনতে পাচ্ছি, আবার ল্যাবেও রেকর্ড হচ্ছে। প্রথমে টুংটাং শব্দ, তারপর স্পষ্টভাবে, সম্ভবত দুইজনের আওয়াজ এবং নির্দিষ্ট রাতের মত একই আওয়াজ। আমরা এ সব নিয়ন্ত্রণ করছি প্রায় দুশো মিটার দূর থেকে।

শব্দগুলো মোটামুটি বুঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একটা বয়স্ক ও একটি ছোট শিশুর আওয়াজ। ঘণ্টা খানেক পর কেমন যেন মায়াবী কণ্ঠের শব্দও শুনতে পাই। আমাদের কাছে রক্ষিত সাউন্ডবক্সে স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাই, তবে তা অর্থহীন। এর মধ্যে জারের বাচ্চাগুলোর থেকে একটা বের হয়ে এলো তবে তাও স্পষ্ট নয়। একই রকম ধোঁয়ার আবরণে আবৃত। মনে হচ্ছে ঐ কঙ্কালটা এবং বাচ্চা একে অপরকে আলিঙ্গন করলো। দুজনের মধ্যে কথপোকথন চলছে এবং এদের মধ্যে খুব আত্মীয়তার ভাব দেখা যাচ্ছে।

তবে এই দেখার মধ্যে আর একটা জিনিস মনে হচ্ছে, ল্যাবে ঘোরাঘুরি করছিল তাদের বহুরূপ। সব কঙ্কাল একইভাবে বের হয়ে এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে কিনা তা বুঝা গেল না। শিশুর বেলায় একই অবস্থা, একাধিক শিশুকে বুঝা যাচ্ছে। সেটা কী বহুরূপী না প্রত্যেকটা জারের শিশু আমরা ঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারছি না। আস্তে আস্তে ল্যাবের মধ্যে শব্দ কমে আসতে লাগল। এবং ধোঁয়ার পরিবেশটা কমে যেতে লাগল। স্বাভাবিক হলে দেখতে পেলাম সব ঠিক আছে।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, ভিডিয়ো ক্যাসেটের কপি করে মি. বার্নকে পাঠালেন।

আস্তে আস্তে কলেজের সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী জেনে গেছে ঘটনাবলি। আর তারা সবাই দেখতে চায়। ভিডিয়ো ক্যাসেটে কী দৃশ্যাবলি দেখা গেছে। সবাই কৌতুহলী সংবাদ শোনা আর দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেশের সচেতন নাগরিকরাও এ খবর জানতে পেরেছে।

কয়েকদিনের মধ্যে মি. বার্ন ইমেইল করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ঢাকা আসবেন। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে, ল্যাবের মধ্যে যেন কোন পরিবর্তন না করা হয়।

সপ্তাহ দুএক পরে মি. বার্ন ঢাকা এলেন। মি. বার্ন প্রথমে কঙ্কালগুলো এবং শিশুগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা বিস্তারিত জানানোর কথা বললেন। আগামী শনিবারে তিনি নিজে রাত্রের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবেন।

তাছাড়া
এ রহস্য বের করার
জন্য প্রথমে একটা একটা কঙ্কাল
সরিয়ে এবং একইভাবে শিশু জারগুলো পর্যায়ক্রমে সরিয়ে পর্যবেক্ষণ শেষে মি. বার্ন ইউরেকা ইউরেকা বলে উল্লাস প্রকাশ করে বললেন, ঐ মাঝের কঙ্কালটার সাথে তিন নম্বর শিশুর একটা সম্পর্ক আছে। আর এই সম্পর্কের কারণে ঘটে এইসব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা।

কয়েকদিন পর তিনি একটা রহস্যের কথা জানান। এই কঙ্কালদের মধ্যে যেকোন একটার সাথে কোন একটা শিশুর যোগসূত্র আছে। বংশগত কোন সম্পর্কও থাকতে পারে। ডিএনএ পরীক্ষা করে তিনি বিষয়টি আরও নিশ্চিত হবেন।

মি. বার্ন আরও কিছুদিন পরীক্ষা করে জানালেন যে, ঐ কঙ্কালটা একটা মহিলার এবং ঐ শিশুটির সাথে একটা বংশগত সম্পর্ক আছে। আর সম্পর্কটা হয়তো ঐ মহিলার সন্তানই হবে ঐ শিশুটা।

কঙ্কালগুলো এবং শিশুগুলো সংগ্রহের ইতিহাস জানার জন্য কলেজের প্রবীণ কয়েকজন শিক্ষক এবং কর্মচারীদের নিকট থেকে জানা গেল যে, কঙ্কালগুলো ও শিশুগুলো প্রায় বিশ বছর আগে ল্যাবে আনা হয়। তারপর কলেজের নথিপত্র থেকে জানা যায়, মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথমে একটি শিশু এবং তার ছয় মাস পর কঙ্কালটি সংগ্রহ করা। কঙ্কাল সংগ্রহকারী সংস্থার মাধ্যমে জানা গেল যে, এই শিশুটির জন্মের সময় মহিলাটি (নির্দিষ্ট কঙ্কাল) মারা যায় এবং দুইদিন পর শিশুটিও (নির্দিষ্ট জারের শিশুটি) মারা যায়। অর্থাৎ কঙ্কাল ও শিশুটির মধ্যে সম্পর্ক হল মা এবং সন্তান।

মি. বার্ন বললেন, কীভাবে ঘটে, কেন ঘটে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে স্পষ্ট নয়।

মি. বার্ন বললেন, ফটিয়ানা নামের একটা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনার তদন্ত করেন। তবে তারাও এখনো এই সব ঘটনার ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। মি. বার্ন আরও কিছুদিন থেকে চলে যান। তিনি যাওয়ার সময় বলে যান, হয় কঙ্কালটিকে নতুবা শিশুটিকে যেকোন একটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সেইমত ঐ শিশু কঙ্কালটিকে অন্যত্র রাখা হল।

পরের শনিবারে আলাউদ্দিন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্যার মাঝের ঐ কঙ্কালটা ভাঙা। কাঁচের বাক্সটা ভেঙে পড়ে আছে মেঝেতে। মাথার খুলি, হাড়গুলো সব মেঝেতে পড়ে আছে। হাত দিয়ে ধরে দেখলাম হাড় গুলো যেন পুড়ে ছাই হয়ে আছে। একটা সম্পূর্ণ সিগারেট পুড়ে গেলে যেমন ছাইয়ের একটা পূর্ণ অবয়ব থাকে তেমনি। কিছু কিছু হাড়ের অবয়ব পড়ে আছে।

কীভাবে হলো এই আশ্চর্য ব্যাপার তা আপনাদের মত আমিও এর সদুত্তর দিতে পারব না।

মি. বার্ন বলেছিলেন, একজন বিশেষজ্ঞ ফটিয়ানের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম এই ঘটনা কেন ঘটে? ঘটতে পারে কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ঘটতেও পারে, আবার নাও ঘটতে পারে। এটা অসম্ভব আবার সম্ভবও।

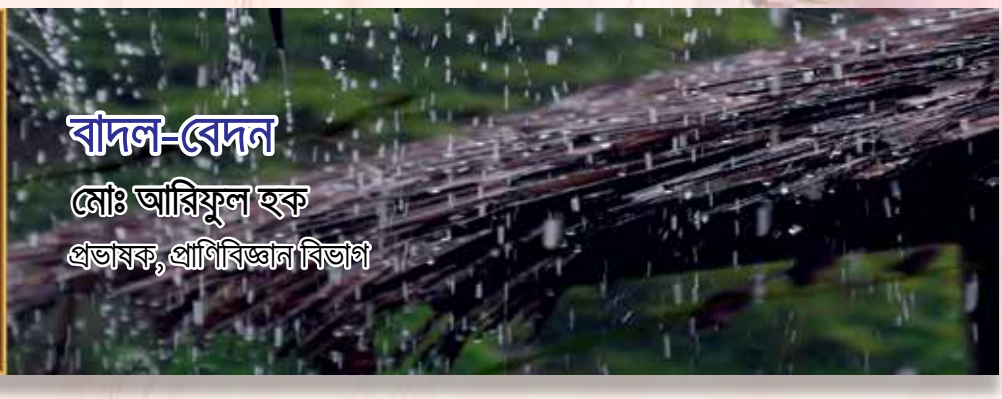

বাদল-বেদন

মোঃ আরিফুল হক
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

খেলা দারুণ জমে উঠেছে। হারাতে পারছে না কেউ কাউকেই। মাত্র খেলা ঘর দখলে চলে এল, পরক্ষণে সেই আবার ধরাশায়ী। লুটোপুটি চলছে সমানে সমান। ছেলেরা মজা পাচ্ছে। কেউ আবার শার্ট খুলে দিল ছুট্। যেন সামনে ম্যারাথনের কম্পেটিশান। সময়টা যে যার মত উপভোগ করছে আজ।

করবেই তো বৃষ্টিটা যে অনেক দিন পর নামল। কাম্যও ছিল অনেক। নয়া বৃষ্টির আনন্দে তাই মাতোয়ারা বালকদল।

স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রামিম আর সুমন এতক্ষণ দেখছিল এসব। রামিম আর থাকতে পারল না। সুমনের হাতে টান দিয়ে বলল, 'চল্'।

- কোথায়?

- কোথায় আবার? মাঠে। ভিজি একটু চল্।

- আমি যাব না। তুই যা।

- যাবি না মানে? কতদিন পর টিফিন পিরিয়ডে বৃষ্টি নামল। সবাই কেমন মজা করছে। আর তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবি? চল্।

রামিমের গলায় এবার ধমকের সুর।

সুমন বলল, 'নারে দোস্ত। ভাল্লাগছে না। ভিজতেও ইচ্ছে করছে না। তুই- ই বরং যা।'

- তুই যাবি না তাহলে?

- বললাম তো, তুই যা। আর তা ছাড়া এই টিফিন পিরিয়ডে....

রামিমের দিকে তাকাল সুমন। তার মুখে এরই মধ্যে অভিমানের মেঘ জমেছে। ভাবটা এমন যে, 'না গেলে না যাস্। আমি নিজেও যাব না। তোকেও আর বলব না।'

সুমনের কথা আর এগোল না। অগত্যা বন্ধুর হাত ধরে তাকে মাঠেই নামতে হল।

অনেকক্ষণ ধরে চলল 'বৃষ্টিস্নান'। হৈ হল্লোড় হল অনেক। রক্তবর্ণ সবার চক্ষু।

ক্লাসে এসে এখন দুশ্চিন্তা একটাই স্যারের বকা না খেলেই হয়। খেলেও অবশ্য খুব বেশি সমস্যা নেই। আমাদের এই প্রমোদ স্নানের পারিতোষিক স্যার বেত দিয়ে দিলে তবেই না সমস্যা। আর হেড স্যার যদি 'অতি ভাল মানুষ' হয়ে আজকের দিনটিকে 'বৃষ্টি' দিবস ঘোষণা করেন, আর সেই উপলক্ষ্যে স্কুল ছুটি দিয়ে দেন, তাহলে তো কথাই নেই। একেবারে সোনায় সোহাগা। তবে হেড স্যার এত 'ভাল মানুষ' হবেন কি না সেটাও চিন্তার বিষয়।

সুমনের দিকে তাকাল রামিম। চোখ জোড়া জলে টলটল করছে তার। এক্ষুণি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে।

'আনন্দাশ্রু'।

বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দে চোখে পানি এসে গেছে তার। অথচ এই সুমনই যেতে চাইছিল না ভিজতে।

মেজাজটাই বিগড়ে গেল রামিমের। কষে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে। বলল-

'কিগো গুড বয়? তখন তো একেবারে নামতে চাইছিলেন না। আর এখন খুশিতে চোখের পানি ফেলছেন। ঢং দেখে আর বাঁচি না।'

সুমন একটু মুচকি হাসল রুমাল দিলে মুছে নিল চোখ।

আজ অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের ডেট। বিজ্ঞানের অ্যাসাইনমেন্ট। দশ মার্কস। ভাল হলে দশে দশ পাওয়া যায়। অবশ্য এত ভাল কদাচিৎ দু'একজনের হয়। শুধু একজন ছাড়া। ভাল তার হবেই। দশে

দশ পাওয়া সে নিয়ম পাওয়া সে নিয়ম করে নিয়েছে। সে হল ক্লাস কাপ্টেন সুমন। লেখার ধরনে, পরিচ্ছন্নতায় ও উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে সে সবার সেরা। তাই বলে দশে দশ পেতে চেষ্টার ত্রুটি করে না কেউ।

সবাই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিল সুমনের কাছে। যথাসময়ে স্যার এলেন। এসেই বললেন, 'অ্যাসাইনমেন্ট জমা দাও।'

সুমন সব অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে স্যারের ডেস্কে রাখল।

স্যার বললেন, 'সবাই দিয়েছো তো?

সুমন বলল, 'না স্যার'।

- কতজন দেয়নি?

- একজন।

- একজন দেয়নি? কে সে?

ক্লাসের সবার উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন, 'তোমাদের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দাওনি কে'?

সবাই নিরুত্তর। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অ্যাসাইনমেন্ট তো জমা দিয়েছে সবাই-ই। অ্যাসাইনমেন্ট না করে দশ মার্কস হারানোর মত নির্বুদ্ধিতা নিশ্চয়ই দেখাবে না। কেউ তাহলে জমা দিলা না কে?

সবার মনে একই প্রশ্ন।

এই যখন অবস্থা তখন কথা বলল সুমন। উত্তর দিল-

-স্যার আমি।

বজ্রপাত হল যেন ক্লাসে। বিস্ময়ে 'থ' সবাই। বলে কি সুমন?

সবাই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছে আর সুমন দেয়নি। এটাও কি বিশ্বাস করার মত কথা? ও সত্যি বলছে না মজা করছে বুঝতে পারল না অনেকেই। স্যার তো নিজের কান কেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, 'তুমি দাওনি'?

মাথা নিচু করে সুমন বলল, 'জি স্যার'।

- কিন্তু কেন?

কিছুক্ষণ চুপ। হঠাৎ দু হাতে মুখ চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল সুমন। হতভম্ব সবাই। স্যারও বুঝতে পারলেন না কি হল। সুমনের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কাঁদছ কেন সুমন? কী হয়েছে বল'।

সুমন কান্না থামাতে পারছিল না কিছুতেই। কোনমতে বলল, 'আমার অ্যাসাইনমেন্ট ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে স্যার'।

কাঁদতে লাগল আগের মতই।

স্যার বললেন, 'ভিজলো কীভাবে'?

সুমন কথা বলতে চাইল। কিন্তু গলাটা বারবার আটকে আসতে লাগল'।

কান্না থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সে।

বলল, 'আমাদের খড়ের ঘর। সময় মত খড় কিনতে না পারায় এবার ঘর ছাওয়া হয়নি। অল্প বৃষ্টিতেই তাই চাল দিয়ে পানি পড়ে। গতকাল বৃষ্টির সময় ঘরে কেউ ছিল না। বৃষ্টির পানিতে আমার বই-খাতা, কাপড়-চোপড় সব ভিজেছে স্যার'।

বলে কাঁদতে লাগল আবার।

ক্লাসে পিন পতন নীরবতা। বেতের ব্যবহারেও কখনো এতটা নীরব হয়নি ক্লাস। বন্ধু সুমনের বেদনা মুহূর্তেই সঞ্চারিত হয়েছে সবার মধ্যে। ছোটরা অল্পেই যেমন তুষ্ট হয়, আবার কষ্টও পায় অল্পতেই।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর স্যার বললেন, 'আচ্ছা তুমি জায়গায় গিয়ে বসো'।

ঝিম ধরে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমাদের আজকে আর ক্লাস নেব না। আর আজকের এই অ্যাসাইনমেন্টে সুমনসহ তোমাদের সবাইকে দশে দশ দিয়ে দিলাম।'

বলে অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

বারান্দায় গিয়ে যে তাঁর চোখ রুমাল উঠল তা ছেলেরা কেউ দেখতে পেল না।

রামিম এতক্ষণ হতবাক হয়েছিল। ঘটনা যা ঘটল তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। এখন তার কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না সে।

পাশে বসে আছে সুমন। বেঞ্চে উবু হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অথচ কী অবাক ব্যাপার, রামিম তাকাতেই পারছে না তার দিকে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেনো তার মুখ ফিরিয়ে রাখছে অন্য দিকে। আজকের এই ঘটনার জন্যে অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকেই। মনের মধ্যে বারবার ভেসে উঠছে বৃষ্টির সময়ে সুমনের সেই উদাসী মুখ, অশ্রুভেজা চোখে সুমনের সেই মুচকি হাসি।

অনেক কষ্টে সুমনের দিকে মুখ ফেরাল সে। তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আচমকা সুমনকে জড়িয়ে ধরেই গুমরে কেঁদে উঠল। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারছে না কিছুতেই।

অবশ্য রামিমেরই বা-কি দোষ? আনন্দ উপলক্ষ্যের আবেদন যে সবার কাছে সমান নয়, সেটা তার মত একজন স্কুল পড়ুয়া ছেলের না জানারই কথা।

স্টুডেন্টস কর্নার

ছড়া ও কবিতা

জুনায়েদ আহমেদ
কলেজ নং: ১৮৪২৫
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

আকাঙ্ক্ষা

রেসিডেনসিয়াল স্কুলে আমি
পড়ি ক্লাস থ্রিতে।
ভেবেছিলাম খেলবো আমি
রোজ বিকেলে।
জানি না সেই দিনটি আসবে কবে?
অনেক দিন যাই না আমি স্কুলে?
আর ভাল লাগে না ঘরে।
ইচ্ছা করে আমি যেন,
আবার যাই স্কুলে।

কোথা থেকে এলো যে এই কোভিড-১৯
জীবনটাকে বিষিয়ে দিল কোভিড-১৯
স্কুলেতে যেতে চাই।
অনেক কিছু করতে চাই।
জীবনটাকে গড়তে চাই।
ভাল মানুষ হতে চাই।
স্কুলের সম্মান বাড়াতে চাই।

মোঃ ইসমে আযম হোসেন
কলেজ নং: ১৮৪০২
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

আমার বাবা

বাবা তুমি আছো বলে,
আলোকিত এই ভুবন।
তুমি আমার বাবা বলে,
ধন্য হয়েছে এই জীবন।
বাবা মানে অকৃত্রিম ভালোবাসা
অযথা আবদার,
বাবা মানে বটবৃক্ষ
প্রখর রোদের শীতল ছায়া।
বাবা মানে দুটি শব্দ
প্রাণ জুড়ানো ভাষা।
আমার কাছে বাবা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ।

মোঃ মুয়াজ ইবনে বাশার
কলেজ নং: ১৭৮৫৪
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

রাষ্ট্রের পতাকা

আমাদের মতো,
সকল রাষ্ট্রেরই আছে পতাকা
যাতে ঘিরে আছে রাষ্ট্রের মর্যাদা।
এই পতাকার জন্য আছে যুদ্ধ,
আছে রক্তের ও মৃত্যুর বিনিময়ে স্বাধীনতা,
আছে অকল্পনীয় পরাধীনতা।
আমাদের মতো স্বাধীনতা চেয়ে
করেছে সকলে সংগ্রাম,
জিতেছি আমরা,
উড়িয়েছি লাল-সবুজ পতাকা,
করেছি রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষা,
কেঁদেছি আহ্লাদে আমরা,
কে আর দেয় বাঁধা।
রাষ্ট্রের পতাকা দেয় তাঁকে মর্যাদা,
রাষ্ট্রের পতাকা দেয় তাঁকে উজ্জ্বলতা
রাষ্ট্রের পতাকা দেয় তাঁকে শান্তির বারতা।
রাষ্ট্রের পতাকা দেয় তাঁকে শান্তির বাসস্থান
আমাদের পতাকার কারুকাজ করলেন কামরুল হাসান।
রাষ্ট্রের গর্ব পতাকা দেয় উজ্জ্বলতা, শান্তি ও সুখ
দিলাম ১০:৬ এর অনুপাতের রূপ।
পতাকার মাঝে লুকিয়ে আছে আমার মান
পতাকার মর্যাদা হোক চির অম্লান।

আহনাফ আদিব
কলেজ নং: ১১২২১
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

রক্ত

সূর্যের কিরণে আলোকিত শোভায়
রক্তমাখা পিচ্ছিল লালচে মাটির পথে,
নবীনের চোখের জলে
যেন ধুয়ে যায় সব ভেসে।
লাল রঙের কষ্ট,
লাল রঙের শোক,
সবখানেই শুধু রক্ত।
মানুষ কি বোঝে না নিস্তব্ধতা?
কত সন্তান হারা মা
কারাগারে বন্দি করা
কতশত কচি-কাঁচা আয়ু
চারিদিকে কত বিদ্রোহী,
বিদ্রোহীদের টানে
দেশটি যেন নতুন প্রাণ পাবে।
কীসের এত অত্যাচার, কেন?
বিশৃঙ্খল জনগণের ত্রাস,
রক্ত মেখে ঘেমে
জনগণ সব চুরমার হয়ে,
লালের আভায় ভেসে
সবাই খালি কাঁদে।

মুত্তাকিন সামিউন হাক্ব
কলেজ নং: ১১২১১
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

বই পড়া

বই পড়তে বেশ লাগে,
লাগে ভীষণ ভালো।
বই পড়ে মনের ভিতর
জেগে ওঠে আলো।
বই আমার নিত্যসঙ্গী,
মজা পাই বেশ,
বই পড়ে কেটে যায়
মনের যত রেশ।
সুখ, দুঃখ, মজা যত
বই এর মধ্যে আছে,
তাইতো আমি
নিত্যসঙ্গী
করেছি আজ তাকে।

আসফি মাহমুদ
কলেজ নং: ১১২০৯
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

আমার মা

মা আমার মা
আমি মাকে ভালোবাসি
এই দুনিয়ার সবচেয়ে দামি
আমার মার হাসি।

রাতদিন নাই কষ্ট করে
করে আমায় লালন
এই দুনিয়ায় মায়ের চেয়ে
আর কে আছে আপন!

মা যে আমার জান্নাত
আমি মাকে ভালোবাসি।

এই দুনিয়ার সবচেয়ে দামি
আমার মায়ের হাসি।

মা আমার মা
আমি মাকে ভালোবাসি।

মোঃ মুনতাসির মনিরুল খান
কলেজ নং: ১০২৯৯
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: খ (দিবা)

ভাষাশহিদ

ও বাংলার ভাষাশহিদ-
রফিক, শফিক, বরকত, ছালাম ভাই;
আমরা তোমাদের মতন
বীর হতে চাই।
তোমাদের মতন-
সাহসী হতে চাই।
তোমাদের মতন-
দেশ ও ভাষার জন্য জীবন দিতে চাই।
তোমরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছো তাই
আমরা তোমাদের শত শত সালাম জানাই।

মহিবুল ওয়াসিক মাহিব
কলেজ নং: ১৪৫০২,
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ (প্রভাতি)

বাবা-মা

বাবা-মায়ের আদর
কত যে মায়া,
কোথাও পাবে নাকো
এই সুনীল ছায়া।

বাবা মা চলে গেলে
কত যে বেদনা,
বুঝবে শুধু সে-ই
যার বাবা-মা রইল না।

বাবা-মা দিবে বকা,
করবে তোমায় আদর।
যা-ই হউক না কেন
করবে তোমার কদর।

ছোট বেলায় বাবা-মা
কত করল লালন,
হাত ধরে শিখিয়েছে তোমায়
কীভাবে চলন।

বাবা মায়ের সম্মান,
দুনিয়া তে পাবে মান।
যদি কর অসম্মান,
পরকালে জাহান্নাম।

মুহম্মদ কাশিম নূর নকীব
কলেজ নং: ১১৩২৬
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
তুমি মোদের গর্ব–
তোমার ভূমিতে জন্মে মোরা,
মনে করি সার্থক।

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
তোমার যে কত সাহস–
তা বুঝি আমরা শুনে,
৭১-এর গল্প।

তা শুনে আমরা বুঝি,
তোমার মর্যাদা,
তোমাকে পেয়ে মোরা যেন–
আত্মহারা।

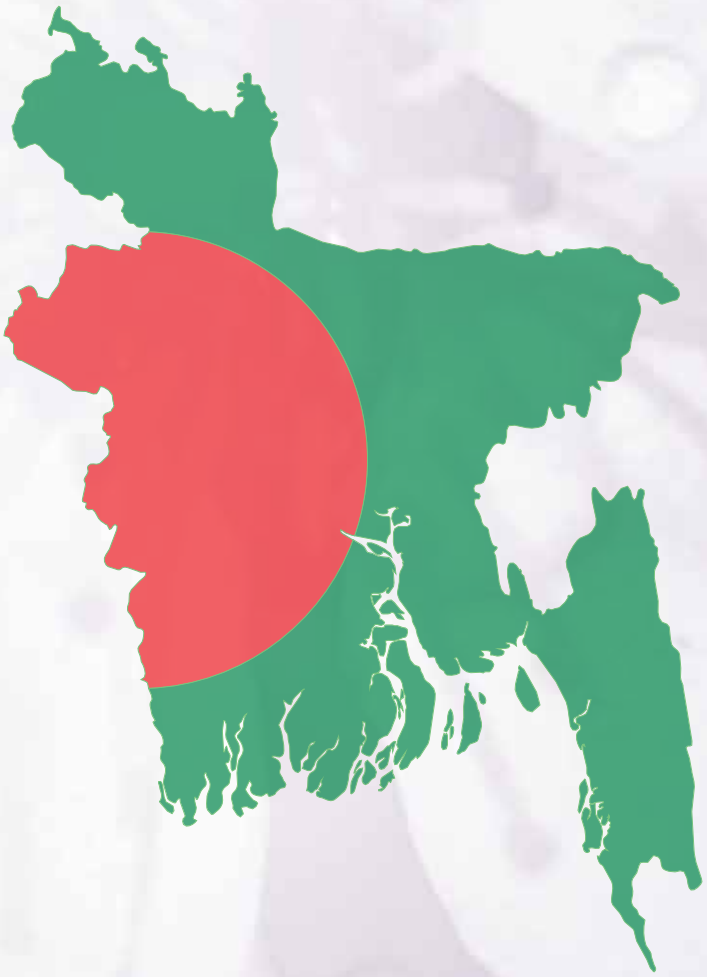

মারুফ রাইআন
কলেজ নং: ১৭০৯৩
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ (প্রভাতি)

শীত

মাত্র দু মাস ফেলে যায় শ্বাস
কেপে ওঠে হাড়-রক্ত,
সবাই বলে শীত খুবই ক্রুরো
শীত আসলেই শক্ত।

আমি ভেবে যাই শীতে কী নাই
আছে তো সবকিছু,
কর্কের বারি, রস ভরা হাড়ি,
কমতি আছে কোনো কিছু?

এই সেই শীতে রোগে দিনে রাতে
চলে যায় শত প্রাণ,
তবু মনে পড়ে শীতে খাওয়া সেই
পিঠে পুলিরই ঘ্রাণ,

শীতে কৃষক ফসল ফলায়
এ ফসল সোনার বাড়া,
গাছে ফলে ফল, নদী ভরা জল
মন হয় আত্মহারা।

পৌষ আর মাঘে স্মৃতি জুড়ে থাকে
মেতে যায় মোর মন,
মনে থেকে যায় ভুলবার নয়
এই আনন্দময় ক্ষণ।

উত্তরা বায়ু, কেপে ওঠে স্নায়ু
চাঁদর জড়ায়ে গায়ে,
গুটি গুটি পায়ে শীত চলে যায়
কোনো বিদেশি উপত্যকায়।

মুহাম্মাদ তালহা তানবীর
কলেজ নং: ১৫৩০০৪৭
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

ভবিষ্যতের অগ্রদূত

ভবিষ্যতে কী হতে চাও আমাকে একটু বলো,
দূর আকাশে চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে তুমি চলো।
শ্রেষ্ঠ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, আমার সাথে যাবে?
ভবিষ্যতের অগ্রদূত তাই বলে কি হবে?

নতুন সকাল, নতুন প্রভাত,
নতুন এক স্বপ্ন,
এই পৃথিবীর উন্নতিতে হলে তুমি মগ্ন।
আলোয় আলো, তুমিই ভালো
তুমিই হবে সেরা
তোমার সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে তবে কারা?
সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ
তুমিই যে আজ শ্রেষ্ঠ
তোমার এই জীবন কে কি কেউ করবে কভু নষ্ট?
–নতুন জগৎ, নতুন স্বপ্ন
নতুন এই ভুবন,
ভালো বলেই সবাই যে আজ তোমারই তো আপন
এই জগতের আলোর দূত, তোমার ভালোবাসা,
ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়া হলো তোমার আশা।
শ্রেষ্ঠ পথিক, শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ তুমি আজ
শ্রেষ্ঠ বলেই করেছো যে শ্রেষ্ঠ সকল কাজ
আলোর পথেই চলবে তুমি
আলোর অগ্রদূত,
মনকে বলো সবার মাঝে তুমিই তো অদ্ভুত
ভবিষ্যতের পথদিশারী তুমিই তো যে হবে
তাই বলে তো সেই দিনটা আসবে বলো কবে?
শ্রেষ্ঠ দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ তোমার কাজ,
শেষ্ঠত্ব দিয়েই পরবে তুমি ভালোবাসার তাজ।

ফারহান আব্দুল্লাহ (তারিফ)
কলেজ নং: ১২৯৯৪
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ (দিবা)

আচার পাচার

তেঁতুল কিংবা চালতা দিয়ে
তৈরি করো আচার,
এক দমে পেটের মধ্যে
সব করো না পাচার।
খাও তাড়িয়ে খাও
আরামসে ঘুম দাও।
লুকিয়ে খেয়ে বয়াম ভাঙ্গার
শব্দ হলেই বেশ।
চুরির সাজা জুটবে কঠিন
জিভের আরাম শেষ।

আবু বক্কর সিদ্দীক রিদওয়ান
কলেজ নং: ১৩৫০৬,
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: চ (প্রভাতি)

আকাশ

আমাকে একটা নীল আকাশ দেবে
ঝড়ো হাওয়া হয়ে ভাসবো
আমাকে কিছু কালো মেঘ দেবে
মেঘের কান্না হয়ে ঝরবো।
দেবে কি আমায়
শ্রাবণের বৃষ্টিস্নাত আকাশ
হবো তাহলে
হাসনাহেনার মন মাতানো সুবাস।
দেবে কি আমায়
হরেক রঙের ঘুড়ি,
তবে তোমার মন আকাশে
ইচ্ছে মতো উড়ি।
দেবে কি আকাশ যেথায় আছে
তুলো মেঘের ভেলা,
দেখবো সেথায় গাঙচিলেদের
মন জুড়ানো খেলা।
সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে
নেবে শেষ বিদায়
আকাশটা যখন সাজবে
লাল রঙের আভায়,
মুক্ত আকাশে পাখির মতো
তখন উড়তে দিও আমায়।
দেবে কি আমায় জোছনা রাতের
মেঘমুক্ত আকাশ
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয়
জোনাকিদের বসবাস
দেবে কি আমায় সেই আকাশটা
যখন রাত ফুরিয়ে আসে দিন
সুবহে সাদিকের আলোর রেখায়
আজান দেয় মুয়াজ্জিন।
এত কিছু চাইছি আমি
তোমায় দেবার কিছু নেই।
ভালোবাসার কাঙাল আমি
তবু জমানো ভালোবাসাটাই দেই।

সিকদার নাজমুস সাদাত রিয়াদ
কলেজ নং: ১৭১৭৯
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: চ (প্রভাতি)

কলম

কলম দিয়ে লিখি আমি,
শুধু আমি নই!
লেখ তোমরা সকলেও,
ছন্দে মধুময়।
এটি হলো সাক্ষাৎ অস্ত্র-
যদি করো ব্যবহার।
জীবন হবে পরিপূর্ণ;
এটারই সহায়তায়।
নজরুল জেগেছিল একদিন
এটারই ফলে।
রবীন্দ্র হলো কবি,
বিশ্বেরই মধ্যে।
রায় হবে, ফাঁসি হবে,
কলমেরই ছোঁয়ায়।
সফলতা ব্যর্থতা
সবই এটারই দোয়ায়।
কালি এটার কালো হলেও,
ফল কালো নয়।
জীবন গড়ে দিবে তোমার
পূর্ণে পূর্ণময়।

আবু বক্কর সিদ্দীক রিদওয়ান
কলেজ নং: ১৩৫০৬,
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: চ (প্রভাতি)

শেষ বিকেলের কফি

এক মগ কফি হাতে একদিন
বসেছিলাম ছাদের কোণে
ব্যস্ততার এই শহরে সবাই
ছুটছিলো আপন মনে।
কেউ ছুটছে হন্যে হয়ে
গতি কারো ধীর
কেউ আবার আছে দাঁড়িয়ে
অপেক্ষায় কারো অধীর।

চিরচেনা এই শহরে
চেনা-অচেনার ভীড়ে
চোখটা হঠাৎ আটকে যায়
রাস্তার এক ধারে।
হলদে পাঞ্জাবি আর নীল শাড়ি গায়ে
দাঁড়িয়েছিলেন দুজন
সাধারণের মাঝেও তাদের
লাগছিলো অসাধারণ।

রাসেল মামার চায়ের দোকানে
বসেছে বিতর্কের আসর
সে আসর যেনো আসর নয়
শত যুক্তির ঘূর্ণিঝড়।
আকাশের দিকে তাকিয়ে একজন
উড়াচ্ছে নিকোটিনের ধোঁয়া
দিনের আলোতেও চেহারায় তার
অবসাদের ছায়া।

অবসাদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
চলছে যাদের সংগ্রাম
সেই রিকশা ও ফেরিওয়ালারা
যাচ্ছে ছুটে অবিরাম।
সময় সে তো বয়েই চলে
চলতে তাকে হয়
বাস্তবতার নিরিখে তাদের
হাসিমুখেই বাঁচতে হয়।

রাস্তার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছে
ডাকছে এক অজানা পাখি
সুরে তার পরান জুড়ায়
রূপে জুড়ায় আঁখি।
সূর্য নিচ্ছে বিদায়ের প্রস্তুতি
ফুরিয়ে বিকেলের রেশ
মগের দিকে তাকিয়ে দেখি
পড়ন্ত সে বিকেলের মতো কফিটাও আমার শেষ।

আবু সাদ মোহাম্মদ সিয়াম
কলেজ নং: ১৭৭২৫
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: খ (প্রভাতি)

সমাজ

এই নিকৃষ্ট সমাজ তোমার নয়
তুমি দেখবে মানুষ
তবে সে মানুষ নয়।
এই নিকৃষ্ট সমাজ তোমার নয়।
তুমি চাইবে ভাল
সমাজ দিবে তোমায় বিষাক্ত কালো
এই সমাজ যে আলোর নয়।
অসমাপ্ত অস্থিরতা তোমার মনে বাঁধবে বাসা
চির ধরবে মন কথায়
তবু খসবে না মুখোশ সমাজের
কারণ এই সভ্য সমাজ তোমার নয়। ।

তবে কি করে বাঁচিয়ে রাখবে নিজ সত্তাটাকে
পচে গলে মিশে যাবে কি অমানুষের দলে??
হাল যদি ছেড়েই দাও
তবে ছাড়তে হবে ধর
তাই শেষ অব্দি লড়বে মিলে নারী আর নর। ।
একা তুমি কিছুই নও
অর্ধাংশ বিনা
নারী ছাড়া এই জগতে
জয় নেই ক্ষয় ছাড়া।
এই সমাজ যে নারী চেনে না!!!
তাইতো সমাজ তোমায় দেখায় সেই রূপ
যা অধারেতে ঢাকা
তাদের কাছে নারী মানেই লক্ষ লক্ষ টাকা
হায় না শকুন লেলিয়ে দেবে
খুবলে খেতে দেহ। ।

হাজার নারীর আশার তরী ডুববে সেই বিষে!!
মেরুদণ্ড বয়ে যাইবে সে বিষ
সমাজ বাজাবে শীষ।
হার তোমার কড়া নাড়বে
আঘাত করবে বারে বারে
বিশ্বাস তবু ফেলবে না ছুড়ে
রাখবে কোটর ভরে।
সমাজের বুকে দেখাবেই তুমি
রজনী কিংবা দিন
জগত সেদিন ঠুকবে সালাম
শুধিতে সেই ঋণ। । ।

ফারহান লাবীব শিহাব
কলেজ নং: ১২৫৫২
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ঘ (দিবা)

অর্ধশত আর এগারটি বছর

আজ মোরা তীর্থের কাক,
তোমার সবুজ পানে ছুটে যেতে চাই।
আজ মোরা তীর্থের কাক,
তোমার সেই শুভ্র বর্ণ হতে চাই।
আজ মোরা তীর্থের কাক,
সেই বটতলার সমীর সম্ভোগ করতে চাই।

আজ মোরা তীর্থের কাক,
তোমার মায়ায় সিক্ত হতে চাই।
আজ মোরা তীর্থের কাক,
সত্যিই তীর্থের কাক!

ফিরে যেতে চাই সেই শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে,
ফিরে পেতে চাই সেই স্বর্গের উদ্যানে,
হারিয়ে যেতে চাই বিস্তৃত দিগন্তে।
শুভ জন্মদিন প্রিয় বিদ্যায়তন,
হয়েছে তো কেবল অর্ধশত আর এগারটি বছর!
শুভ জন্মদিন প্রিয় বিদ্যায়তন,
পাড়ি দিতে হবে আরও অজস্র বছর,
কেননা আরও সতেজ প্রাণ অপেক্ষমান,
'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' বলে করবে মহীয়ান।

সামিউল হোসেন সরকার শান্ত
কলেজ নং: ১১৯১১,
শ্রেণি: ১২শ, শাখা: ঙ (দিবা)

হাসি

খিলখিলিয়ে হাসছে দেখো
খুকখুকিয়ে কাশছে,
কীসের যেনো ফুর্তিতে সে
খুব আমেজে ভাসছে।
হাসতে হাসতে টিভি দেখে
হাসতে হাসতে খায়,
হাসতে হাসতে মেঝেতে
সে খালি গড়গড়ায়।
হাসতে হাসতে বিষম ওঠে
পেটে ধরে খিল,
ধমক খেয়ে মায়ের এবার
মুখে মারে সিল।
তাও পারে না, খানিক পরে
হেসে ওঠে আবার,
না পেরে আর, মা আবার
দেন এক বিশাল দাবড়।
হাসির মুখে এবার চোখে
নেমে আসে ঝর্ণা
তাই বুঝি ভাই সবাই বলে
হাসির সমান কান্না।

তানভীর আহাম্মেদ লিওন
কলেজ নং: ১১৪৩১,
শ্রেণি: ১২শ, শাখা: ছ (দিবা)

আমার মুজিব

আবার ফিরে তাকাতেই হবে নিমিখের অনিমেষে
এই মুজিবের দেশে।
কোটি মুজিবের হিয়ার মাঝে, সেই মুজিবই হাসে
শত মুজিবের দেশে।

দেশের তরে, বজ্রাধারে, অক্ষয়ে নিঃশেষে,
দমনে সন্ত্রাসে;
বিকল জীবন, ভুলিল আপন, রচিল বূহ্য সে
কারারই অবকাশে।

চার দেয়ালে, অন্তরালে, মাতৃভাষার মান খেয়ালে
যৌবন উচ্ছ্বাসে;
অনশন পরে, জীবন সাদরে, মেলিল মৃত্যুর চাদরে
ভাষার দাবির ক্লেশে।

৬ দফা তরে, জাগো বাঙালিরে, হাঁকিল দাবি সে,
বাঙালি সন্তোষে।
কাঁপিল শোষক, স্বৈরশাসক, টলিল ভূমি যে
অবর্ণনীয় ত্রাসে।

৬৯ এ, অভ্যুত্থানে, জানিল বাঙালি একতার মানে,
ফুলিল আক্রোশে।

ভীত রক্ষঃ, স্বীয় সখ্যে, সপিয়া ক্ষমতা, ত্যাজিল রাজ্য
গণতন্ত্র অবশেষে?

কোথাকার কী? একক্ষুরে মোড়া, জ্ঞাতি সহোদর, আপন ভায়রা
নিটোল পরিহাসে।
জনগণ চায়, তাতে কিবা যায়, সোনার হরিণ কেবা ছাড়ে হায়
টালবাহানার ফাঁসে।

ক্ষুব্ধ জনতা, উন্মত্ততা, জয় বাংলার লক্ষ স্রোতা
জমিল নির্বিশেষে।
বজ্র নিনাদে, আপন ভাষাতে, মোহিত জাতি, অমোঘ মন্ত্রে
মুক্তির উদ্দেশ্যে।

প্রতিরোধে জয়, ক্ষয় যদি হয়, তাতে কিবা ভয়, দূরী পরাজয়,
দেশেরে ভালোবেসে।
ঝরে তাজা প্রাণ, ফিরিল সে মান, দেশাত্ববোধে উজ্জ্বল প্রমাণ
স্থাপিল অবশেষে।

সেই এক মুজিবের দেশে, লাখো মুজিবের দেশে।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনি

আইমান আরহান প্রধান
কলেজ নং: ১৮৩৮৭
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

একটি পরীক্ষা

আমরা বাংলাদেশে অধিকাংশই মুসলিম। কিন্তু মুসলিম হয়েও আমরা কেউ ভালো কাজ করতে পারছি না। আমাদের শুধু এটাই সমস্যা– আমরা ইসলাম নিয়ে খুব বেশি আলাপ-আলোচনা করি কিন্তু আমাদের ভালো কাজের ফল পাওয়া যায় না।

আমরা নামাজ পড়ি এবং কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করি; আবার গোনাহ্‌র কাজও করি। তাহলে কি মহান আল্লাহ্ আমাদের নামাজ পড়া এবং কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করা কবুল করবেন?

মহান আল্লাহ্ যেসব কাজে সন্তুষ্ট হন, আমাদেরকে এখন থেকে সেসব ভালো কাজ করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য। কিন্তু আমরা যদি খারাপ কাজ করি তাহলে মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন। তখন আমরা ভালো কাজ করার জন্য জাহান্নাম থেকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে চাইব। যদিও তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আর আমরা যারা ভালো কাজ করব, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের পুরস্কার দিবেন এবং জান্নাত থেকে কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না।

পৃথিবীতে আমাদের পরীক্ষা-তো শুধু একটাই আর তা হলো ভালো কাজ করা। কিন্তু আমরা কেউ এই একটা পরীক্ষাই ভালোভাবে দিতে পারছি না।

মুসান্না সাওকী
কলেজ নং: ১২৯৩৫
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: গ (দিবা)

করোনা জয়ী মা

মা আজ ২০ দিন পর রুম থেকে বের হয়ে আসলো। আমাদের অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলো। মায়ের চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়ছে। করোনার সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

এতদিন ভিডিও কলে শুধু মাকে দেখেছি। অক্সিজেন মাস্ক পরা, হাতে স্যালাইন।

আর একটা বাবু হবে বলে মার কষ্ট নাকি অনেক বেশি হয়েছিল।

আমরাও মাকে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। কতক্ষণ হবে জানি না।

মোঃ হাসান ওয়ায়েসকুরনি
কলেজ নং: ১২০৩৩
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (দিবা)

আমার বিড়াল ছানা

আমি তখন স্কুলে, স্কুল থেকে বলা হলো করোনা মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। তখন টিফিনের সময় আমাদের ছুটি হয়ে গেলো। আমার মা আমাকে স্কুল থেকে বাসায় নিয়ে এলো। ছুটির কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো লকডাউন। আমার তখন সময় কাটতো জানালার বাইরে রাস্তা দেখে। রাস্তায় কাউকে দেখা যেতো না। খুব কষ্ট লাগতো আমার। আমি একদিন খেয়াল করলাম আমাদের বাসার সামনে বাড়ির গ্যারেজে চারটি বিড়াল ছানা। মা ছিলো না ওদের। আমি তো দেখে বেজায় খুশি। ওরা সারাদিন খেলা করে আর আমি উপর থেকে দেখি। সময়টা খুব ভাল কাটতো আমার। একটু বড় হতেই খাবার দিতাম আমরা। আমার বাবা নিজে যেয়ে ওদের খাবার দিয়ে আসতো। ভালোই কাটছিলো দিনগুলো আমাদের। কিন্তু একদিন দেখলাম কয়েকটি কুকুর এসে ছানাগুলোকে কামড়ে দিচ্ছে। দৌড়ে নিচে গেলাম আমরা ওদের বাঁচাতে, কিন্তু ছানাগুলো কে বাঁচাতে পারিনি আমরা। খুব কষ্ট পেলাম। বাকি ছানা দুটোকে আমরা নিয়ে এলাম আমাদের বাসার গ্যারেজে। হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘর বানালাম ওদের জন্য। এতো আনন্দ কখনো পাইনি আমি। একদিন দেখলাম আরও একটি বিড়াল নেই। চুরি হয়ে গেছে। সেদিন অনেক কাঁদলাম আমি। এবার মাকে রাজি করিয়ে ফেললাম আমি। আমার মা কেন জানি বিড়ালটাকে বাসায় আনতে আর না করলো না। বিড়াল ছানাকে নিয়ে এলাম আমাদের বাসায়। বাসায় এনে গোসল করিয়ে খেতে দিলাম ওকে। ভ্যাকসিনও দিয়ে দিলাম। খুব ভালোবাসি আমি ছানাটাকে। নাম রেখেছি চিপি। নতুন বন্ধু পেলাম আমি। আর ও হয়ে গেলো আমাদের পরিবারের একজন।

জুনায়েদ আহমেদ
কলেজ নং: ১৮৪২৫
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

আমার স্মরণীয় দিন

যেদিন আমি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম, সেদিন আমাকে ডাকার সাথে সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে স্কুলের গল্প শুনেছি। সে গল্পের দৃশ্যগুলো আজ সত্যিই দেখব। আর আমি খুব উৎফুল্ল ছিলাম স্কুলে যাওয়ার জন্য। আমি ঘুম থেকে উঠলাম, দাঁত ব্রাশ করলাম, নাশতা খেলাম এবং রেডি হলাম।

তারপর মা, বাবা, আমি ও চাচাতো ভাই রওনা হলাম। আমি ও আমার চাচাতো ভাই এক রিক্সায় বসলাম। বাসা থেকে একটু আসতেই আমার বাবা-মার রিক্সা থেমে গেল। আমার মার একটু কাজ ছিল, আমার মা কাজটি শেষ করলেন, তারপর আমাদের রিক্সা আবার চলা শুরু করে। আমাদের এলাকার একটা জায়গার নাম নতুন বাজার। সেখানে আমাদের রিক্সা থামলো। আমরা অপেক্ষা করলাম সি.এন.জি-র জন্য। আমার বাবা একটি সি.এন.জি ঠিক করলো। আমার বাবা-মা, আমার চাচাতো ভাই ও আমি উঠে বসলাম। আমাদের স্কুলে আসতে প্রায় ২০ মিনিট লাগলো। আমরা এসে নামলাম স্কুলের সামনের গেইটে কিন্তু আমাদের সেই গেটে ঢুকতে দিল না। আমরা একটু হাঁটলাম তারপর আবার রিক্সা নিয়ে পৌঁছোলাম পিছনের গেটে। ভিতরে যাওয়ার কথা ৯:০০ টায় কিন্তু আমরা ৮:৪০ মিনিটে চলে আসি, আমরা ছিলাম দ্বিতীয় আমাদের আগে একজন এসেছিল। তারপর একজন একজন করে অনেকেই আসলো। এর মধ্যে ২০মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তখন বলে এখন না, ৯:৩০মিনিটে আমার মা বলে বইয়ের অনেক কিছুই মনে করো। আমি এমনিতেই বসে চুপ করে ভাবতে লাগলাম। তারপর আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার ওই মুহূর্তটা আমি বুঝাতে পারবো না। আস্তে আস্তে আমরা হাঁটতে লাগলাম। গিয়ে বসলাম প্রশাসনিক ভবনে। আবারও সেই অপেক্ষা, এই ভাবে আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক এক করে ৫ জন নিয়ে গেল অন্য এক রুমে। সেই

শিশুগুলো ছিল বাংলা ভার্সনের এমন করে অনেক সময় পার হয়ে গেল। তারপর আসলো আমার সময়। ভিতরে যাওয়ার পর আমার সাথে আমার মা-ও যায়। আমাকে দুই জন শিক্ষক অনেকগুলো প্রশ্ন করেন, আমি সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। ১:৩০ মিনিটে আমাকে একটি ফরম দেয় সেই ফরমটা আমরা পূরণ করি। আমি আমার বাবা-মার সাথে ফরমটা পূরণ করা দেখি। যখন ফরমটি পূরণ করা শেষ হয় তখনই আমি মাঠে খেলতে যাই আর আমার জীবনের এটিই একটি স্মরণীয় দিন হয়ে যায়।

সাজিদ ইকবাল
কলেজ নং: ১১৯৫৪
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ (দিবা)

রাজু এবং মামদো ভূতের ছানা

এক দেশে ছিল একটা ছোট্ট ছেলে। তার নাম ছিল রাজু। সে একটা ছোট ঘরে তার মায়ের সঙ্গে থাকতো। প্রায় ৩ বছর আগের কথা, যখন ছেলেটির বয়স ৭ বছর, তখন কি এক মরণব্যাধিতে মারা গিয়েছিল তার বাবা। রাজুদের সম্বল বলতে একটা কুড়ে ঘর আর একটা গাভী ছিল। সেই গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসার চালাতো রাজুর মা।

একদিন সকালে রাজুকে তার মা বললো "বাবা রাজু, গাভীটাকে মাঠে বেঁধে আয়। ভালো করে ঘাস খেলে ভালো দুধ পাওয়া যাবে।" রাজু মনের আনন্দে গাভীকে নিয়ে মাঠে বেঁধে আসলো। দুপুরে রাজু দেখলো তার মা তার পছন্দের আলু ভাজি আর ডিম ভাজি করেছে। সে তাড়াতাড়ি গোসল করে এসে ভাত খেয়ে নিল। আর খেয়েই দিল একটা আরামের ঘুম। ঘুম থেকে ওঠার পর রাজু দেখলো, মা তার জন্য পিঠা তৈরি করছে। মা রাজুকে ডেকে বললেন "বাবা কয়েকটা পিঠা হাতে নিয়ে মাঠে যাও, আর গাভীটাকে নিয়ে আসো।" যেই কথা সেই কাজ। রাজু পিঠা নিয়ে নাচতে নাচতে গেল গাভীকে আনতে।

কিন্তু এ কী মহাবিপদ। মাঠের কোন প্রান্তেই গাভীটাকে দেখা যাচ্ছে না। রাজু এদিক ওদিক খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে গেল। মা কে গাভী হারিয়ে যাবার কথা বলতেই, মা রাজুকে অনেক বকা দিলেন। আর দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন এখন কি হবে, গাভীর দুধ বিক্রি করেই-তো তাদের সংসার চলে। গাভীটা না থাকলে তাদের না খেয়ে মরতে হবে। মনের দুঃখে রাজু হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল পাশের এক বনে। গহীন বনে রাজু মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলো।

হঠাৎ সে শুনতে পেল, গাছের আড়াল থেকে কে যেন কী বলছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। রাজুর ভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু করলো। সে ভীত কণ্ঠে বললো "কে তুমি? সামনে আসছো না কেন?" তখন রাজু দেখলো তার সামনে একটা ছোট্ট সাদা শরীর, বড় বড় সবুজ রঙের চোখ, ছোট একটা লেজ নিয়ে, কী একটা যেন হাওয়ায় ভাসছে। ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলো "তুমি কে?"

তখন অদ্ভুত দেখতে সেই জীবটা বললো "ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে মারবো না। আমি হলাম মামদো ভূতের ছানা। তোমার পকেটে কী আছে? আমি গন্ধ পাচ্ছি।"

রাজুতো পিঠাগুলো খেতে ভুলেই গিয়েছিল। সে ভূতের বাচ্চাকে বললো "এগুলো পিঠা। আমার মা বানিয়েছে"

ভূত বললো "এগুলো খাওয়া যায়?"

রাজু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো।

ভূতের বাচ্চাটা জাদু করে রাজুর পকেটে ঢুকে গেল আর সবগুলো পিঠা খেয়ে ফেললো।

রাজুতো অবাক হয়ে গেল। সে ভূতটাকে জিজ্ঞেস করলো "তুমি কীভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে আমার পকেটের সব পিঠা খেয়ে ফেললে?"

ভূতটা বললো "আরে আমিতো অনেক ধরনের জাদু জানি। এই

হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়াতো আমার বাম হাতের খেলা। হা হা হা।"

রাজু তখন ভূতটাকে তার সাথে ঘটে যাওয়া সব বিপদের কথা খুলে বললো। ভূতটা রাজুর কথা শুনে রাজুকে গাভীটা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে বললো, কিন্তু বিনিময়ে তাকে অনেক পিঠা খাওয়াতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। তারা দুজন রাজুর বাড়ির দিকে রওনা হলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাজুর মা রাজুর জন্য চিন্তা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর রাজুকে বাড়ির উঠোনে দেখতে পেয়ে রাজুর মা চিন্তামুক্ত হলেন।

সকাল বেলায় রাজু ভূতটাকে নিয়ে গাভীটাকে খুঁজতে শুরু করলো। তখন এক দুষ্ট মোড়লের বাড়িতে রাজু তাদের গাভীটাকে দেখতে পেল, আর সাথে সাথেই ভূতটাকে দেখালো। রাজু মোড়লকে গিয়ে বললো "চাচা এটাতো আমাদের গাভী। গতকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনার বাড়িতে কেন?"

মোড়ল বললো "আরে কীসের তোমাগো গাভী! এইটা কাল আমি হাট থেইকা কিইন্না আনছি। আজাইরা প্যাঁচাল না পাইড়া এক্ষণ আমার বাড়ি থেইকা যাও।"

ভূতটা সব শুনছিল। কিন্তু মোড়ল তাকে দেখতে পায়নি। ভূতের মাথায় মোড়লকে ভয় দেখানোর বুদ্ধি এলো। সে জাদু দিয়ে গাভীটাকে আকাশে উড়িয়ে দিল। এটা দেখে মোড়ল ভয় পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ভূতটা মোড়লকেও আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। ভয়ে চিৎকার করতে করতে মোড়ল বললো "আমাকে নিচে নামিয়ে দাও। আমি সব বলছি। তোমাদের গাভীটাকে আমি চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম। দয়া করে আমাকে মাফ কর। রাজু তুমি তোমার গাভীটাকে নিয়ে যাও। আমাকে নিচে নামাও"।

রাজু তখন ভূতটাকে ইশারা করলো, মোড়ল আর গাভীটাকে নিচে নামিয়ে দিতে। তারপর সে গাভীটাকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো। রাজুর সাথে গাভীটাকে দেখে মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। খুশিতে জড়িয়ে ধরল রাজুকে। রাজু তখন মায়ের কাছে অনেক পিঠা খাওয়ার বায়না ধরলো।

মা খুশি হয়ে অনেক পিঠা বানিয়ে দিলেন। আর রাজু পিঠাগুলো নিয়ে নিজের ঘরে থাকা মামদো ভূতের বাচ্চাটাকে খেতে দিল। এক নিমিষেই ভূতটা সব পিঠা খেয়ে নিল, আর বললো "এখন আমি যাই। আমার মা বোধহয় আমাকে খুঁজছেন। তবে তুমি বনে এসো। তখন আবার আমাদের দেখা হবে। আর পিঠা আনতে ভুলে যেও না যেন।"

রাজু বললো "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধু ভূত। আমি তোমার এই উপকারের কথা ভুলবো না। নিশ্চয়ই তোমার আমার আবার দেখা হবে।"

তারপর নিমিষেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মামদো ভূতের বাচ্চা।

তানজিম রহমান আকিফ
কলেজ নং: ১১৯৫৮
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ (দিবা)

দি প্যালেস লাক্সারি রিসোর্টে একদিন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তির পরদিন ছিল শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২০। বাবার অফিসের পিকনিক উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে চড়ে মা, বাবা ও ভাইয়াসহ আমরা হবিগঞ্জের বাহুবলস্থ দি প্যালেস লাক্সারি রিসোর্টে পৌঁছাই। রিসোর্টে পৌঁছানোর পর রিসেপশনের কর্মকর্তাগণ ওয়েলকাম জুস দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। একদিন ও এক

রাত্রির প্যাকেজে রেজিস্ট্রেশন করে আমরা আমাদের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত কটেজে প্রবেশ করি। ফ্রেশ হয়ে রেস্টুরেন্টে বুফে লাঞ্চ সেরে নিই। রুমে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে রিসোর্টে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হই। ফাইভস্টার এই রিসোর্টটি একটি সুন্দর এবং আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র। রিসোর্টটির ভূমিরূপও আকর্ষণীয়। টিলা, পুকুর, সুইমিং পুল, বিভিন্ন রাইড সম্বলিত কিডসজোন, মসজিদ, সিনেপ্লেক্স, রকমারি ফুল ও ফলের বাগানের সমাহারে বিশাল আকারের রিসোর্টটি ছিল আনন্দ উদযাপনের জন্য আদর্শ স্থান। ব্যাটারি চালিত টুরিস্ট কারে চড়ে রিসোর্টটির বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ, বিভিন্ন রাইডে চড়া ও ছবি তোলা হয়। একটি রাইড ছিল খাঁচার মতো। আমি এর ভিতরে প্রবেশ করতেই বাবা ঝটপট একটি ছবি তুলে গেয়ে ওঠে আমি বন্দি কারাগারে.....গানটি। সবাই আনন্দে হেসে ওঠে। সন্ধ্যার সময়

আলোক সজ্জায় সজ্জিত রিসোর্টের সৌন্দর্য অতুলনীয়। প্যালেসের পাশেই ছিল চা বাগান। চা বাগানের সবুজ শোভা দেখে আমি মুগ্ধ হই। সন্ধ্যার পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরীর গান। মনিপুরী নৃত্য, র‍্যাফেল ড্র ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিকে করেছিল বৈচিত্র্যময়। কখন যে রাত ১১:০০ টা বেজে গেল বুঝতেই পারলাম না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বুফে ডিনার সেরে নিই। ডিনারে অন্যান্য আইটেম এর সাথে ছিল সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সাতকরা দিয়ে বিফ কারি। এ ছিল আমাদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। সারাদিন ভ্রমণ ও ঘোরাঘুরির কারণে রাতে ভালো ঘুম হয়। সকালে ব্রেকফাস্ট করে আবারও রিসোর্টের বিভিন্ন জোন পরিদর্শন ও রাইডে চড়ার জন্য বের হই। রিসোর্টের লেকে প্যাডেল চালিত বোটে করে নৌভ্রমণ ছিল খুবই আনন্দদায়ক। দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত রিসোর্টের বিভিন্ন স্থান দর্শন করে আমরা কটেজে ফিরে আসি। রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সেরে আবারও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে চড়ে আমরা ঢাকায় ফিরে আসি। হবিগঞ্জের এই বিলাসবহুল রিসোর্টটিতে ভ্রমণ ছিল আমার জন্য এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

ফাইরুজ জাওয়াদ
কলেজ নং: ১১২২২
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ (দিবা)

গুপ্তধন শিকারি

> "অনেককাল আগে একজন লোক তার গুপ্তধনটি নিরাপদে রাখার জন্য লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেটির মানচিত্র তার হাত থেকে উড়ে গেল। তিনি সেটি নিতে গিয়ে পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে যান এবং তাকে কেও খুঁজে পায় না। "

"রবিন তুই কি জানোস আমরা কাল স্কুলের পাসে পুরান বাড়িটা তে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা কিছু শব্দ পেলাম।"-রাকিব বলল।

তখন রবিন বলল, "এইসব অনেক boring, কিছু অ্যাডভেঞ্চার থাকা উচিত।" কিশোর বলল, "একদম ঠিক।" তখন মুসা এসে বলল, "সবাই শুনো আমি একটি গুপ্তধনের মানচিত্র পেয়েছি। তাহলে আমরা কালকে যাবো। কারণ কাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু।"

রাকিব বলল, "আমি যেতে পারবো না। কাল আমি বাবা-মার সাথে দাদার বাড়ি যাবো।" তারপর সে চলে গেল। কিশোর আর মুসা বলল, "আমরা যাবো।" তারপর তারা তিনজন পরদিন সকালে রবিনের বাড়ি গেল। কিশোর বলল, "কে কী কী নিয়েছ "রবিন বলল, "আমি ব্যান্ডেজ আর ঔষধ নিয়েছি। মুসা বলল, "আমি খাবার আর পানি নিয়েছি।" তারা রওনা দিতে গেল। তখনি নিনা (রবিনের খালাতো বোন) তাদের সাথে যেতে চাইল। কিশোর জিজ্ঞেস করলো তার কাছে কী কী আছে? নিনা বলল, "আমার কাছে বারবিকিউ স্ট্যান্ড, ট্যান্ট-এর জিনিস আর লাইটার আছে।" "ঠিক আছে, চলো।" তারা রওনা দিলো।

তারা A পয়েন্ট পার করে B পয়েন্ট এর দিকে এগোচ্ছে। তারা খেয়াল করলো যে তাদের পিছনে কেউ আছে। তারা পিছনে ফিরলো এবং দেখলো তাদের পিছনে একটি বড় ভাল্লুক। তারপর নিনা বলল, "পালাও!!" তারা পালাতে থাকলো। কিশোর নিনার ব্যাগ থেকে লাইটার বের করে। একটি কাঠে আগুন জ্বালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আগুনটি নিভে যায়। রবিন নদীর পাশে একটি স্পিডবোট দেখে। রবিন বলল, "দেখো সেখানে একটি স্পিডবোট রয়েছে।" তারা স্পিডবোটের দিকে দৌঁড়ালো। তারা সেটিতে স্ট্যার্ট দিলো। তারপর তারা C পয়েন্ট গেল। সেখান একটু বিশ্রাম নিলো। সেখানে তারা

খাওয়া দাওয়া করে রওনা দিলো। তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গর্ত করা শুরু করলো। তারা তারপর বাক্স বের করলো। ঠিক তখনি কয়েকজন শিকারি তাদের ঘিরে ফেলল এবং তাদের কাছ থেকে বাক্সটি নিয়ে চলে গেল। তারপর মুসা বলল, "এটা কি হলো? কিশোর তুই কিছু বলস নাই কেন?" "কিছু বলার দরকার নেই", কিশোর বলল। কারণ তারা হাড়ি-পাতিল নিয়ে গেছে। এই দেখ এটা আসল মানচিত্র। তারপর তারা সে মানচিত্র অনুসরণ করল এবং দেখল সেটি স্কুলের পাশের বাড়ি দেখাচ্ছে। তারা গর্ত করলো, সেখানে ব্যাক্স পেল। সেটি খুলে দেখলো সেটি আসল গুপ্তধন। তারা সেটি নিয়ে সরকারকে দিলো এবং সরকার তাদের পুরস্কার দিলো। রবিন বলল, "এটাকে বলে আসল অ্যাডভেঞ্চার। "কিশোর বলল, একদম ঠিক।"

কুলদীপ দাস (সদ্য)
কলেজ নং: ১১৯৯৩
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ (দিবা)

বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা

সূচনা:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নায়ক। তার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। আমরাও স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পারতাম না।

জন্ম:

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় টুঙ্গিপাড়া গ্রামে একটি শিশু জন্ম নেয়। তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মাতার নাম সায়রা খাতুন। বাবা মা তাঁকে ছোটবেলায় খোকা বলে ডাকতেন।

বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা:

বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলায় দোয়েল ও বাবুই পাখি ভীষণ ভালবাসতেন। এছাড়া বাড়িতে শালিক ও ময়না পাখি পুষতেন। সুযোগ পেলেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতেন। তিনি বোনদের নিয়ে বানর ও কুকুর পোষতেন। মাছরাঙা পাখি ডুব দিয়ে কীভাবে মাছ ধরে তা তিনি খেয়াল করতেন খালের পাড়ে বসে বসে । ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। তাঁর শৈশব কেটেছে মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে আর বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে। এছাড়া দৌড়-ঝাঁপ, দল বেঁধে হা-ডু-ডু, ফুটবল, ভলিবল খেলায় তিনি ছিলেন দুষ্ট বালকদের নেতা।

লেখাপড়া:

যখন তার বয়স সাত বছর তখন তিনি গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পরবর্তীতে খোকাকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়।

বন্ধুবৎসল:

ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধু বন্ধুবৎসল ছিলেন। গ্রামের অনেক ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বন্ধু গোপালের বাড়িতে রান্না হয়নি বলে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে খাওয়াতো। বর্ষাকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর এক গরিব বন্ধুকে নিজের ছাতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

পরোপকারী খোকা:

ছেলেবেলায় তিনি খুব পরোপকারী ছিলেন। একদিন এক শীতে তিনি দেখলেন এক বৃদ্ধ মহিলা গাছের নিচে কাঁপছে তখন তিনি তাঁর নিজের গায়ের চাঁদর দিয়ে তাকে জড়িয়ে দিলেন।

উপসংহার:

গোপালগঞ্জের পল্লির বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা আর নেই। তিনি একটি ইতিহাস। যাঁর নেতৃত্ব এনে দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই মহান নায়কের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আসফি মাহমুদ
কলেজ নং: ১১২০৯
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

অচেনা এক রাত

ভৌতিক বিষয়টা আসলে সবাই পছন্দ করে। আমিও পছন্দ করতাম। অবশ্য তা এখনো করি। এসব নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতেও পছন্দ করি। যা করতাম তা লোক মুখে শোনা কথা। কিন্তু একটা রাত আমার এসবের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনটি ছিল শুক্রবার। বাড়িতে গিয়েছিলাম সবার সাথে ইদ করতে। ঘটনাটি ঘটেছিল ইদ-এর আগের দিন রাতে। বাড়িতে যেতে যেতে ভাবছিলাম রাতে বন্ধুদের সাথে অভিযানে বের হব। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। বিশেষ কিছু অতিথি আসায় রাতে সবার সাথে বাড়িতে ছিলাম, প্রচুর মজা আর হৈ চৈ এর মধ্যে কাটিয়েছি।

যাক এখন আসল ঘটনায় আসি। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে লেখার জন্য।

ওই দিন রাতে সবার সাথে আড্ডা দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই শুয়ে পড়েছিলাম। আমি শুয়ে ছিলাম আমার ছোট মামার সাথে। সে খুবই রসিক একজন মানুষ। তার আবার ভূতে কোনো ভয় নেই। Paranormal বিষয় নিয়ে আমিই একটু বেশি excited থাকি সবসময়।

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ করে মনে হলো খাটটা নড়ছে। তাই আমি তাকিয়ে চারপাশটা ভালো করে দেখি, কিন্তু কিছুই মনে হলো না ।

এরপর কিছুক্ষণ এর মধ্যেই আবার একটা ঝাঁকুনি। আমি মামাকে ডাকতে চাইলাম ------- কিন্তু তার আগেই মামা নিজেই উঠে পড়ল। আমি ভাবলাম বলব কি বলব না? তারপর চিন্তা করলাম --টের পায়নি তাহলে না বলাটাই ভালো হবে। মামা আমাকে বলল, আমি একটু wash room-এ যাব। তুমি কি যাবে আমার সাথে? আমি বললাম, যাই একা থেকে আর কী করব? একে নিঝুম রাত --- এর মধ্যে Room-এ একা তাও আবার গ্রামের বাড়িতে, ভাবলেই কেমন একটা লাগে। গেলাম তার সাথে। আমরা যে রুমে শুয়েছিলাম সেখান থেকে এক মিনিট হাটলেই wash room। মামার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাইরে।

আমি এমন একটা জায়গায় ছিলাম যেখান থেকে রান্নাঘর পুকুর প্রায় কাছাকাছি দেখা যায়। আমার কি যেন হয়েছিল। আমি এক দৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার যতদূর মনে আছে, আমার পুকুরটা, দেখে যা মনে হচ্ছিল, তা হচ্ছে মানুষের ছায়া, মাটির ওপর পড়লে যেমন লাগে তেমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা এখানে যে, কেন এমন লাগবে। যাই হোক, কিছুক্ষণ পর আমি স্বাভাবিক হলাম এবং নিজেকে একটু হালকা লাগলো। আমি ভাবছিলাম মামার এত দেরি লাগছে কেন? প্রায় ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

তারপর বিরক্ত হয়ে ঘরে চলে গেলাম। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমার মনে হলো আমি প্রচণ্ড ঘামছি----- অনেক গরম লাগছিল। প্রায় বমি এসে যাচ্ছিল, প্রচুর খারাপ লাগছিল আমার। দৌড়ে বাইরে আসলাম। আমার মাথা কাজ করছিল না। আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম। ৫ মিনিট পর দেখি মামা আসছে। কিন্তু জানি না কেন দেখতে এমন লাগছিল, মামা আমার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু এগোচ্ছিল না। আমি আবার ভাবলাম এটা কেন হচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে ধরি, হঠাৎ করে আমার চোখ মামার পায়ের দিকে চলে যায়। আমি দেখি মামার পা উল্টো, ভয়ে আমার হাতের লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি তবুও বুঝতে পারছিলাম না যে, এ আমার মামা নয়। আমি যদি একে ভয় পেয়ে Attack করি তাহলে Serious কিছু কিছু হতে পারে। তাই কোন রকমে তাকে এড়িয়ে চলে আসি। যেহেতু সে আমার দিকে তাকিয়েছিল না, সেহেতু আমি দৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে, একটু গাছের নিচে বসি। রাত তখন ৩:৩০ মিনিট। আমি ভাবতেই পারিনি আমার Real Life-এ এমন কিছু ঘটতে পারে। এমন সময় দেখি যেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষেতে যাওয়ার রাস্তা সেদিক থেকে মামা আসছে। আমি খুশিতে তার কাছে দৌড়ে যাই। মামা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "এত রাতে তুমি একা"? আমি আর কিছু বললাম না, ঘরে এসে মামাকে সব কিছু খুলে বললাম। মামা তখন আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। সেই রাতটি চাইলেও আমি ভুলতে পারিনি।

ওসমান গনি
কলেজ নং: ১১২৭৪
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

আমার মা

ছোটবেলা থেকেই আমার মা আমাকে নিয়ে অনেক পরিশ্রম করতেন। আমি সবসময় স্কুলে প্রথম হতাম। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার মা তিন মাস অসুস্থ ছিলেন। একটু সুস্থ হয়েই আমাকে টিচারের কাছে ভর্তি করিয়ে দেন। কিছুদিন যেতেই এক দুর্ঘটনায় মায়ের পায়ের আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। তারপরও তিনি থেমে থাকেননি। সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত টিচারের পড়া শেষ করিয়ে বাসায় এসে ঘরের কাজ করতেন আর আমাকে পড়াতেন। আম্মুর একটাই কথা ছিল, আল্লাহ যা ভালো মনে করেন তাই হবে; তবে তিনি চেষ্টা করে যাবেন। তাঁর এই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে পড়ার সুযোগ পাই।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

আয়ান মাশরুর খান
কলেজ নং: ১০২৮৮
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: খ (দিবা)

মুজিবনগর

বিশাল এক বাগান। বাগান বললে ভুল হয়, ঘন জঙ্গল বলা যেতে পারে। চারিদিকে বিশাল বিশাল আম গাছ। সেখানে এত মানুষ যে পুরো এলাকা একটা গমগমে ভাব। কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক গোপনে আসলো। তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেখতে। বিশাল এক আম গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে তোরণ। তোরণে লেখা "WELCOME JOY BANGLA" "স্বাগতম জয় বাংলা"। প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সদ্য জন্ম নেওয়া মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী), এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী) প্রমুখ বরেণ্য মানুষগণ। উপস্থিত সকল বাঙালি ভাইদের মুখে একটাই স্লোগান।

তোমার নেতা আমার নেতা
শেখ মুজিব! শেখ মুজিব!
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
জয়বাংলা!

সবার মুখে স্পষ্ট যে, জীবন দিয়ে হলেও এ দেশ স্বাধীন করতে হবে। তারা সকলে সর্বস্ব দিয়ে লড়তে প্রস্তুত যা তাদের মুখে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। হ্যাঁ, বলছি মেহেরপুরের মুজিবনগরের আমবাগানের ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এর কথা। এবার, বর্তমানে আসা যাক। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মুজিবনগরের (তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায়) দাঁড়িয়ে যেন সেইসব স্মৃতি ভাসছে আমার চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, আমিও যেন ৪৯ বছর আগের দিনটিতে ফিরে গেছি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হওয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ, তাঁর কারাগারে থাকার সময় তাঁর অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গঠিত হয় মহান মুজিবনগর সরকার, যা বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই

সরকারের সঠিক নেতৃত্বে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দল–মত নির্বিশেষে সকল পেশাজীবীর বাঙালি একসাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনীর অসামান্য সহযোগিতায় মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর

আগমনে এই স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়। তাছাড়া সেখানকার স্মৃতিসৌধ তাদের অসামান্য অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে চারকোণা বিশিষ্ট লাল মঞ্চ যা সূর্যের মত দেখতে। যেন মনে হয়, নতুন একটি সূর্য চারিদিকে তার কিরণ ছড়াচ্ছে। এর চারপাশে ডানে বামে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাছাড়া নতুন তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা স্মৃতিবিজড়িত ভাস্কর্য। যেমন– বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী কর্তৃক ঘরে আগুন দেওয়া, বধ্যভূমিতে হত্যা করা, চার নেতা হত্যাসহ প্রভৃতি ঘটনার বা ব্যক্তি বর্গের স্মরণে ভাস্কর্য। একটি মঞ্চের মত চারিদিক দিয়ে ঘেরা (অনেকটা স্টেডিয়ামের আকৃতি) এর ভিতরে রয়েছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র। সবচেয়ে উচু টাওয়ার থেকে পুরো বাংলাদেশকে খুব সুন্দর করে দেখা যায়। নিজেকে আমার ভাগ্যবান মনে হয়, কারণ আমার এই মহান স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

মুহ্‌তাসিম রহমান মুবিন
কলেজ নং: ১২১৭০
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ঙ (দিবা)

ভালো কাজের আনন্দ

রাজু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। আজকে তারা তাদের পুরনো বাসা ছেড়ে নতুন বাসায় যাচ্ছে। রাজু তার বাবাকে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করছে। কিছুক্ষণ পরে কিছু লোক এসে জিনিসপত্র সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ট্রাকে তুলল। তার বাবা ট্রাকের সাথে যাবে। রাজু রোমাঞ্চ পছন্দ করে, সহজ কথায় বলা যায় তার নতুন জিনিসে খুব আগ্রহ, তাই সে তার বাবার সাথে ট্রাকে যেতে চাইল কিন্তু রাজুর বাবা আপত্তি করল। রাজু তার বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করল কিন্তু তিনি তার মত বদলালেন না। আর তাই রাজুকে তার মায়ের সাথে গাড়িতে যেতে হলো। জ্যামের জন্য তাদের যেতে একটু সময় লাগল।

রাজু তাদের নতুন বাসা আগে দেখেনি কিন্তু তার মা, বাবা দেখেছেন। এই বাসায় আসার মূল কারণ হলো রাজুর স্কুল এখান থেকে খুবই কাছে। আগের বাসা থেকে স্কুলে বাসে করে যেতে হতো। বাসে জ্যামের কারণে যেতে অনেক বেশি সময় লাগত। তাই সে খুশি হলো কিন্তু খুশিটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল যখন সে দেখল তার স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ডও এই একই বাড়িতে থাকে। ওর নাম শান্ত। কিন্তু নামের সাথে তার কোনো মিল নাই। সে খুবই চঞ্চল। রাজু শান্তকে দেখে ভুলেই গিয়েছিল যে তারা বাসা পাল্টাচ্ছে। মা-বাবাকে না বলেই সে শান্তর সাথে ফুটবল খেলতে মাঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের খেয়াল হলো রাজু এখানে নেই, বাসায় হইচই পড়ে গেল। তার মা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। তার বাবার চিন্তা হচ্ছিল কিন্তু জিনিসপত্র বাসায় উঠানোর দিকটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে তার। কিছুক্ষণ পরে রাজু ফিরে এলে তার উপর মা-বাবা খুব রাগ করলেন, বকাও দিলেন। রাজুর মা-বাবা তাকে কখনো মারে না, শুধু শাস্তি দেয়। তারা যেই বাড়িতে উঠেছে সেই বাড়িটি ছয় তলা; ছাদে অবশ্য একটি চিলেকোঠাও আছে। এই বাড়ির মালিক এখানে থাকে না । দারোয়ান সব দেখাশোনা করেন; দেখেন কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে। যদিও চোর আসলে তার ঠেকানোর সাধ্য নেই, বয়স অনেক বেশি। অনেক দিনের মানুষ তাই বাড়িওয়ালা বাদ দেন না। আগের বাসার থেকে এটি একটু পুরনো তাই ভাড়াও একটু কম। তার মা-বাবা বাসার জিনিস গোছাচ্ছেন; রাজুও সাহায্য করছে।

পরের দিন বিকালে রাজু মায়ের অনুমতি নিয়ে তার বন্ধু শান্তর সাথে মাঠে ফুটবল খেলতে গেল। তারা মাঠে ফুটবল খেলছে। তখন দেখা গেল এক মা তার বাচ্চাকে হারিয়ে ফেলেছে এবং সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রথমে রাজু ব্যাপারটা খেয়াল করেনি পরে তার খেয়াল হলে রাজু আর শান্ত মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার?' মহিলাটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''আমার গট্টু হারিয়ে গেছে''। রাজু বুঝতে পারল এটা তার ছেলের নাম। রাজু বলল, 'আপনার ছেলের বয়স কত? কী জামা পড়ে ছিল?' শিশুটির মা বলল, 'ওর বয়স চার বছর আর ও একটি লাল রঙের জামা পরেছিল।' আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা ওকে খুঁজে এনে দেব' বলল রাজু। সে বলল, 'তোমরা পারবে, তোমরা তো ছোট'। শান্ত বলল, 'চেষ্টা করতে ক্ষতি কী'। তখন তারা বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করার জন্য বের হল। রাজু একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আঙ্কেল, আপনি কোনো চার বছরের বাচ্চা দেখেছেন, যার পরনে লাল জামা'। দোকানদার বলল, 'আমি এত বাচ্চা দেখি প্রতিদিন, যে খেয়াল করতে পারি না, কে কী পরে আছে, কার বয়স কত?' রাজু চিন্তা করে দেখল, আসলেই তো এত বাচ্চাকে খেয়াল করা অসম্ভব। রাজু এখন কী করে বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করবে? সে চিন্তা করতে লাগল। তার মনে হলো, বাচ্চাটা কোনো আকর্ষণীয় জিনিস দেখে তার পিছে পিছে চলে যেতে পারে। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোনো শিশুদের আকর্ষণ করে এমন কোনো কিছু দেখেছেন, যেমন বেলুনওয়ালা, আইসক্রিমওয়ালা, খেলনা বিক্রেতা বা এরকম কিছু।' দোকানদার বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটু আগে একজন আইসক্রিমওয়ালা দেখেছি।' রাজু বলল, 'কোথায় সেই আইসক্রিমওয়ালা'। দোকানদার বলল, 'ঐ যে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে।' রাজু বলল, 'আঙ্কেল আপনাকে ধন্যবাদ'। রাজু আইসক্রিমওয়ালার কাছে গিয়ে দেখল তার ধারণাই ঠিক, বাচ্চাটা সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তখন তারা বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু সে আসতে চাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করার পরে আসতে রাজি হলো। তারপর রাজু বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল। বাচ্চাটা তার মাকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। রাজু তার মাকে বলল, 'ও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল'। তার মা রাজু আর শান্তকে বলল, 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, চলো তোমাদের আইসক্রিম কিনে দেই।' গট্টুর মা তাদের আইসক্রিম কিনে দিলেন। তখন রাজু বলল, 'তাহলে এখন আমরা আসি আন্টি। এখন না গেলে মা খুব বকবেন'। তখন তারা বিদায় নিল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাজু তার আইসক্রিমে একটা কামড় দিয়ে বলল, 'অন্যকে সাহায্য করলে খুব আনন্দ লাগে'। শান্ত বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

মুত্তাকিন সামিউন হাক্ব
কলেজ নং: ১১২১১
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

রহস্যময় শহর অয়মিয়াকন

অয়মিয়াকন এমন একটি শহর, যে শহরে বসবাস করার চেয়ে আপনার বাড়ির ডিপ ফ্রিজে বসবাস করাও অনেক আরামদায়ক। কারণ, সাধারণ ডিপ ফ্রিজের তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর অয়মিয়াকনে শীতকালে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে আপনার চোখের পাতা বরফ হয়ে যাবে নিমিষেই। এখানকার তাপমাত্রা এতই ঠান্ডা যে ফুটন্ত গরম পানি আকাশের দিকে ছুঁড়লে মাটিতে পড়ার আগেই তা জমে বরফ হয়ে যায়। সেন্ট্রাল সাইবেরিয়ার এই ছোট্ট নগরের নাম অয়মিয়াকন। অয়মিয়াকন নদীর নামে এর নামকরণ করা হয়। সাইবেরিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় অয়মিয়াকন অর্থ Unfrozen Water। এখানে শুধু হাড়হিম করা ঠান্ডাই নয় অনেক দুর্গমও বটে। অয়মিয়াকনের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর থেকে এখানে আসতে সময় লাগে টানা দুই দিন দুই রাত। সোভিয়াত আমলে জোসেফ স্টালিন তৎকালীন রাজনৈতিক বন্দিদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে এই রাস্তা তৈরি করেন। চরম প্রতিকূল আবহাওয়ায় রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি লোক মারা গেছে। কাজ করতে করতে যারা মারা গেছে তাদেরকে রাস্তার মধ্যে সমাহিত করা হয়। তাই এ রাস্তাকে বলা হয় Road of Bones। শীতকালে এখানে খাবার পানির কষ্ট সবচেয়ে বেশি। এখানে কোনো পানির সরবরাহ নেই। তারা বরফকে গলিয়ে পানি পান করে। শুধু পানি নয় প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করাও অনেক কঠিন। তাদের প্রধান খাবার হলো ঘোড়ার মাংস। অয়মিয়াকনে গ্রীষ্মকালে দিনের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ২১ ঘণ্টা আর শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্য হয় মাত্র ৩ ঘণ্টা। সে সময় তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রির নিচে নামলে স্থানীয় বাসিন্দারা খুব অসুবিধায় পড়ে। কারণ এসময় Frostbite হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

Frostbite মানে প্রচণ্ড ঠান্ডায় শরীরের অনাবৃত কোনো স্থানের রক্ত জমাট বেধে যাওয়া। এখানকার শীতের আরেকটি উদাহরণ হলো কোনো ফল জমে এত শক্ত হয় যে তা হাতুড়ির মতো কাজ করবে। খাওয়ার উপযোগী নয়। শীতের জমে যাওয়া কলা দিয়ে হাতুড়ির মতো কাজ করা যায় অনায়াসে। অয়মিয়াকনে একটি কথা প্রচলিত আছে যে সৃষ্টিকর্তা অয়মিয়াকন তৈরির সময় তার হাত ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল। ফলে তার হাত থেকে অনেক সম্পদ এখানে পড়ে। ১১২০ সালে অয়মিয়াকনে ৭২ ডিগ্রি সে.সি রেকর্ড করা হয়েছিল। গরমকালে এখানে বাস করা সহজ নয়। জুন ও জুলাই মাসে এখানকার বরফ গলে অনেক বাজে অবস্থা হয়। এখানকার তাপমাত্রা এসময়ে সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি সেসি হয়। একবার কল্পনা করুন এমন শীতের মধ্যে এখানকার মানুষগুলো কীভাবে জীবন-যাপন করছে।

মুত্তাকিন সামিউন হাক্ব
কলেজ নং: ১১২১১
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

ধন্য পিতার ধন্য কন্যা

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার ছোট্ট গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৫ সন্তানের মধ্যে সবার বড়, নাম শেখ হাসিনা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'মুজিব আমার পিতা', 'দারিদ্র্য বিমোচন', 'আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম' প্রভৃতি। তিনি বই পড়তে এবং রান্না করতে বেশ পছন্দ করেন। শেখ হাসিনার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তার নাতি-নাতনির সংখ্যা ৭ জন। তিনি ৭৩ বছর যাবৎ আমাদের দেশকে তার মেধা, শ্রম এবং সময় দিয়ে আগলে রেখেছেন এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করছেন।

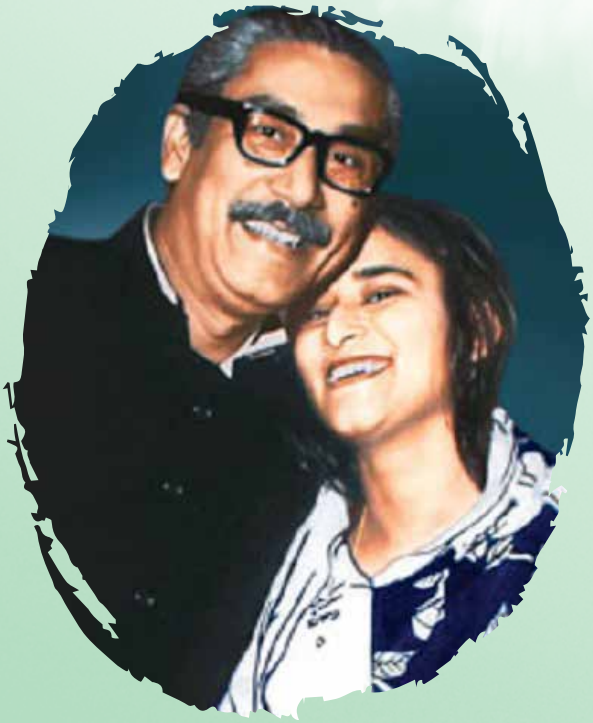

সাবিল ইসলাম
কলেজ নং: ১৬১৩৩
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

শেয়ালের সাজা

বনের রাজা সিংহের মহা দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তার কারণ বনে মুরগির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মুরগি প্রায় প্রতিটি বনেই থাকে, যদি তার বনে না থাকে তাহলে তার মান-সম্মান খোয়া যাবে। তাই এই বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বনের মন্ত্রী শেয়ালকে সে ডেকে পাঠাল। শেয়ালের বুদ্ধির জন্য বনে তার ভালই নাম-ডাক।

রাজা বার্তাটি একটি খরগোশকে দিয়ে শেয়ালের নিকট খবর পাঠালেন। খবর শুনে শেয়াল পড়লো দুশ্চিন্তায়। সে আর তার সঙ্গী-সাথিরাই তো মিলে সব মুরগি সাবাড় করে দিয়েছে। তাই কোনো না কোনোভাবে তাকে এ সমস্যা থেকে বাঁচতে হবে। তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। বিকেলে সিংহের গুহায় এসে লেজ গুটিয়ে সালাম দিয়ে বললেন যে, মুরগিদের বিশেষ পাহারায় রাখতে। কারণ পাশের বনের পশুরা এসে মুরগিদের খেয়ে ফেলছে। এই কাজটি সে ও তার বন্ধুরা করতে চায়। সিংহ বলল ঠিক আছে করো। কিন্তু মুরগির জনসংখ্যা বাড়া চাই। যেই কথা সেই কাজ। শেয়াল ও তার সঙ্গীরা মুরগি পাহারা দেওয়া শুরু করলো। কিন্তু কিছুদিন পর আবার মুরগির সংখ্যা কমা শুরু করলো। কারণ শেয়ালেরা আবার মুরগি শিকার করা শুরু করলো। একথা জানতে সিংহ শেয়ালের কাছে জানতে চাইলে শেয়াল বলল মুরগিরা খাবার কম পাচ্ছে। এ কথা শোনার পর সিংহ খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আবার মুরগির সংখ্যা কমা শুরু করলো। আবার শেয়াল একটা অজুহাত দিয়ে ব্যাপারটা পাশ-কাটিয়ে গেলো। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর একদিন একটি ইঁদুর মুরগির চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়। সে দেখে যে মন্ত্রিমশাই একটি মুরগি ধরে খাচ্ছে। এ কথা সে দৌঁড়ে সিংহ মহারাজকে জানাল এবং শেয়াল ও তার সাথিরা তাদের প্রাপ্য সাজা পেল।

কাজী আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবরাহীম
কলেজ নং: ১৬০৭৫,
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: গ (প্রভাতি)

নৈতিক মূল্যবোধ ও সময়ের দাবি

বর্তমানে আমরা পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলাম। এটি আমাদের শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই এক বছর আমরা মহামারিতে কাটিয়েছি। এসময় আমাদের অনলাইনে ক্লাস হয়েছে। এই অনলাইনে ক্লাসে আছে ইন্টারনেটের অবদান। যে এই ইন্টারনেট আবিষ্কার করেছে সেও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সফল হয়েছে। একটি মানুষের সফল হতে দরকার নৈতিক মূল্যবোধ, উপযুক্ত জ্ঞান ও ভালো আচরণ। ভালো মানুষেরাই সকলের কাছে প্রিয় ও যোগ্য। ভালো ও সফল মানুষ হতে দরকার ভালো আচরণ। যেমন : সত্য কথা বলা, অন্যদের সাহায্য করা, অহংকারী না হওয়া প্রভৃতি।

এছাড়া আরো দরকার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা।

ভালোভাবে চলার জন্য দরকার ভালো জ্ঞান, এজন্য ভালো পড়াশোনা করতে হবে। আজকের শিশুই তো আগামীর যুবক। যারা একসময় ছোট ছিল তারাই আজ ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যক্ষ ইত্যাদি।

এই করোনার সময় নানাভাবে সময় কাটাচ্ছি। কেউ গেম খেলে, কেউ বই পড়ে কেউবা চুপচাপ থাকে, কেউ খেলাধুলা করে। তবে আমাদের উচিত যেটা আমাদের জন্য ভালো সেটাই করা।

আমরা অনেকেই পৃথিবীর ভালো মানুষদের চিনি ও তাদের সফলতার ইতিহাস জানি। আমরা চাইলে তাদের মতো করে জীবনে সফল হওয়ার ছক করতে পারি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে শীর্ষে আছেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন, সকলকে সাহায্য করতেন। সকলে তাকে বিশ্বাস করতো। আমরা তাঁর মতো আমাদের জীবন গঠন করতে পারি।

তাওসিফ শাহরিয়ার খান
কলেজ নং: ১৬১৪১,
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: গ (প্রভাতি)

কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন

স্কুল জীবনের স্মরণীয় একটি বছর কাটিয়ে প্রস্তুতি ছিল একটি আনন্দময় ভ্রমণের ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। আমি প্রথমবারের মতো প্লেনে করে কোনো জায়গায় ভ্রমণ করি। তাই এটি আমার জন্য একটি বিশেষ সফর ছিল। যাত্রাপথে এয়ারপোর্টে আমার সাথে টম মুডির সাথে দেখা হয় এবং আমি তার সাথে ছবি তুলি। যিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কোচ। আমরা দুপুরে একটি বিশেষ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। আমরা বিকেলের দিকে কক্সবাজারে পৌঁছাই।

সেখানে আমরা প্রথম দিন কাটাই। সন্ধ্যায় সূর্যডোবা দেখে মনে হয়েছিল সূর্য সমুদ্রের গভীরে ঢুকছে। রাতে খাবার খেতে যাওয়ার সময় এক ধরনের উৎসবের আমেজ প্রকাশ পাচ্ছিলো। দ্বিতীয় দিন আমরা ভোর বেলা উঠে সেন্টমার্টিন-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সেন্টমার্টিনকে বলা হয় নারিকেল জিঞ্জিরা। সেন্টমার্টিন-এ আমরা অনেক মজা করলাম। আমরা রাত্রিবেলায় বারবিকিউ পার্টি করলাম। বিভিন্ন খেলা খেললাম। গভীর রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখলাম। সমুদ্রের ঢেউ এর খেলা দেখলাম, ঢেউয়ের গর্জন শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরের দিন আমরা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ এর বাসায় ভ্রমণ করি। এছাড়া সমুদ্রের তীরে দৌঁড়াদৌড়ি, শামুক কুড়ানো এই সফরকে আরও আনন্দময় করে তোলে। আমরা বিকালে সেন্টমার্টিনকে বিদায় জানাই। পরদিন আমরা বার্মিজ মার্কেট থেকে আচার বাদাম সংগ্রহ করে একটি আনন্দময় সফরকে বিদায় জানাই। এটি আমার জীবনের সেরা সফর ছিল।

মোঃ আলীউর রহমান
কলেজ নং: ১৬১২২
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

আমার পৃথিবী আমার মা

আমার পুটুন পাখি কই? আমার শুশুন পাখি কই?

আমার ডিমের কুসুম কই?

ডাক শুনেই বুঝতে পারলাম মা বাসায় ফিরেছে। বেড রুম থেকে দৌঁড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। পুটুন, শুশুন এগুলো আবার কোন পাখি? আমি আমার মায়ের ছোট্ট পাখি। মা বলল, তুমি কি ঘুমাওনি? আমি কিছু বলার আগেই মা বুঝে গেল, না ঘুমিয়ে আমি মাঠে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলাম।

প্রতিদিন ধরা পড়ে যাই।

আহসান ফাইয়াজ
কলেজ নং: ১০২৫০
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

জাদুকর মা

মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করতে এসে ২ লিটার তেলের জগ হাত পিছলে মেঝেতে ফেলে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়ে যখন চিৎপটাং হবার দশা, মা বললেন, "বসে পড়।" একটা শুকনো কাপড় মেঝেতে রেখে হাত ধরে টেনে তুললেন তৈলাক্ত আমাকে। পা মুছে গোসলখানা থেকে সতেজ আমি বেরিয়ে দেখি রান্না ঘরের তেলরাশি জলরাশিতে পরিণত। অনুতপ্ত আমি অবাক, মা কীভাবে সব সামলাতে পারেন? কী জাদু জানে মা!!!

আদনান কাদির চৌধুরী দীপ
কলেজ নং: ১৭৯৫৩,
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

আমার মুজিব

এদেশের মুক্তির জন্য যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছিলেন, তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গোপালগঞ্জের অতি সাধারণ এক পরিবারে জন্ম তাঁর। শৈশব থেকেই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে এই দুরন্ত ছেলেটিই একদিন একটি জাতির জনক হবেন? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে যেমন বলিষ্ঠভাবে এদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সরকার প্রধান হিসেবে তাঁর একনিষ্ঠতা ও বিচক্ষণতা ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর জীবনের পরতে পরতে অসাধারণ অনুপ্রেরণা পাওয়ার মতো উপাদানে ভরপুর। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, হাতের লক্ষীকে পায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মত একজন বিচক্ষণ নেতাকে দেশের স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম কুলাঙ্গারেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আলিফ হাসান প্রান্ত
কলেজ নং: ৮৫৭৪,
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ (দিবা)

আমার মুজিব

আমার কাছে 'আমার মুজিব' মানে লাল সবুজের বাংলাদেশ, আমার স্বাধীনতা। তাঁর কারণেই পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিচিত আমরা।

প্রাচীনকালে ধন ধান্যে পুষ্পে শোভিত একটি ভুখণ্ড ছিল এই বাংলা। এদেশের সম্পদের লোভে বিদেশি শক্তি বারবার আক্রমণ করে আমাদের পরাধীন করে রাখে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে এই জাতিকে মুক্তি দিতে জন্মগ্রহণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আজ যে মানচিত্রের ভেতরে বসে আমি লিখছি, তার চিত্রকর হলেন 'শেখ মুজিবুর রহমান'। তাঁর কারণেই আজ বাংলার কিশোর মহানন্দে ঘুরে বেড়ায় বাংলার পথ-প্রান্তরে, তাঁর কারণেই উষ্ণ রক্তের তরুণ-যুবক দাপিয়ে বেড়ায় বাংলা, তাঁর করণেই স্নানস্নিগ্ধ খোলা কেশে নির্ভয়ে বিচরণ করে বাংলার মায়াবিনী নারী।

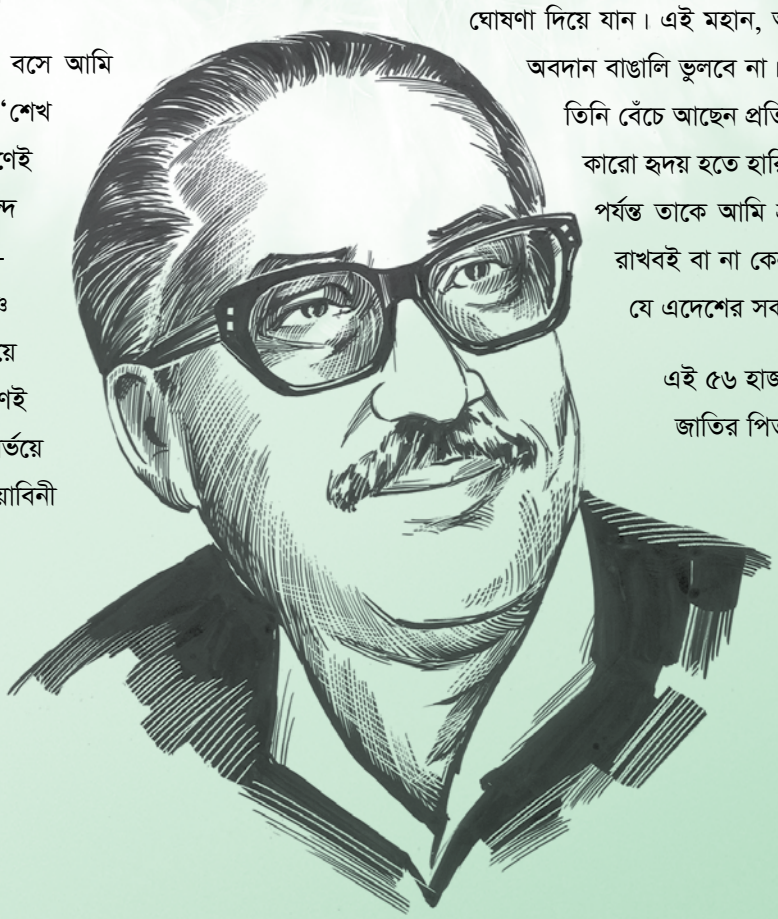

ইবতিকার মাহির ইশাম
কলেজ নং: ১৭১৩৩,
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ (প্রভাতি)

আমার মুজিব

'মুজিব' নামটি যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে সহজেই বলে দিতে পারবে, "তিনি তো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ছোটবেলায়ই মার কাছে জানতে পেরেছি। তার সম্পর্কে হালকাভাবে জানতে পেরেও ছোট বয়স হতেই তার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু খুব কষ্ট হয় যখন তার শেষ পরিণাম সম্পর্কে ভাবি। যে বাঙালিদের জন্য তিনি এত কষ্ট করেছেন তাদেরই কয়েকজন তাকে হত্যা করেছে। ২৬ শে মার্চ, ১৯৭১ বন্দি হওয়ার আগেও নিজের দেশ ও এর মানুষের কথা ভেবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে যান। এই মহান, অকুতোভয় ও দেশপ্রেমী নেতার অবদান বাঙালি ভুলবে না। তিনি পার্থিব জগতে নেই কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। তিনি আর কারো হৃদয় হতে হারিয়ে গেলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে আমি শ্রদ্ধাসহকারে মনে রাখব। মনে রাখবই বা না কেন তিনি যে আমার মুজিব, তিনি যে এদেশের সকল মানুষের মুজিব।

এই ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তন দেশের
জাতির পিতা হে, বঙ্গবন্ধু তোমায় আমি
আজীবন ভুলবো না।

মোঃ আদনান কাদির চৌধুরী দীপ
কলেজ নং: ১৭৯৫৩,
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : এক অসমাপ্ত জীবনের কথকতা

বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। যার আলোয় দূর হয়েছিল বাংলার পরাধীনতা ও নিপীড়নের অন্ধকার। এক বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সাথে তার জীবনের তুলনা করলেও মন্দ হয়না। সাঁতার জানতেন না সম্রাট হুমায়ূন, অথচ কতবার যে তাকে নদীর খরস্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হয়েছে তার কোনো হিসেব কারো কাছে নেই। ঠিক তেমনি ছিলো বঙ্গবন্ধুর জীবনটাও। রোগা-দুর্বল স্বাস্থ্যের বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সে অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারামারি করেছেন, অনেক বার বিনা অপরাধে জেলের ঘানি টেনেছেন, জীবনের নানা সময় নানা রোগে ভুগেছেন। কিন্তু এতশত প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করে গেছেন বলিষ্ঠভাবে। এর জন্য জেলেও যেতে হয়েছে অনেকবার। সব মিলিয়ে তিনি তাঁর জীবনে মোট জেলে ছিলেন প্রায় সাড়ে ১২ বছর। কিন্তু যখনই জেল থেকে বের হয়েছেন, তখনই শুরু হয়েছে পূর্ণোদ্যমে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান। মোটেও দমে যাননি তিনি। কোনো প্রকার জেল-জুলুম এমনকি ফাঁসিকেও ভয় করতেন না তিনি। দেশের জন্য লড়াই করেছেন আপোসহীনভাবে। এইসব নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনা-দুর্ঘটনা উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধু রচিত অমর সৃষ্টি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' রচনার পেছনেও রয়েছে ইতিহাস। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীসহ প্রায় সকলেই তাকে বলতেন আত্মজীবনী লিখতে। বঙ্গবন্ধু তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়। কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা (রেণু) তাঁকে অনুরোধ করেন আত্মজীবনী লিখতে। বঙ্গবন্ধু দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলেছিলেন, "লিখতে তো পারিনা; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করেছি।" রেণু তার কথার পাত্তা না দিয়ে শেষবার অনুরোধ করেন আত্মজীবনী লেখার জন্য, বলেন-ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু কারাগারের ছোট কোঠায় বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু শহিদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। কীভাবে তাঁর সাথে পরিচয়, কীভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ, কীভাবে তিনিই কাজ করতে শেখালেন-ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ভাবনার জগতে সাঁতার কাটছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো লিখতে ভালো না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে তো আর ক্ষতি নেই। অন্তত এই বন্দি কারাগারে সময়টুকু তো কাটবে! এর কয়েকদিন পর রেণু তাকে কয়েকটা খাতা কিনে জেলগেটে জমা দিয়েছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা তাঁকে দেন। তখন থেকেই তিনি শুরু করেন আত্মজীবনী লিখতে। বস্তুত, বঙ্গবন্ধুর এই আত্মজীবনী লেখার পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। জনসাধারণকে নিজের জীবন সম্পর্কে জানাতে হবে বা বিদেশের মানুষের কাছে নিজেকে পরিচিত করতে হবে এমন কোনো উদ্দেশ্যই তার ছিল না। এসব লিখে তিনি শুধু একটু সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। আত্মজীবনী লিখতে শুরু করার আগে তিনি বলতেন যে তিনি মোটেও ভালো লেখক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে যে সহজ ও সাবলীল ভাষা ফুটে উঠেছে, সেটিই প্রমাণ করে যে তিনি কেবল একটি জাতির মুক্তির দিশারী অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না বরং একজন উঁচুমানের লেখকও ছিলেন বটে। আর এমনিতেও যে ব্যক্তি জীবনে কখনো লেখেননি, তিনি প্রথমবার কলম ধরেই যখন এত সহজ ভাষায় বিভিন্ন ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে পারেন তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি কত বড় মাপের লেখক।

বঙ্গবন্ধুর এই অমর সৃষ্টি পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার পিছনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনিই বহু খোঁজাখুজি করে বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের ঊনত্রিশ বছর পর স্মৃতিকথা লেখা সেই চারটি খাতা হাতে পান। অবহেলা আর অনাদরে পড়ে থেকে জীর্ণ হয়ে যাওয়া খাতাগুলো থেকে বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করে ২০১২ সালে গ্রন্থাকারে আমাদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হন। যে গ্রন্থ বঙ্গবন্ধুকে তাঁর নিজের জবানীতেই আমাদের নিকট অনেক বেশি সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছে। আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ শেখ হাসিনার কাছে, তিনি বঙ্গবন্ধুর এক অমর সৃষ্টি আমাদের হাতে গ্রন্থাকারে তুলে দিয়েছেন এজন্য। তা না হলে বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যেত। শুধু বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হয়ে থেমে থাকেনি। পৃথিবীর ১৭টি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। এছাড়া আরও বহু ভাষাতে অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বসভায়ও পৌঁছে যাচ্ছেন স্বমহিমায়।

বইটিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত নিজের জীবনের ঘটনা লিখেছেন। সেখানে তাঁর জীবনে দেখা নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। বইটি লেখার প্রেক্ষাপট, তাঁর বংশপরিচয়, জন্ম, শৈশব-কৈশোর, স্কুল-কলেজের শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন, সেসময়ের সামাজিক অবস্থা, দুর্ভিক্ষ, কলকাতা-বিহারের দাঙ্গা, দেশভাগসহ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা যায় বইটি থেকে। পাশাপাশি তাঁর চীন, ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণও বইটিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই বইটি এমন একটি বই যা যেকোনো পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচয় সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বইটিতে তিনি তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে খুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বইটির শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন, শেখ বোরহানউদ্দিন এই শেখ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। শুরুর দিকে শেখ বংশ বেশ সম্পদশালী ছিল। এর প্রমাণস্বরূপ বোরহানউদ্দিনের সেই মুঘল আমলে ইটের বেশ সুন্দর কয়েকটি দালান নির্মাণ করার কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধু সেগুলোকে অবশ্য জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় দেখেছেন তাও বলেছেন। ধীরে ধীরে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় অতটা বিত্তশালী না হলেও তাঁর পরিবার প্রথম দিকে উচ্চ শ্রেণিরই ছিলেন। বইতে বঙ্গবন্ধু তাঁরই বংশের কয়েকজন এবং তাদের নিয়ে কিছু ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ের কথা। মজার ব্যাপার হলো, গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সাথে যখন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো-তেরো বছর, আর ফজিলাতুন্নেসার তিন বছর। গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু মজা করে বলেছেন, "আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে।" এভাবেই অত্যন্ত সহজ ভাষা কিন্তু বিভিন্ন মজার ঘটনার মাধ্যমে নিজের জন্ম ও বংশপরিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু।

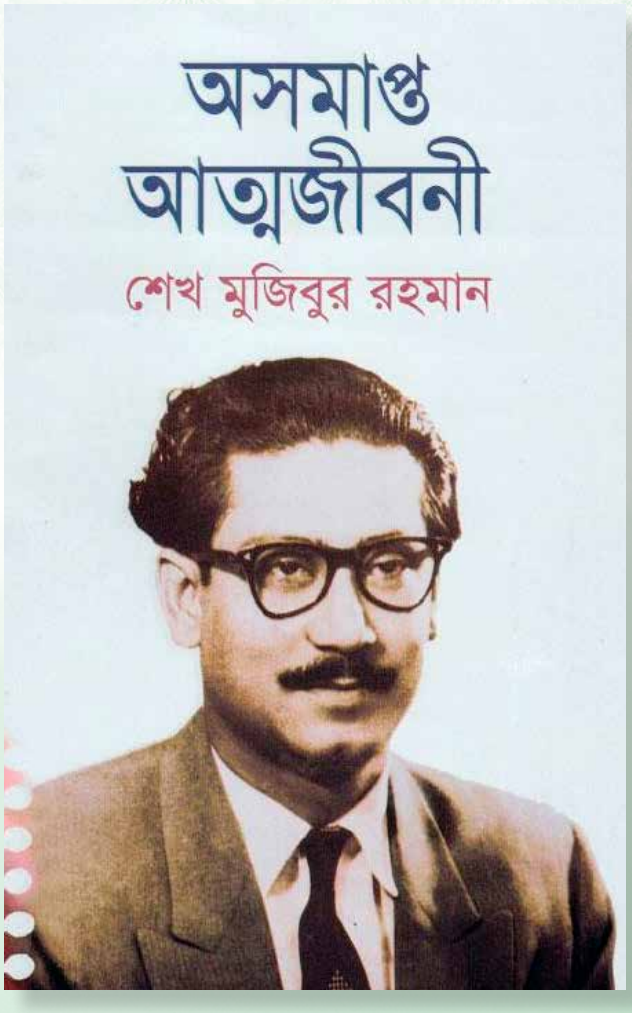

তাঁর বর্ণনা থেকে আমরা এক বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাজীবনের কথা জানতে পারি। গ্রন্থটি থেকে আমরা জানতে পারি, সাত বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন তাঁরই ছোট দাদার প্রতিষ্ঠিত একটি মিডল ইংলিশ স্কুলে, যার নাম টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়ার পর চতুর্থ শ্রেণিতে গিয়ে ভর্তি হন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এইসময় তাঁর লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান কলকাতার অনেক বড় বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁর চিকিৎসা হতে থাকে। দুই বছর কেটে যায় ওভাবেই। কিন্তু একটা বিপদ যেতে না যেতেই আবার ১৯৩৬ সালে গ্লুকোমা রোগের জন্য তাঁর চোখ হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ে। এসময় তাঁর বাবা গোপালগঞ্জ থেকে মাদারীপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তাই বঙ্গবন্ধুকে সপ্তম শ্রেণিতে আবার ভর্তি করা হয় মাদারীপুর হাই স্কুলে। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য বাবা তাঁকে আবার কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতার ডাক্তার টি.আহমেদ তাঁকে দেখেন। তিনি বলেন চোখ অপারেশন করতে হবে। এতে বঙ্গবন্ধু বেশ ভয় পেয়ে যান, পালানোরও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। চোখ অপারেশন করা হয়। তিনি আবার ভালো হয়ে যান। কিন্তু ডাক্তার বলেন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হবে এবং চশমা পরতে হবে। তাই সেই ১৯৩৬ সাল থেকেই আজীবন চশমা পরতেন বঙ্গবন্ধু, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছিল আরো কয়েক গুণ। যাই হোক, এরপর আবার মাদারীপুরে ফিরে যান। কিন্তু ততদিনে তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ছাড়িয়ে উপরের ক্লাসে উঠে গেছে। তাই তিনি আর মাদারীপুর হাইস্কুলে যাননি। তাঁর বাবা তাঁকে ১৯৩৭ সালে ভর্তি করে দেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। এরপর প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত সেখানেই পড়েন তিনি। সত্যিই এক ঘটনাবহুল শিক্ষাজীবনের অধীকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থে তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা আমরা পাই তা সেটাই প্রমাণ করে।

রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণভাবে। গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু মিশন স্কুলে পড়াকালেই। এসময় তিনি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভ করেন। হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে যখন সোহরাওয়ার্দী মিশন স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। বইটির প্রায় সবখানেই বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সততা, কর্মদক্ষতা, সুনীতি, উদারতা ও বিচক্ষণতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল অনেকাংশে। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জেল জীবনের ঘটনাও এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে উঠে এসেছে। সময়টা ছিল ১৯৩৮ সাল। তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন আব্দুল মালেক নামে। কোনো একদিন গোপালগঞ্জের খন্দকার শামসুল হুদা এসে জানালেন, বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী মালেককে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জীর বাড়িতে তাঁকে অন্যায়ভাবে মারধর করা হচ্ছে। তাই দ্রুত বঙ্গবন্ধু সুরেন বাবুর বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেন মালেককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ছাড়া তো দূরে থাক, তাঁকে উল্টে গালমন্দ করেন সুরেন বাবু। কিশোর মুজিব তার এরকম আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। খবর পাঠিয়ে তাঁর দলের ছেলেদের ডেকে আনেন। বঙ্গবন্ধুর দুই মামা শেখ সিরাজুল হক ও শেখ জাফর সাদেকও ছুটে যান জনবল নিয়ে। সেখানেই দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর বন্ধুরা মিলে দরজা ভেঙ্গে নিয়ে আসেন মালেককে। পুরো শহরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। হিন্দু নেতারা থানায় মামলা করেন। খন্দকার শামসুল হক হন আদেশের আসামি। অভিযোগ, বঙ্গবন্ধু ছুরি দিয়ে সুরেন বাবুকে হত্যা করতে তার বাড়ি গিয়েছিলেন পরদিন বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন তাঁর দুই মামাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকেও গ্রেপ্তার করতে চায় পুলিশ, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না তাঁর বাবার জন্য। কারণ তাঁর বাবাকে এলাকায় সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন। গ্রেপ্তারে বিলম্ব হলে কেউ কেউ তাঁকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি পালাব না। পালালে লোকে বলবে যে আমি ভয় পেয়ে পালিয়েছি।" একজন মানুষ কতটা সৎ, কতটা নীতিবান হলে পালানোর সুযোগ পেয়েও একথা বলতে পারেন, ভাবা যায়? যাই হোক, অনেক ইতস্তত করে পুলিশ বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেশ করলে বাবা শেখ লুৎফর রহমান বললেন, "ওকে নিয়ে যান।" দারোগা বাবু নরম স্বরে বললেন, ও বরং খেয়ে-দেয়ে আসুক। সত্যিই, এবারও নিজের সততার প্রমাণ দেন বঙ্গবন্ধু। খেয়ে-দেয়ে হাজিরা দেন তিনি। জেলে মেয়েদের ওয়ার্ডে কোনো মেয়ে আসামি না থাকায় তাকে রাখা হয় মেয়েদের ওয়ার্ডে। সেটি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম জেল, তাও আবার বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে। প্রথম জেলে যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। জেল থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু আবার রাজনীতিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক কর্মী বা রাজনীতিবিদ- উভয় দিক থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও ত্যাগী। রাজনৈতিক জীবনের জন্য যে তিনি কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা তাঁর জবানীতেই জানা যায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে। এ নিয়ে তিনি বইটির ২০৯ নং পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

"একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দুজনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন ও আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।" ঘটনাটি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাঁর যে ত্যাগ তা ব্যক্তিগত জীবনে কত বেশি প্রভাব ফেলেছিল।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বঙ্গবন্ধু প্রথমে পাকিস্তান হবার পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর যখন বাংলা ভাষার উপর আঘাত আসল, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ ঘটে। তখন থেকেই পাকিস্তানের নানা অন্যায়-অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হতে থাকেন।

আসলে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের এমন এক চরিত্র যিনি ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের মতো নিজের জীবনটাকেও অসমাপ্ত রেখে গেছেন। এই অসমাপ্ত জীবনই কত-ই না ঘটনাবহুল! যাই হোক, এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে আমরা কী শিখতে পারি? এটি একটি জীবনী গ্রন্থ, এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা একজন মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন এই বইটি। আর এই আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে বর্তমান প্রজন্মের প্রতিটি শিশুকে।

প্রথমত, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার এক অসামান্য পাঠ রয়েছে গ্রন্থে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদী চেতনার সাথে বইটি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। আমাদেরও তাঁর মতো প্রতিবাদী হতে হবে, অন্যায়ের সাথে কখনোই আপোস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুকে এক অসাধারণ

দেশপ্রেমিক হিসেবে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতি অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাই দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন- একথাই বইটি বলে বলিষ্ঠভাবে। আমাদেরও দেশেকে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবে-ই না দেশের এবং আমাদের জীবনের কাছে সফলতা ধরা দিবে। তৃতীয়ত, গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন, তাই সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন। কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মাঝে ঠাঁই পেত না। আমাদেরও সকলকে সমান চোখে দেখতে হবে, কাউকে ছোট বা কাউকে বড় করে দেখা যাবে না। তাহলেই সমাজের সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান পাব। চতুর্থত, গ্রন্থে নিজের অধিকার আদায়ে অটল থাকার এক দৃঢ় বঙ্গবন্ধুকে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু সর্বদা নিজের অধিকার আদায়ে অটল থাকতেন। বাঙালির অধিকার আদায় করতে তিনি ছিলেন অদম্য। আমাদেরকেও নিজের অধিকার আদায়ে অটল থাকতে হবে। যতক্ষণ না আমরা সেটা আদায় করতে পারছি ঠিক ততক্ষণ, তবে সেই দাবি অবশ্যই হতে হবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত। মোটকথা, জীবনে সফল হওয়ার জন্য একজন মানুষের যা যা থাকা প্রয়োজন, তার সবকিছুই ছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। আর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি আমাদের সেইসব গুণ অর্জন করতে শেখায়। এইসব গুণ অর্জন করতে পারলেই আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারব।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সবমিলিয়ে এক সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে যেন ভালো লাগছিল না আমার। কারণ ওই সময়ের ঘটনাগুলো নিজের কলমে অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় একের পর সুন্দর মালা গেঁথেছেন বঙ্গবন্ধু। যা জানার একটি তৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল মনের মধ্যে। বলা যায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি গ্রন্থটি। আমি ছোট্ট একজন মানুষ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর মত এক বিশাল ব্যক্তিত্বের কোন কিছুর মূল্যায়ন করা আমার জন্য অসম্ভব একটি ব্যাপার। তারপরেও বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু যেমন একজন বটবৃক্ষের মত রাজনীতিবিদ ছিলেন ঠিক তেমনি তিনি একজন অনেক বড় মাপের লেখকও ছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর আত্মপরিচয় জানতে হলে প্রতিটি বাঙালির এই গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত।

[সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সমগ্র বাংলাদেশ থেকে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নিবন্ধ]

লিসান আহমেদ
কলেজ নং: ১৫৩১৪
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ (প্রভাতি)

৩৭০০০ ফুট উচ্চতায় প্লেন নিচে আগ্নেয়গিরি

অনেক সময় আমাদের মনে হয় প্লেন যাত্রা কতই না রোমাঞ্চকর। কিন্তু একবার ভাবুন তো প্লেন মাটি থেকে ৩৭০০০ ফুট উচ্চতায়, ঠিক সেই সময় প্লেনটির সব কটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছে আর নিচে রয়েছে জলন্ত আগ্নেয়গিরি। হ্যাঁ ঠিক। এটা কোন সিনেমাতে নয়; বাস্তবেই ঘটে ছিল। ১৯৮২ সালের ২৪ শে জুন, বিট্রিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট-৯ লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করে। ফ্লাইটটির

মুম্বাই, মাদ্রাজ, কুয়ালালামপুর, পার্থ, মেলবোর্ন হয়ে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে পৌঁছানোর কথা ছিল। ফ্লাইটে ২৪৮ জন যাত্রী ও ১৫ জন ক্রু মেম্বার ছিল। ফ্লাইট-৯ একটি Boying-747-236-B ক্যাটাগরির বিমান ছিল। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭:১০ টায় প্লেনটি ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের

দক্ষিণে পৌঁছতেই ফ্লাইট ক্রিউ প্লেনের জানালার স্ক্রিনে কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই। কিছু উজ্জ্বল আলো প্লেনটির পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে যা দেখে মনে হচ্ছিল প্লেনটি মহাকাশের মধ্য দিয়ে খুব জোরে যাত্রা করছে। একে ST ELMO'S FIRE EFFECT বলা হয়ে থাকে। এটি একটি বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা যা সাধারণত ঝড়ের সময় দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে প্লেনের রাডার আবহাওয়া একদম পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। কিন্তু কিছুনা কিছুতো নিশ্চয় গণ্ডগোল আছে, তাই ফ্লাইট ক্রু যাত্রীদের সিট বেল্ট বাধার নির্দেশ দিলেন। এর সাথে প্লেনের ANTI-ICE SYSTEM চালু করা হলো। প্লেনটি যত এগোচ্ছিল তত ধোঁয়া প্লেনটি জানালার স্ক্রিনে দেখা যেতে থাকে এবং যাত্রীদের কেবিনেও ধোঁয়া প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এ ধোঁয়ার ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং এর থেকে সালফারের গন্ধ আসতে থাকে। ঠিক তখনই এক যাত্রী ফ্লাইট ক্রিউকে বলেন, তিনি প্লেনের ইঞ্জিনের সঙ্গে আশ্চর্য কিছু হতে দেখছেন। তখন প্লেনের ক্রিউ মেম্বাররা ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে দেখেন ইঞ্জিন নীল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। ST ELMO'S FIRE EFFECT এর মাত্র দুমিনিটের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটেছিল। ৭ টা ১২ মিনিটে হঠাৎ প্লেনের ৪ নম্বর ইঞ্জিন ফ্লেমআউট হয়ে যায়। অর্থাৎ সেখান থেকে জ্বালানি বের হয় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তখনই পাইলট ৪নং ইঞ্জিনটি সাটডাউন করে দেন, না হলে প্লেনে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না কারণ একটি ইঞ্জিন বিকল হলেও বাকি তিনটি ইঞ্জিনের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারা যাবে। কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন সবদিক দিয়েই আসে। ৭টা ১৩ মিনিটে ২নং ইঞ্জিন ও ফ্লেমআউট হয়ে যায়। পরের ২ সেকেন্ডের মধ্যে বাকি দুটি ইঞ্জিনও ফ্লেমআউট হয়ে যায়। ফ্লাইট মেম্বাররা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আবহাওয়া রাডার আবহাওয়া পরিষ্কার দেখাচ্ছিল এবং ফায়ার সেন্সরও আগুনের কোনো সংকেত দিচ্ছে না। চারপাশে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। প্লেনকে এখন একই উচ্চতায় রাখা সম্ভব নয়। এখন শুধু প্লেন গ্লাইড করে নিচে নামতে পারে। একটি Boying-747-236-B ক্যাটাগরির প্লেনের গ্লাইড করার অনুপাত ১৫:১। অর্থাৎ প্লেনটি ১৫ কি.মি. সামনে গেলে ১ কি.মি. করে নিচে নেমে যাবে। প্লেনটির ইঞ্জিন বিকল হওয়ার সময় প্লেনটি ৩৭০০০ ফুট উঁচুতে ছিল। অর্থাৎ প্লেনটি মাত্র ২৩ মিনিট গ্লাইড করতে পারবে এবং সর্বোচ্চ ১৭০ কিমি পথ অতিক্রম করতে পারবে। তাই পাইলট ঠিক করেন প্লেনটি ঘুরিয়ে জাকার্তা বিমানবন্দরে ইমার্জেন্সি ল্যান্ড করাবেন। তখন তিনি জাকার্তা এয়ার কন্ট্রোলরুমে ম্যাসেজ পাঠান। কন্ট্রোলরুম থেকে প্লেনকে কন্ট্রোল করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কিছুসময় পর প্লেনটি এয়ার কন্ট্রোলের রাডার থেকে হারিয়ে যায়। প্লেনটি ফিরে যে পথ দিয়ে জাকার্তায় যাচ্ছিল সেখানে ইন্দোনেশিয়ার পর্বতমালা ছিল। এই পর্বতমালা পার করার জন্য প্লেনকে কমপক্ষে ১১৫০০ ফুট উঁচুতে উড়তে হবে। পাইলট তখন সিদ্ধান্ত নিলেন পর্বত পর্যন্ত আসতে আসতে যদি প্লেনের উচ্চতা ১২০০০ ফুট থাকে তাহলে তিনি পর্বতমালা পার করে নিবেন অন্যথায় ভারত মহাসাগরে ক্রাশ করে দিবেন। কারণ পর্বতে ধাক্কা লাগলে বাঁচার সম্ভাবনা ০% কিন্তু সাগরে ক্রাশ করলে যথাসময়ে নেভি টিম এসে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। এই সময়ের মধ্যে প্লেন ২৮০০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছায়। ততক্ষণে যাত্রী কেবিন ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় যাত্রীদের অক্সিজেন মাস্ক পড়তে বলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাইলটের মাস্কে ছিদ্র থাকায় তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি প্লেনের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট করেন যাতে সবাই ভালোমতো নিঃশ্বাস নিতে পারেন। কিন্তু প্লেন যতক্ষণে পার্বত্য অঞ্চলে যাবে ততক্ষণে তার উচ্চতা হবে মাত্র ১১০০০ ফুট এবং প্লেন পর্বতে ধাক্কা খাবে। তাই ৭টা ৫৬ মিনিটে পাইলট ইঞ্জিন রিস্টার্ট করার শেষ চেষ্টা করেন। অদ্ভুতভাবে প্লেনের ৪নং ইঞ্জিন চালু হয়। কয়েক সেকেন্ড পর ২ নং ইঞ্জিন ও চালু হয়। কিছুক্ষণ পর প্লেনের বাকি দুটি ইঞ্জিনও চালু হয়ে যায় এবং প্লেন পার্বত্য অঞ্চল পার হওয়ার যথেষ্ট উচ্চতা পায়। ঠিক সেই মূহুর্তে আবার ST ELMO'S FIRE EFFECT দেখা যায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আবার দুনম্বর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় এবং প্লেনটি এক ঝটকায় ১২০০০ ফুট উচ্চতায় নেমে যায়। কিন্তু বাকি তিন ইঞ্জিনের সাহায্যে প্লেনটি পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে যায়। ST ELMO'S FIRE EFFECT এর কারণে প্লেনের সব জানালা ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু পাইলট বেশ দক্ষতার সাথে এয়ারপোর্টের ডিসটেন্স ম্যাজারিং এর সাহায্যে ভার্চুয়াল গ্লাইড এর মাধ্যমে প্লেনটিকে জাকার্তা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করান।

পরে তদন্ত করে জানা যায়– প্লেনটি ওয়েস্ট জাভার সক্রিয় মাউন্ট গ্যালাংগান এর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এরই আগ্নেয়গিরি/অগ্নুৎপাতের ফলে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতেও অগ্নিকুণ্ড তৈরি হয়েছিল। এর অগ্নিকুণ্ডলীর ধোঁয়া এত শুষ্ক ছিল যে, আবহাওয়া রাডারে তা ধরা পড়েনি এবং এর ধোঁয়া প্লেনের ইঞ্জিনে প্রবেশ করায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। জাকার্তা এয়ারপোর্টে প্লেনটির এক, দুই ও তিন নম্বর ইঞ্জিন রিপ্লেস করা হয় এবং ফুয়েল ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়। তারপরে প্লেনটিকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর এই রুটে সাময়িকভাবে প্লেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ১৯ দিন পর এই রুটে আবার প্লেন চলাচল শুরু হয়। এই প্লেনটিরও মাউন্ট গ্যালাংগান উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এর পর থেকে এই রুটে প্লেন চলাচল স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

সিফাত আহমমদ
কলেজ নং: ১৪৪৫৩,
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

(বুক রিভিউ) অসমাপ্ত আত্মজীবনী

শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। বইটি আরো ১২টি ভাষায় অনূদিত হয়। এ পর্যন্ত বইটি ক্রমান্বয়ে ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চিনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, অসমিয়া ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি ১৯৬৬-৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

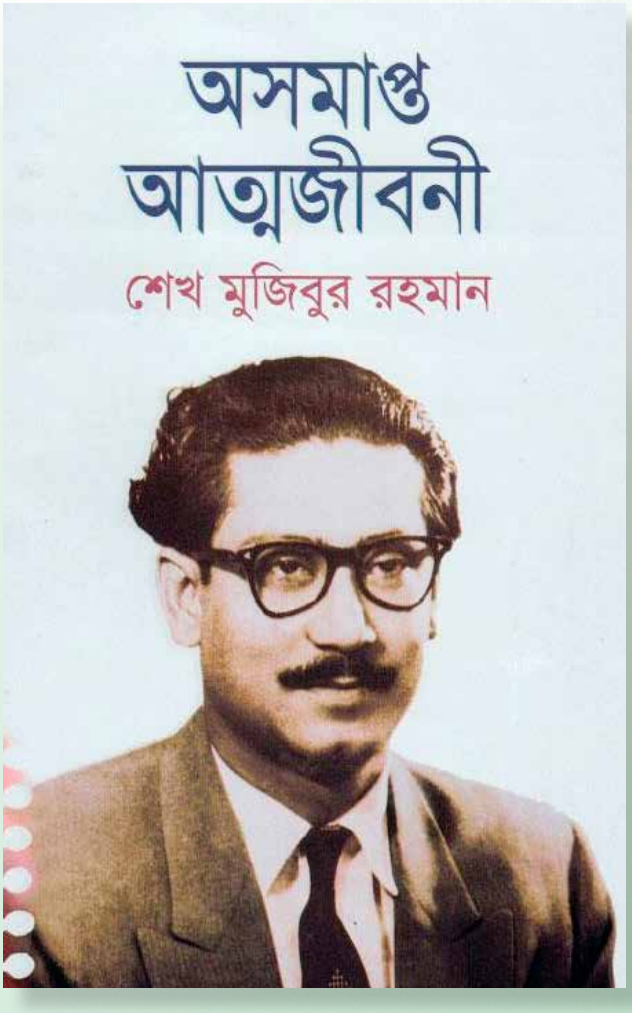

থাকা অবস্থায় এই বইটি লেখেন। ফখরুল আলম বইটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই বইটি ছাপিয়েছে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ও পেঙ্গুইন বুক্স। বইটির ভূমিকায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কীভাবে এর নোটগুলো খুঁজে পেয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসামপ্ত আত্মজীবনী' একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ যেটিকে আমরা ইংরেজিতে 'অটোবায়োগ্রাফি' বলে থাকি।

বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থটি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৬৭ সাল থেকে (কারাবন্দী অবস্থায়)। এই বইটিতে যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো তাঁর জন্ম ১৯২০ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের ঘটনা। একটি মজার বিষয় হলো যে, এই বইটিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নায়ক নন।

এখানে নায়ক হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে একেবারেই প্রথম কাতারে স্থান পেয়েছেন। সমগ্র বইটি জুড়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু বা শিক্ষকের কথা বলতে চেয়েছেন। এই বইটি পড়ার সাথে সাথেই আমরা বুঝতে পারবো যে, হোসেন সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে বা রাজনৈতিক পেশায় কোন মাত্রায় ছিল। এই বইটি থেকে বোঝা যায় যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দক্ষতা গড়ে ওঠার পেছনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা অপরিসীম। লেখক তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। এই সব ঘটনাই তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যা বইটিকে একটি রোমাঞ্চকর বেদে পরিণত করেছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে জন্ম, বংশ, শৈশব, বিবাহ, স্কুল ও কলেজ শিক্ষা এবং রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। তিনি তাঁর বংশ নিয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন যেগুলো অনেকের কাছে একেবারেই অজানা ছিল।

এই বইটি আমাদেরকে তাঁর বংশ এবং পরিবার সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারনা দেবে। এখন আসি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকে। এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে যথা: ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ ভাগ (ভারত ও পাকিস্তান), মুসলিমলীগের রাজনীতি, পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, দেশ ভাগের পর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মুসলিমলীগের রাজনীতি, পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, দেশ ভাগের পর ১৯৫৪

সাল পর্যন্ত মুলসিমলীগের সরকারের অত্যাচার, ভাষা আন্দোলন, যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনে জয়, আদমজী দাঙ্গা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন। বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবনে খুব ভালো ফুটবল খেলতেন এবং তিনি তাঁর স্কুল দলের দলনায়ক বা ক্যাপ্টেন ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলদেশই সৃষ্টি করেননি তিনি পাকিস্তান সৃষ্টিতেও ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মনে করতেন, পাকিস্তান না হলে মুসলমানদের দুরবস্থা নিশ্চিত ছিল। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব জেলায় বা গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগ, মুসলীম লীগ তৈরি করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে তিনি হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ঝামেলা ইত্যাদি দেখে খুবই বিচলতি হতেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ছাত্ররাজনীতিতে তিনি বাল্যকাল থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বইটিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি পাকিস্তান গঠনের সনদ এবং এই লাহোর প্রস্তাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে-এ-বাংলার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। অনুমেয় যে, লাহোর প্রস্তাব তাঁদের ছাড়া অসম্ভব ছিল। এই লাহোর প্রস্তাবই মুসলিমদের জন্য একটি স্থায়ী জায়গা, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সনদ। উল্লেখ্য, এই সনদের আদলেই বঙ্গবন্ধু একটি নতুন সংবিধান তৈরির আহ্বান জানান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু নিজে একসময় মুসলিমলীগের নেতা ছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর তাদের আচরণের পরিবর্তনে তিনি আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিমলীগের বৈষম্যমূলক দুঃশাসনের জন্য তিনি আওয়ামী মুসলিমলীগে যোগ দেন এবং মুসলিমলীগ ত্যাগ করেন। যেই আওয়ামী মুসলিমলীগ পরে আওয়ামী লীগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

দেশ ভাগের আগে মুসলিমলীগকে তিনি বড়লোক বা সম্ভ্রান্তদের লীগ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এটিকে সাধারণ মানুষের লীগ বানানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশ ভাগের পর কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহর পার্টি মুসলিমলীগ বাঙালিদের অধিকার হরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এসবের প্রতিবাদ করেন এবং এসবের জন্য তিনি কারাবরণ করেছেন প্রায় সারাজীবন। এসব ঘটনা নিয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। এই বইটি থেকে শুধু পাকিস্তান নয় ব্রিটিশদের সাথে আমাদের বাঙালিদের সংগ্রামেরও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। বইটিকে তিনি এসব বিষয়ে একটি নতুন ও বিশেষ মাত্রা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি একজন সৎ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর মতো রাজনীতিবিদ শত বছরেও একজন পাওয়া যায় না। যখন তাঁর টাকার প্রয়োজন ছিল তখন তিনি সরলভাবেই তাঁর বাবার কাছে, বোনের কাছে এমনকি তাঁর পত্নী রেণুর কাছেও চাইতেন। এখানে তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান, চীন, ভারত ভ্রমণের বিবরণ বইটিকে আরও রোমাঞ্চকর এবং মজাদার বানিয়েছে ঠিক ভ্রমণকাহিনির মতো। এই বইটিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধু বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর কারাগারে বন্দী অবস্থায় ও রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং পাশে যিনি সবসময় ছিলেন তিনি হলেন তাঁর পত্নী। যিনি সুখ-দুঃখে সবসময় বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন।

এই বইটিতে আমাদের কাছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম ফজলুল হক (শেরে-এ-বাংলা), আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (মওলানা ভাসানী) ও আরও কয়েকজন রাজনীতিবিদদের দেশভাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। তার ওপর মানিক মিয়া ও শামসুল হকের অসাধারণ অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে, যাদের অবদান এখনো অনেকেই জানে না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আরেকজনকে সমর্থন করতেন, তিনি হলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যিনি ভারত বর্ষের স্বাধীনতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে একজন। বঙ্গবন্ধু, সুভাষ চন্দ্র বসুর INA সমর্থন করতেন। Indian National Army, যেটি ব্রিটিশবিরোধী সামরিক বাহিনী ছিল।

এই বইটির সবচেয়ে আলোচিত মানুষ হচ্ছেন বাংলার গৌরব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সমগ্র বইটি জুড়ে তাকে শহীদ সাহেব বলে সম্বোধন করেছেন। সোহরাওয়ার্দী একই সময়ে লেখকের রাজনীতিতে পা দেয়ার উৎসাহ, একজন রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং অশেষ শ্রদ্ধার একজন ভাবমূর্তি ছিলেন। আমি একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে চাই, কারণ আমি বুঝাতে চাই কেন তিনি শ্রদ্ধার প্রাপক ছিলেন। যথা: ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় যখন কোনো রাজনৈতিক নেতা কিছুই করেন না তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর সাধ্যমতো অনেককিছুই করেছিলেন। যেমন: দিল্লি থেকে রেশন এনেছিলেন, খাদ্য সহায়তার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ইত্যাদি।

এই বইটিতে লেখক আবুল কাশেম ফজলুল হককে 'হক' সাহেব বলে সম্বোধন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি শেরে-এ বাংলার বিরোধিতা

করেছেন। এ নিয়েই একদিন তাঁর বাব তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, শেরে-এ-বাংলার ব্যক্তিগত মর্যাদার ওপর কোনো আঘাত না করতে, তিনি শেরে-এ-বাংলা কারণ ছাড়া হননি এবং বাংলার মাটি তাঁকে ভালোবেসেছিল। হক সাহেব গরিবের বন্ধু ছিলেন।

'অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশ ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।' ২৭৩পৃ.

বঙ্গবন্ধুর কিছু উদ্ধৃতি:

'মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।' ২৫৭ পৃ.

'সকল বাঙালির মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সব গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না আর যতদিন চিনবে না, বুঝবেনা ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।' ৪৮ পৃ.

'নেতারা যদি নেতৃত্ব নিয়ে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ববাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল, সেই কলকাতা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম।' ৭৯ পৃ.

অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটির সময়কালকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম খণ্ড (১৯২০-১৯৪২) বঙ্গবন্ধুর জন্ম থেকে শুরু করে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪২-১৯৪৭), কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি থেকে বেকার হোস্টেলে আবাসন থেকে কলকাতা ছাড়াও ঢাকায় ফিরে আসা পর্যন্ত (১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময়)। তৃতীয় খণ্ড (১৯৪৭-১৯৫৪), ভারতবর্ষ ভাগ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সৃষ্টি পর্যন্ত, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা থেকে ১৯৫৪ সালের শেষ পর্যন্ত। সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হিসেবে 'প্রতিভা মন্ত্রী পরিষদ' এ যোগ দেন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে এবং শেরে-এ বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়, যুক্তফ্রন্ট নেতা হওয়ার জন্য ও ক্ষমতার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি তাঁর পরিবার থেকে এতই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের সন্তানেরাও তাঁকে ভুলে গিয়েছিল। তাঁর মতে একজন বাবার জন্য এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে! একজন পিতাকে তার সন্তান অনেক দিন না দেখলে, সেই সন্তান পিতাকেও ভুলে যায়! কে জানে কত হীন কাজ হবে একজন মানুষকে কারাগারে রাখা কোনো আদালতের ট্রায়াল ছাড়া এবং তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে দূরে রাখা শুধু রাজনৈতিক কারণের জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এই দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য। তিনি তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা করেননি। তিনি চিন্তা করেছেন দেশের কথা, দেশের মাটি ও মানুষের কথা। আমি এই বাক্যটি পড়ার আগে জানতাম না যে, একজন মানুষ রাজনীতির জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন।

সাধারণ ছাত্ররা পড়লে তারা আমাদের রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে। এই বইটি ছাত্ররাজনীতিবিদদের জন্য জরুরি। কারণ একজন আদর্শ রাজনীতিবিদ কেমন হওয়া উচিত তা উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের নোটগুলো লেখকের রাজনৈতিক জীবনের একটি পরিচয় করিয়ে দেয়, যেগুলো নিজে লেখননি (১৯৫৫-১৯৭৫)।

এটি পড়ার পর, এটা মনে হয়েছে যে, এখানে যদি আরো ঘটনা দেয়া যেত, তাহলে কত ভালো হতো! তাই শেষ অতৃপ্তি থেকেই যায়। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যদি এই বইটি সমাপ্ত হতো তাহলে এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি হতে পারতো।

এটি নেলসন ম্যান্ডেলার 'Long Walk to Freedom' এর সাথে তুলনীয় যেটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীর মধ্যে একটি।

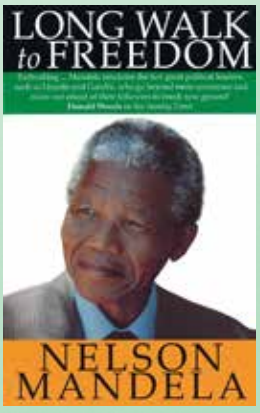

আশিকুর রহমান প্রধান জিহান
কলেজ নং: ৮৭২১
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ই (দিবা)

কম্পিউটার-মোবাইল এডিকশন

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার কিংবা মোবাইল ছাড়া কেউ যেন টিকে থাকতে পারেনা। এমন কি বাচ্চারাও গেইম না খেলে থাকতে পারেনা। বাচ্চারাও কম্পিউটার-মোবাইলে আসক্ত। কী করে তারা কম্পিউটারে? গেইম ছাড়া মনে হয় না কেউ খুব একটা কিছু করে। বলি নাই গেম জিনিসটা খারাপ; গেইম মানুষকে অনেক কিছুই শেখায়। 'কল অফ ডিউটি', 'A Plague Tale: Innocence' গেইমগুলোর গল্প অনেক মানুষেরই মন কেড়েছে। কিন্তু যখন গেইম-এ মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে, গেইম এর ভালো দিকের চেয়ে খারাপ দিকটাই বেড়ে যায়। তাই সবসময় 'গেইম' না খেলে আমাদের উচিত কম্পিউটার-মোবাইল ভালো কাজে ব্যবহার করা।

আচ্ছা, গেইম জিনিসটা দিয়েই ধরি, কখনো কি মনে হয়েছে গেইম কীভাবে বানায়?

এসব কীভাবে বানানো যায়, তা খুব কম মানুষেরই মাথায় ধরে। আবার এসব ভালো কাজে ব্যবহার খুব কম মানুষই করে। তবে যারা করে তারাই একদিন বড় কিছু করবে।

এখন একটু মূল কথায় আসি, কীভাবে বানাবো এসব? 'প্রোগ্রামিং' শব্দটার সঙ্গে এখন দেখি অনেকেই পরিচিত, অনেকে করেও এখন প্রোগ্রামিং। কিন্তু আফসোস প্রোগ্রামিং এর জগতে "Hello World" প্রিন্ট করেই অনেকে থেমে যায়। যাই হোক যেটা বলছিলাম যে প্রোগ্রামিং করেই আজকে আমরা কম্পিউটারকে কিন্তু ভালো কাজে লাগাতে পারি। শুধু প্রোগ্রামিং না; চাইলেই 3D Modelling, Graphics Designing ইত্যাদি কাজ আমরা করতে পারি।

আমিও এক সময় প্রচুর গেইম খেলতাম, এখন আমরা গেইম বানাই, Country Recalls নামক গেইমটার একজন ডেভলাপার আমি।

আচ্ছা, এখন এসব কীভাবে শিখব? কেউ কখনো হাতে ধরে শিখিয়ে দিবেনা, You Tube, Google- এসব থেকেই নিজেকে শিখে নিতে হয়।

পরিশেষে একটা কথাই বলি, কম্পিউটারের এসব কাজ করতে গিয়ে 'Addiction' হতে পারে। তাই এ দিকটা আমাদের সবাইকে খেয়ালে রাখতে হবে। কোন কিছুতে আসক্ত হওয়া ভালো নয়।

হাসনান হাসিব
কলেজ নং: ১৪৫৪৭
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: বি (প্রভাতি)

মায়ের ত্যাগ ও ভালোবাসা

এ পৃথিবীতে মা শব্দটি অতি মধুর। বিপদ-আপদে মা সর্বদাই তাঁর স্নেহের সন্তানের পাশে থাকেন। মা শুধু একটি সম্পর্ক না বরং একটি অনুপ্রেরণাও বটে। সন্তানের জন্মের পর থেকেই মা তাঁর সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করেন নিঃস্বার্থভাবে। মায়ের ভালোবাসা এমন একটি জিনিস যা ব্যক্ত করা যায় না। মা আমাদের বিভিন্ন সময় শাসন করেন কিন্তু যা করেন আমাদের ভালোর জন্যই করেন। যাতে আমরা আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিই। নিঃস্বার্থে তাদের ত্যাগ ও ভালোবাসার ঋণ আমরা কখনোই শোধ করতে পারব না। মায়ের প্রতি আমরা সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ।

আজমাইন ফায়েক চৌধুরী
কলেজ নং: ১০২৫৫
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: খ (দিবা)

করোনার অপ্রাপ্তি

প্রতিটি মানুষের জীবনে বছরের প্রথম দিনটি অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও আগামী দিনগুলোর শুভ কামনায় রঙিন হয়ে ওঠে। আমারও তেমনি ২০২০ সালের প্রথম দিনটি কাটল। এ বছর আমি পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব। তাই বছরের শুরু থেকেই ভালোভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যাতে আমি পরীক্ষায় বৃত্তি পেতে পারি। স্কুলের ক্লাস, স্যারদের পড়া সবই খুব ভালোভাবে চলছিল। এর মাঝে শুনতে পেলাম চীনের উহান শহরে করোনা ভাইরাস নামে একটি ভাইরাস আক্রমণ করেছে, যা ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভেবেছিলাম করোনা অনেক দূরের দেশে রয়েছে আমাদের দেশে আসতে পারবে না। এরই মাঝখানে আমাদের স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসে জানতে পারলাম বাংলাদেশেও করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মার্চ মাসে আমাদের প্রথম সিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সব বিষয়ের ফলাফল দেয়ার আগেই ১৬ মার্চ ক্লাস চলাকালীন ঘোষণা আসে করোনা ভাইরাসের কারণে স্কুল বন্ধ থাকবে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো গ্রীষ্মের ছুটি, রমজানের ছুটির মতো কিছুদিন পর স্কুল খুলবে। কিন্তু না এ তো অনির্দিষ্ট সময়ের যাত্রা।

স্কুল নেই, কোচিং নেই, ভোরে ঘুম থেকে উঠার তাড়া নেই, পড়াশোনার কোনো গতি নেই, শুধু টিভিতে কিছুক্ষণ পরপর করোনা ভাইরাস সম্পর্কে খবর জানা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ হচ্ছে। এর মাঝেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ এ বছর আমাদের সমাপনী পরীক্ষা। আগস্ট মাসে ঘোষণা হল এ বছর সমাপনী পরীক্ষা হবে না। আমি প্রথমে আনন্দিত হয়েছিলাম কিন্তু পরে মনে পড়ল পরীক্ষা না হলে তো আমি সরকারি বৃত্তি ও স্কুলের অভ্যন্তরীণ বৃত্তি কোনোটাই পাবো না। খুব কষ্ট হল নিজের জন্য আমার বন্ধুদের জন্য। করোনাভাইরাস এর প্রভাবে এটাই আমার বড় অপ্রাপ্তি।

মুহম্মদ কাশিম নূর নকীব
কলেজ নং: ১১৩২৬
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঘ (প্রভাতী)

কুকুরগ্যাং

আমি আর জারিয়ান একদিন পার্কের উদ্দেশে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি তিন থেকে চারটা কুকুর মারামারি করছে। এমনিতে আমরা দুইজনই কুকুর দেখে ভয় পাই। তো আমরা এমন দৌড় দিলাম যেন অলিম্পিয়াডে দৌঁড়াচ্ছি। আর কুকুরগুলো আমাদের চোর ভেবে ধাওয়া দিচ্ছে। আমরা তো ভয়ে অস্থির হয়ে বিল্ডিং এ ঢুকে পড়লাম। তিনতলায় ওঠার পর একটি বাসার কলিংবেল টিপতেই দেখি একজন মানুষ দৌঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর এক আন্টি বাসায় নিয়ে গেলেন আমাদের। তিনি হাসিমুখে বললেন, "তোমরা তো আমার জীবন বাঁচিয়ে দিলে। যে লোকটিকে তোমরা দেখলে সে আসলে ডাকাত ছিল। আর একটু হলে আমাকে মেরে ফেলত। কলিংবেলের শব্দ শুনে সে দিলো একটা দৌঁড়।" নাও নাও একটু ভাত খেয়ে যাও। এই বলে আন্টি আমাদের দিকে খাবার এগিয়ে দিলেন। এমনিতেই তো পেট খালি হয়ে গিয়েছিল। এখন খেয়ে একটু শান্তি পেলাম। খাওয়ার পর আন্টি আমাদের সাথে অনেক গল্প করলেন। সেইসাথে তার জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের দুজনকে এক হাজার করে টাকা দিলেন। আমি আর জারিয়ান তো মহা খুশি। গল্প করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো বাড়ি যাবার সময়। আমার আর জারিয়ানের বাসা পাশাপাশি হলেও এখান থেকে আমাদের দুজনের বাসা অনেক দূরে। তাই বাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আন্টিকে বিদায় জানিয়ে বিল্ডিং-এর নিচে আসতেই কুকুরগুলোকে ঘুমানো অবস্থায় দেখি। যাক দুজনে বাঁচলাম। আমরা পা টিপে টিপে যেতে কুকুরগুলোর মধ্যে একটি কুকুর চিৎকার দিল। চিৎকার দেওয়ায় বাকি কুকুরগুলো জেগে উঠে আমাদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করতে শুরু করল। আবার সেই একই ঘটনা। আমরাও দৌঁড় দিলাম। শেষে তাড়াতাড়ি করে বাসে উঠে পড়লাম। কুকুরও আর ধাওয়া করতে পারল না। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলাম যে টঙ্গি যাওয়ার জন্য এটিই ছিল সেদিনকার শেষ বাস অর্থাৎ টঙ্গি যাওয়ার জন্য এবং কুকুরদের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এটাই ছিল আমাদের শেষ ভরসা। বাসে উঠে মনে মনে বললাম, Thank You কুকুরগ্যাং।

শাফওয়াত জামিল
কলেজ নং: ১০৩৫৪
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঙ (দিবা)

আমার বঙ্গবন্ধু

"আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি "
-ফিদেল কাস্ট্রো

বাঙালির গর্ব ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম এই মহান মানবের। ছোটবেলা থেকেই কোনো অন্যায় দেখে মুখ বুজে থাকতেন না তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এক স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে বাংলাদেশ এবং তার সাথে মুক্ত হয় বঞ্চনা ও অত্যাচারের কবল থেকে। তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ছিনিয়ে আনেন স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশকে নতুন রূপে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগানোর কয়েক বছরের মাথায় একদল নরপিশাচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আর্দশ, চেতনা, আর সততাকে ভোলেনি বাংলা। আজও মহান নেতাকে স্মরণ করে আমরা গর্জে উঠি—

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান "

আব্দুন নুর খান ওয়াসি
কলেজ নং: ১৫২০০২২
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ (দিবা)

এক রেমিয়ান ও DRMC ভূত

রাত ১১টার কিছু বেশি। ইব্রাহিম তার বন্ধুর একটা গাড়ি থেকে গণভবনের উল্টো পাশে রেসিডেনসিয়াল কলেজের কোনায় নেমে পড়ল। ডিসেম্বরের শেষ প্রান্ত, রাতের অন্ধকারে রাস্তাঘাট একদম খালি, শীতের হিমহিম ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ইব্রাহিমের একটু ভয় ভয় লাগছে। আজ ওয়ার্কশপ শেষ করে, টিউশনিতে পড়িয়ে বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেল। হঠাৎ গুনগুন করে চাপা কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ইব্রাহিমের হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে গেল। নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "ভয় কিসের, আমিতো DRMC'র সীমানাতেই আছি, এটাতো আমারই স্কুল-কলেজ, আমার পৃথিবী।"

হঠাৎ পানির ট্যাংকি বরাবর ওয়ালের উপর সাদা কী যেন একটা চোখে পড়লো; ইব্রাহিম চোখ দুটো রগড়ে নিল– এ যে ছোটবেলার কার্টুন Casper এর মতো কিছু একটা। পা দুটো তার ভয়ে ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে, কিন্তু বাসায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে– মা অপেক্ষা করছে। একটু সাহস নিয়েই সে এগিয়ে চলে। কে তুমি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো ইব্রাহিম। হঠাৎ কান্না থামিয়ে সে বললো, "আমি DRMC এর ভূত। কিন্তু তুমি কে? আমি....? আমি ইব্রাহিম, একজন রেমিয়ান। DRMC ভূতের প্রাণে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল– লাফ দিয়ে সে নিচে নেমে এল, তুমি রেমিয়ান!!! হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? জিজ্ঞেস করল ইব্রাহিম। ভূত এবার তার ঘাড়ে বন্ধু সুলভ হাত রেখে বলল, "আমি একা হয়ে গেছি।" বলেই সে ফুপিয়ে কান্না শুরু করে দিল। ঘাড়ের উপর ঠান্ডা শীতল ভৌতিক স্পর্শ ইব্রাহিমকে আরো ভীত করে তুললো, না জানি কপালে আজকে কী আছে; মনে মনে ভাবছে সে। ইব্রাহিম কাঁপা কাঁপা গলায় বললো– বুঝলাম না, ভূত বলতে লাগলো, আমি DRMC ভূত। থাকি ২ নম্বর শিক্ষা ভবনের সামনের বটগাছে। সকাল-সন্ধ্যা সারাদিন ছাত্রদের সাথে হৈহুল্লোর করে তবেই ঘরে ফিরি। কিন্তু এখন তো ফাইনাল পরীক্ষা শেষ, সব ক্লাস ছুটি হাউসে বন্ধুরা নেই– তাই আমি একা, একদম একা- বলেই ফোঁপাতে লাগলো সে। আচ্ছা তুমি কোন ক্লাসে পড়? –তোমাকে

তো গত ২/১ বছরে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইব্রাহিম ভয়ের মাঝেও আঁতকে উঠল, তুমি এখানে সবাইকে চেন? হ্যাঁ, এ কলেজের প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষক, স্টাফ এমনকি গাছ, ফুল, মাটি, ঘাস সব আমার চেনা। কই বললে নাতো নিজের কথা! ইব্রাহিম এবার ভয় কাটিয়ে বলতে লাগলো, আমি ইব্রাহিম, প্রাক্তন রেমিয়ান। বছর দুই হলো কলেজ থেকে বেরিয়েছি, এখন পড়ছি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। ও- আচ্ছা! ভূত এবার তার দিনলিপি শুরু করল, আমিতো সারাদিন ছাত্রদের মাঝেই থাকি, ওদের সাথে ক্লাস করি, খেলি, হইহুল্লোর করি, এ ভবন ও ভবনে ঘুরে বেড়াই। ইব্রাহিম সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি পড়াশুনা কর? মুখ কাঁচুমাচু করে ভূত বললো– ওটাই তো পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি; এজন্যই তো মা এখানে বসত গড়েছে, সারাদিন আমাকে বকে। অংকটা যেন কিছুতেই মাথায় ঢুকে না। কিন্তু আমি ভালো খেলায়াড়। ছেলেরা টিফিন টাইমে যে খেলা করে, আমিও ওদের সাথে খেলি। ক্রিকেট খেলার সময় ওরা ছক্কা মারলে আমিই তো বাউন্ডারি পার করে দিই। কেন, গতবার DRMC যখন ফুটবলে Inter College Tournament জিতেছিলো, গোলটা আমিই দিয়েছিলাম। ইব্রাহিম এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মনে মনে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। কেননা, সে নিজেও ভালো ফুটবল খোলোয়াড় ছিলো। কিন্তু এখন মনের মধ্যে খুঁতখুঁতে ভাব হচ্ছে– গোলগুলো কি তার নিজের না DRMC ভূতের!! আচ্ছা ইবু, ই.... ই.... ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কি DRMC এর চেয়ে বড়? ওখানকার ছাত্র-শিক্ষক কি এখানকার মতো? ইব্রাহিমের চোখে পানি এসে গেল– কী যে বল না ভূত? কোথায় DRMC আর কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। আমি সেই ক্লাস থ্রিতে এখানে ভর্তি হয়েছি। এখানকার আলো, বাতাস আর শিক্ষকদের আদর– শাসনেই আমি আজ একজন আদর্শ রেমিয়ান। মায়ের পরে DRMC আমার দ্বিতীয় মা, এখানকার মাটি, গাছপালা, মাঠ, ক্লাসরুম আমার সেকেন্ড হোম। DRMC এর সাথে কারো তুলনাই চলে না। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল, মনে হয় মা ফোন করেছে। ইব্রাহিম মোবাইল screen এ মায়ের ছবিটা দেখলো। বলল, রাত ১২ টা বাজে। ঘরে যেতে হবে। তুমি মন খারাপ করো না ভূত। আর মাত্র কয়েকটা দিন। স্কুল খুব শীঘ্রই খুলে যাবে। ১ জানুয়ারি নতুন বই দিবস। হুম, ভেজা চোখে ভূত বললো, তোমার সাথে আলাপ করে অনেক ভালো লাগলো ইবু রেমিয়ান। আমারও বিদায় নিতে হবে, বলল DRMC ভূত। হঠাৎ পিছু ডাকে ইব্রাহিম ফিরে তাকালো, ভালো থেকো রেমিয়ান– আমার কথা মনে রেখো। আর যেখানেই থাকো, যেভাবেই থাকো রেমিয়ানদের সম্মান বজায় রেখো।

প্রাজ্ঞ প্রতিম দত্ত
কলেজ নং: ১৩৪০৭,
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: চ (প্রভাতি)

আমার মুজিব

একটি মানুষ একটি দেশ,
প্রিয় বঙ্গবন্ধু, প্রিয় বাংলাদেশ

মুজিব মানেই সাহস, মুজিব মানেই চেতনা। শেখ মুজিবুর রহমানের সাহস, সংগ্রাম, চেতনা, দুরদর্শিতা শুধু তাকে নয়, ধন্য করেছে এদেশকে, ধন্য করেছে এ জাতিকে। তাই জাতির জনককে হৃদয়ে উপলব্ধি করার মাধ্যমে অন্তরে জেগে ওঠে দেশপ্রেম, তৈরি হয় সাহস। দেশের স্বাধীনতা, মানুষের মুক্তির জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। তাই হৃদয়ে মুজিবকে উপলব্ধি করতে পারলে মনে জেগে ওঠে সৎসাহস, তৈরি হয় দেশের সেবা করার জন্য এক নতুন অনুভূতি। এটাই হল মুজিবকে উপলব্ধি করার প্রেরণা। বঙ্গবন্ধুকে সবাই অনুভব করে এ দেশকে দেখে। তাই, আমরা সবসময় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা সুন্দর, দুর্নীতিমুক্ত জাতি গড়ার চেষ্টা করব; এটাই হবে আমাদের প্রত্যাশা।

জে.এম. রাফি রহমান
কলেজ নং: ১৩৮৯১,
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

স্বপ্নের মেট্রোরেল

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান স্বপ্নের মেট্রোরেল। রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম পদক্ষেপ হলো মেট্রোরেল। ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট তথা মেট্রোরেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন লাভ করে। ২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমআরটি-৬ এর স্টেশন ও উড়ালপথ নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২০১৭ এর ২ আগস্ট। এই মেট্রোরেলের ১২টি স্টেশন থাকবে মাটির নিচে ও ৭টি থাকবে উড়াল সেতুর উপর।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পরিবহনের ধরন	:	দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যাবস্থা
লাইনের সংখ্যা	:	১ (নির্মানাধীন) ৫ (পরিকল্পিত)
স্টেশন সংখ্যা	:	১৬ (নির্মানাধীন) ৮৮ (পরিকল্পিত)
দৈনিক যাত্রীসংখ্যা	:	৬০০০০ (প্রতি ঘণ্টায়)
সম্ভাব্য চালুর তারিখ	:	২০২২
পরিচালক সংস্থা	:	Dhaka Mass Transit Company Ltd. (DMTCL)
মেট্রোরেলপথের দৈর্ঘ্য	:	২০.১ কি.মি. (নির্মাণাধীন) ১০৮.৬৪১ কি.মি. (পরিকল্পিত)
রেলপথের গেজ	:	আদর্শ গজ

বাংলাদেশের সড়কব্যবস্থায় মেট্রোরেল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ঢাকার রাস্তায় যানজট ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে মানুষের ভিড় অনেকটাই কমাতে সক্ষম হবে মেট্রোরেল। বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত দেশেই রয়েছে মেট্রোরেল সুবিধা, বাংলাদেশেও এই সুবিধা পেতে যাচ্ছে নাগরিকেরা। এটা সত্যিই খুবই আনন্দের বিষয়। এরকম একটি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে সারা বাংলাদেশ।

রাশিদুল ইসলাম আবিদ
কলেজ নং: ৮৮৩০
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: গ (দিবা)

আমার মুজিব

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" মাত্র ৪ শব্দের এই নামটি দিয়েই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ। দেশকে কে না ভালোবাসে; কিন্তু দেশের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু ভুলে যাওয়ার ব্যক্তি বিরল। তিনি কখনো নিজের জন্য ভাবেননি, ভেবেছেন দেশের জন্য, ভেবেছেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণকে নতুন করে বাঁচানোর জন্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক মহানায়ক। আমার আপনার কথায় যেখানে একজন মানুষও তার নিজের জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন না। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নিজের জন্য কোনোদিন স্বপ্ন ছিল না; স্বপ্ন ছিল দেশের জন্য এবং তিনি তা যথাযথভাবে পূরণও করতে পেরেছিলেন। এতকিছু ত্যাগের পরেও তিনি নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁকে এই ছোট্ট সুযোগটুকু দেয়া হলো না। বেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুজিবের জীবন যারা নিলেন, তারাই গড়ে তুললেন লক্ষ কোটি মুজিবের জীবন। আজ কয়েক কোটি মুজিব গড়ে উঠেছে তাঁরই পথ অনুসরণ করে। তিনি এখনও প্রত্যেক বাঙালির মনের আসনে জায়গা করে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন– "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" হিসেবে।

এইচ এম সামিন রেজা
কলেজ নং: ১৮২৩০
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

মা দিবস হোক প্রতিদিন

বৃদ্ধাশ্রমের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলার আজ জন্মদিন। সকাল থেকেই বারান্দায় বসে মাফলার বুনছেন তিনি। আজ তার খোকা আসবে যে। কিন্তু ছেলে আর আসেনি। সে এখন নতুন পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। মায়ের জন্মদিনের কথা তার মনেই নেই। সারাদিন অপেক্ষার পর রাতে ঘরে যায় বৃদ্ধা। চোখটা মুছতে মুছতে বলে, "থাক মাফলারটা না হয় আরেকদিন দিয়ে দেব। তবে মা দিবসে খোকার পোস্টগুলো কি শুধুই ছলনা ছিল?"

এম এম ফাহাদ জয়
কলেজ নং: ১৬৩৪৫
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: সি (প্রভাতি)

মা

লেপটা আরেকটু উপরে তুললাম।

"ওই ফাহাদ, উঠ না এবার! ক্লাস ধরতে পারবি না পরে।"

বেসিনে গিয়ে হাতটা দিতেই, উহ, ঠান্ডায় গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু, ওদিকে মা যে এক ঘণ্টা ধরে, এই ঠান্ডা পানি দিয়ে, তাও শুধুই আমারই জন্যে; সইতে না পেরে আমার চোখে পানি চলে এলো। অজান্তেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ও মা!"

মা এদিকে ফিরলেন।

সাবিদ ইবনে নূর
কলেজ নং: ১৭২৫১,
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

আমার মুজিব

বাংলাদেশ কথাটির প্রতিশব্দ একমাত্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন এই দেশ বিনির্মাণে। তিনি আজ নেই কিন্তু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব এখন আমাদের। তিনি তার কৈশোর থেকে তারুণ্য সর্বক্ষেত্রে দেশের জন্য তার মেধা, চিন্তন, শ্রম ও ভালোবাসার যে দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়। জাতির পিতার এই আদর্শ আমাদের মাঝে ধারণ ও লালন করতে হবে। তাকেই অনুসরণ করে শান্তি ও সমৃদ্ধে পরিপূর্ণ সোনার বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা দেশকে নিয়ে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো। বাংলাদেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের মাঝে রয়েছেন তিনি। আমার মুজিব। আমার বাংলাদশ।

সাম্য বাছাড়
কলেজ নং: ১২৯৭০,
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

ভাষাহীনের ভালোবাসা

১

যেদিকে চোখ যায়, অথৈ পানি, তার মধ্যেই ডুবে ভাসা দু-চারটি টিনের চালা। আকাশে ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ছে সেই অথৈ জলে, প্রকৃতি বিষন্ন। প্রকৃতির বিষন্নতায় যদিও প্রকৃতির ছায়ায় বসে থাকা মানুষগুলোর তেমন কিছু যায় আসে না। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বন্যায় আর তার উপর থাকা সোনালি ফসল। অনেকের বাড়িঘরের অস্তিত্বই এখন আর নেই বললে চলে, এমনকি যাদের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও বাড়িতে এসে বসার রাস্তা নেই, অর্ধেকই জলমগ্ন।

এভাবে কেটে গেল এক মাস। পানি অনেকটাই নেমে গেছে। গ্রামের আইলের ধারে বিষন্ন মনে বসে আছে বেলাল মিয়া। পরনে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি আর একটা পুরনো লুঙ্গি। লুঙ্গিতে গোঁজা কমদামি কটা সিগারেট। গ্রামের সকল অভাগাদের মধ্যে সে ব্যতিক্রম নয়। ঘরবাড়ি-গোয়াল সব বন্যায় মাটির সাথে মিশে গেছে, যে দুই বিঘে জমি ছিল তার শেষ সম্বল, তা এখন যমুনার গর্ভে হারিয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে কাটাচ্ছে মানবেতর জীবন। সরকারি রিলিফ থেকে কোনমতে পেটের চাহিদা মিটছে, তো কখনো থাকতে হয় এক বেলা অনাহারে। ক্ষুধার জ্বালায় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল, এভাবে আর কতদিন, ঢাকায় গিয়ে যদি কিছু করে খাই তবেও বেঁচে থাকি।

এভাবেই একদিন পরিবারের অমতে একাই পারি দিল ঢাকাতে। আত্মসম্মান কিছুটা বলি দিয়েই রিকশা চালানোকেই নিজের জীবিকা করে নেয় সে। ঠাঁই হয় এক বস্তিতে। সারাদিন, শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত রিকশা চালিয়ে বেড়ায়। ভাড়ার রিকশা, অর্থাৎ রিকশা মালিক অন্য একজন, দিনে যা আয় হয় তার ছয় আনা পাবে মালিক, বাকিটুকু দিয়ে নিজের কোনমতে চলে, বাকিটুকু বাড়িতে পাঠিয়ে সঞ্চয়ের খাতা রিক্ত। সারা দিন শেষে ক্লান্তি ঘিরে ধরে তাকে, চলে যায় ঘুমের দেশে, ক্লান্তি কেটে উঠতে না উঠতেই ভোর বেলা আবার বেরোতে হয় জীবিকার তাগিদে।

একদিন এক অফিসার অফিসের উদ্দেশে তার রিকশায় উঠল, মিটিং এর আর বাকি খুব বেশি হলে দশ মিনিট। কিন্তু অফিস এখনও

বহুদূর। সামনে সিগনাল। সিগনাল না পেরোলে হয়ত আজ অফিসার সাহেবের চাকরিই চলে যাবে। তিনি ট্রাফিক পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সিগনাল পার হয়ে যেতে বললেন। বেলাল মিয়া বলল "স্যার, এই সিগনাল কোনভাবেই পার হতে পারব না। ট্রাফিক আটকায়া রাখব।" চাকরির ভয় বলে কথা, অফিসার সাহেব তথাকথিত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বাপ-মা তুলে বিভিন্ন জন্তুর বাচ্চা বলে গালি দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। নিরুপায় বেলাল শেষমেশ উপায় না পেয়ে ট্রাফিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে যেই সিগনাল পার হতে গেল, অমনি ট্রাফিক এসে গালে কশা একটা চড় মেরে গেল, রিকশা আটকে রাখল, আর লাইসেন্স না থাকায় জরিমানা করল। আর এই হট্টগোলে ঐ অফিসার সাহেব নিজের চাকরি বাঁচাতে ভাড়া না দিয়েই দৌড়ে অফিসের দিকে ছুটে গেল। দেড় ঘণ্টা রিকশা আটকে রাখার পর ট্রাফিক পুলিশ তাকে যেতে দিল, তবে অশ্রাব্য ভাষায় কিছু গালি দিয়ে, নিজের মনের ক্ষুধা মিটিয়ে। ঐ দিন জরিমানা দিয়ে মোটে আয় থাকলো দশ কি বার টাকা। বস্তির পাশের টং এ এক কাপ চা আর রুটি খেয়েই কাটিয়ে দিল। টং এর মালকিন আপা আর আরও কিছু বস্তির মানুষের মধ্যে দিনের সেই বাজে ঘটনাগুলো খুলে বলল, কেউ সহমর্মিতা দেখাল, তো কেউ না শুনার ভান করল।

২

সকাল সাতটা কি আটটা, শীতের শুরু, বেলাল বসে আছে বস্তির পাশের টং এ। সকালের নাস্তা আজ এখানেই। টেবিল এর ধারেই বসে আছে মেটে রঙের একটা নেড়ে কুকুর। গায়ে ময়লা, খেতে পায়না তা দেহের শুকনো লোম আর চামড়ার মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান হাড্ডিগুলোই বলে দেয়। নিজের শত অভাব থাকলেও বেলালের কেন যেন একটা মায়া জন্মায়, নিজের পকেটে থাকা ৫টাকার কয়েনটা দিয়ে একটা বন রুটি কিনে খেতে দেয় কুকুরটাকে। কুকুরটা গোগ্রাসে তা খেতে থাকে; সাধারণত এই জীবটি মাংসাশী, তবুও খাদ্যের অভাব যেন তার কাছে এক টুকরো রুটিকেই অমৃত বানিয়েছে। কুকুরটি খেতে থাকে, অন্যদিকে বেলাল তার রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

দুপুর হতে হতেই মেঘ আকাশে ঘনিয়ে আসে। শীতের শুরু হলেও আবহাওয়া ছিল ভ্যাপসা। প্রকৃতি যেন মেঘের স্পর্শে তার সমস্ত উত্তাপ ছেড়ে দেয়। একটু পরেই টাপুর টাপুর, তারপর ঝুমঝুম করে শুরু হয় বৃষ্টি। ফাঁকা রিকশা নিয়ে বেলাল তার সেই টং ঘরেই ফিরে আসে। ভরদুপুর, টং ঘরে মালকিন আর তার ভাতিজা, যে তার সকল কাজের কাজি, তাছাড়া আর কেউ নেই। সারা সকালের কঠোর পরিশ্রমের পর বৃষ্টি আর সুশীতল হাওয়া যেন সবার আত্মাকেই একরকম স্বর্গসুখ দিচ্ছিল, বেলাল ও ব্যতিক্রম নয়।

হঠাৎ কোনদিক থেকে যেন সকালের সেই নেড়ে কুকুরটা ফিরে আসলো। এসেই বেলাল মিয়া যে বেঞ্চে বসা তার পায়া ঘেঁষে বসে পড়লো, লেজ সজোরে নাড়ছে, যেন আদর চাওয়ার অভিব্যক্তি। প্রথমে বেলাল মিয়ার মুখে একটু বিরক্তির ছাপ আসে, পরে কুকুরটার ঐ মায়াবী চোখ যেন বিরক্তির অনুভূতিকে ধুয়ে নিয়ে যায়, যেমনটা বৃষ্টি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পথের ধুলোগুলোকে। অগত্যা বেলাল মিয়া টং দোকানের ছোকরাটাকে ডেকে বললো, "কয়েকটা বিস্কুট এনে দে, এই নে ১২ টাকা; হ্যাঁ, সাথে আরেক কাপ চা দিস"।

-জি মামা, আনতেয়াছি।

বৃষ্টি থেমে আসছে, লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে, কুকুরটাকে এবারও একটু কিছু খাইয়ে সিটের নিচ থেকে পলিথিনের ক্যাপটা বের করে আবার রিকশা নিয়ে বেলাল ছুটে চলল।

৩

ছয় মাস কেটে গেছে, ঢাকা শহরে বেলাল অনেকটাই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বাড়িতে দিয়ে থুয়ে, টাকা পয়সা মোটামুটি হয়েছে, অন্তত পেট চলার মত, নিজের ও পরিবারের। কুকুরটা বেলালের আরও আপন হয়ে এসেছে, সকাল বেলা টং এ নাস্তা করার সময় হলেই কুকুরটা এসে অপেক্ষা করে, কোনদিন মন ভালো থাকে তো ওকে খেতে দেয়, কোনোদিন দেয় না। এভাবে দিন চলছে, হঠাৎ একদিন পাশের ঘরের জমিরের কাছ থেকে দারোয়ানের চাকরির প্রস্তাব আসলো, ঠিক যে বস্তিতে থাকে, তার পিছের আবাসিক এলাকার একটি বিল্ডিং-এ। রিকশা চালানোর চেয়ে সহজ, তবে বেতন কম, তবে তিন বেলা খাবারের নিশ্চয়তা আছে বটে। রিকশা চালানো ছেড়ে দিয়ে বেলাল এবার দারোয়ানের চাকরিই নিলো।

বিল্ডিংটা শহরের অন্য আর আট দশটা বাড়ির মতোই, কেবল ফ্যামিলির জন্য, বাস চাকুরিজীবীদের। এখন আর তার নাস্তা করতে টং এ যাওয়া হয় না, তিন বেলার খাবার বাড়ির মালিকই দেয়। কুকুরটার সাথেও আর দেখা হয় না। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা গেটের পাশে চেয়ার নিয়ে আপন মনে বেলাল মিয়ে পকেট থেকে বিড়ি নিয়ে টানা শুরু করেছে, অমনি কুকুরটা হাজির, প্রভুভক্তির মায়াজাল যেন তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। চোখে মুখে ওর একটা খুশির ভাব, লেজ নেড়ে আদরের আবদার করছে। বেশ কিছুদিন পর পেয়ে বেলাল মিয়াও কিছুটা খুশিই হলেন, একটু হাত ও বুলিয়ে দিলেন। কুকুরটা এরপর যেন ওই বাড়ির সামনে থেকে আর নড়ে না, কুকুরটা একরকম বেলাল এর পোষ্যতেই পরিণত হল।

দিনকাল ভালোই কাটছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন বিল্ডিং এ একটা চুরি হলো। চার তলার একটা ইউনিটের থেকে সাত ভরি সোনা নিখোঁজ! প্রশ্ন উঠলো দারোয়ান কী করছিল। কিন্তু চোর যদি এতই বোকা হতো তবে সে চুরি করতেই পারতো না, দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করাই তার জীবিকা বটে। সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা হলো। চারতলার বাসিন্দা যখন বাসা থেকে তালা দিয়ে বের হয়, বেলাল মিয়া ঠিক তার কিছু সময় পরই কী কাজে যেন ছাদে গিয়েছিল, গেট ছিল অরক্ষিত, কিন্তু তাকে যখন চারতলার সিঁড়িঘর পার হতে সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়, তার কিছুক্ষণ পরের ফুটেজেই দেখা যায় কে যেন ক্যামেরার

লেন্সটা কালো কাপড়ে মুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত দোষ বেলালের উপরই চাপানো হলো। সাদাসিধে নির্দোষ বেলাল ফেঁসে গেল। তার থাকার ঘরে তল্লাশি হলো, কিছুই পাওয়া না গেলেও সন্দেহের তীর যেন পিছু ছাড়লো না। বাড়িওয়ালা চড় তুলতে উদ্যত হয়ে বেলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে যেন চড় বসিয়েই দেয় আর গড়গড় করে জিজ্ঞাসা করতে থাকে "সোনাগুলা কই রেখেছিস?" চারতলার বাসিন্দা, সেই বড় সাহেব মারধরই শুরু করলেন। সাথে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও চলছে সমানতালে। বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেও কোনো লাভ হলো না, এলাকার লোক জড় হয়ে গেল, এলাকার নেতা গোছের একজন এসেও চোখ রাঙিয়ে বলল "সোনাগুলা কই রেখেছিস হারামি?" বলে সজোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

-স্যার আমি কিছু করিনি খোদার কসম!

-তুই বলবি নাকি পুলিশের লকাপে গিয়ে পেদানি খেয়ে বলবি?

-না স্যার!

-ভালোভাবে বলে দে নাইলে আজ তোর শেষ দিন, হারামজাদা!

অনেকক্ষণ পর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে আসলো। কিন্তু বেলালকে কাজ থেকে বের করে দেয়া হলো, সাথে এলাকায় যেন আর কোনোদিন তাকে দেখা না যায় সেই মর্মে কসম খেতে হলো। এক মাসের বেতনও কেটে নেয়া হলো। মামলার হাত থেকে কোনোমতে বেঁচে গেল, তবুও সেজন্যে পঞ্চাশ বার কান ধরে উঠবস করিয়েছে এলাকার লোকেরা। লজ্জায়, দুঃখে কষ্টে অপমানে তার আর এ শহরে থাকতে ইচ্ছা করলো না। যেদিকেই তাকায় দেখতে পায় মানুষ ফিসফিস করে যেনো তার দিকে আঙ্গুল তুলে অন্যদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে সে একজন চোর। হাতে থাকা কিছু টাকা নিয়ে সে কোনোমতে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাল সকালে।

ভোরবেলা সে বাক্স পেট্রা বেঁধে বেরিয়ে যাবে এমন সময় হাজির সেই কুকুরটা। বলা হয় কুকুর অতি বুদ্ধিমান, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না, সে যেন বুঝে গেল, এই দেখাই হয়তো শেষ দেখা। কুকুরটা বেলালের অনেকক্ষণ পিছু নিল, একদম চিপা গলিটার শেষ মাথা পর্যন্ত, একসময় ভে-উ করে একটা করুণ সুর করে থেমে গেলো। বুঝতে বাকি রইল না, এ শহর যান্ত্রিকতার, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়াও চুরির অভিযোগে এনে এই শহরের মানুষেরাই একজনকে আরেকজনকে বাবা মা তুলে যথেচ্ছা গালি দিতে পারে, ট্রাফিক ইচ্ছামতো থাপড়াতে পারে তবুও ভাষাহীন এই জীবগুলোই যেন আক্ষরিক অর্থের মনুষ্যত্বকে ধরে রেখেছে।

মোঃ আশিকুজ্জামান আশিক
কলেজ নং: ১৮২৭০
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

স্বাধীন বাংলা

খুব জোরেই নৌকা বাইছেন মাঝি রহমত মিয়া। তবুও যেন ঠিক দ্রুত হচ্ছে না। রুবেল বার বার বলছে, "রহমত ভাই, আরেকটু জোরে, আরেকটু তাড়াতাড়ি।" ভোর হওয়ার আগেই ঘাটে ফিরতে হবে; কমান্ডারের নির্দেশ।

আর রুবেল, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতোই গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা। দেশে এখন মার-মার কাট-কাট অবস্থা। সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে। আর জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে যে যার নিজ নিজ এলাকায়। রুবেল ও তার নিজ গ্রাম শিমুলতলীর দিকে চলেছে। ছোট্ট খালটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে শৈশব আর কৈশোরের রঙিন দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর। এই মধুমতী খালে ও আর ওর বন্ধুরা কত যে সাঁতার কেটেছে, মাছ ধরেছে, ভেলা বানিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সব মনে আছে ওর। পাশের ধানক্ষেত গুলোর মাঝের সরু আলপথে রঙিন ঘুড়ি নিয়ে কত যে ছুটোছুটি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সন্ধ্যাবেলা ওদের গ্রামটা যেন আলোর-আঁধারির এক রহস্যময় জগতে ঢেকে যেত। অনেকদিন পর গ্রামে ফিরতে ফিরতে পুরনো সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা ভাবছিল রুবেল। ৭১ সালে হঠাৎ করেই গ্রামটা যেন বদলে গেল। ভিনদেশি কতগুলো মানুষ ওদের শান্তিপূর্ণ গ্রামটিতে শুরু করল দানবীয় উৎপাত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এ সংগ্রাম পৌঁছে গেছে শিমুলতলীতেও। প্রত্যেকে যেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছে।

যাইহোক, ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘাটে পৌঁছাল রুবেল। রহমত মিয়াকে দাম দিতে গেলে নিলেন না। বললেন, "তোমরা জীবন বাজি রাইখা দ্যাশের লাইগা যুদ্ধ করতাছ, তোমাগো কাছ থাইকা বাড়া নিমু না।" রুবেলের মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। বলল, "আপনার সংসারটাও তো চালাতে হবে।" তাড়াতাড়ি ভাড়া দিয়ে রুবেল চলে আসল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে।

কমান্ডার রুবেলকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, "রাস্তায় কোনো বিপদ হয়নি তো?" "না, কমান্ডার" জবাব দিল রুবেল। "এসো

ভিতরে এসো।" ভিতরে গিয়ে তো রুবেল হতবাক। তার মনির চাচা, কালাম ভাই, মতিন মিয়া সবাই তো আছে। গ্রামের এই শান্তি প্রিয় মানুষগুলোও তাহলে যুদ্ধ করছে? এরা তো কখনো বুলেট দেখেনি? ছুঁয়ে দেখেনি রাইফেল? তাহলে কীসের টানে সবাই যুদ্ধে এসেছে? বুঝতে বাকি থাকে না ওর। যে শক্তির মায়াবী যাদুতে গ্রামের এই নিরীহ লোকগুলো লাঙল-জোঁয়াল ফেলে হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছে সে যাদু নিশ্চয়ই সামান্য কিছু নয়।

অন্যদিকে শিমুলতলীর পাশ্ববর্তী গ্রাম বকুলতলীতে ঘটে চলেছে সব অদ্ভুদ কাণ্ড। গ্রামে তো কোনো মুক্তিবাহিনী নেই; তাহলে মাঝে মাঝেই পাকিস্তানিদের ওপর টুকটাক হামলা হচ্ছে কীভাবে? বকুলতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র রিয়াদ, মিজান, সজীব, শিমুল সবাই কিশোর। দেশের এই অবস্থা তাদের কিশোর মনে আঘাত করেছে। জাগিয়ে তুলেছে দেশপ্রেম।

ছাত্রদের নেতা রিয়াদ। ওর বাবা বাঙালি রেজিমেন্টের সৈনিক। তাই রাইফেল আর বোমা সম্বন্ধে ওর বেশ ধারনা আছে। একদিন ওরা মধুমতীর তীরে ঘুরতে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আলো আঁধারির মাঝে দেখেছে পাকিস্তানিদের নৃশংসতা। সেখানে একজন মিলিটারি আর দুজন রাজাকার ছিল। আর ওরা তো চারজন। হঠাৎ রিয়াদ বলল, তোরা যা তো একটা লাঠি আর ইট নিয়ে আয়। এরপর সবাইকে বলল "শোন সজীব আর শিমুল তোরা আচমকা গিয়ে ওই মিলিটারি কুত্তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বি। আমি আর মিজান দেখছি রাজাকার ব্যাটাদের।"

ভয় কাকে বলে যেন ভুলে গেল ওরা। ওরা না বীরের জাতি? ওরা না জীবন দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে? ওরা পারবে না তো কে পারবে? পারতেই হবে ওদের। কথামতো শিমুল আর সজিব গেছে মিলিটারির দিকে। শিমুলের ইটের আঘাতে মিলিটারির রাইফেল গেল পড়ে। তখনি সজীবের সজোরে লাঠির আঘাত। কিছু বুঝার আগেই মিলিটারি অজ্ঞান। ওদিকে রিয়াদ আর মিজান খালের পানিতে রাজাকার ব্যাটাদের সাথে ধস্তাধস্তি করে ঠেকিয়ে রেখেছে। এখন চারজন মিলে ধরল দুজনকে। কিছুক্ষণ হাত পা নেড়ে সব চুপ। বিজয়ের হাসি ফুটে উঠলো সবার মুখে। রাজাকারদের কাছে একটা আর মিলিটারির একটা মোট দুইটা রাইফেল এখন ওদের। সাথে কিছু বুলেট। এই দিয়ে চলে ওদের আক্রমণ।

এই ছেলেদের কথা শুনে ছিলেন কমান্ডার খালেদ। ওদের সাহসিকতায় তো কমান্ডার মহাখুশি। নয়টার আগেই ছেলেদের ক্যাম্পে ডেকেছেন কমান্ডার। আক্রমণে ওরাও সহযোগিতা করবে। পাকবাহিনী সংখ্যায় ভারি আর মুক্তিযোদ্ধারা মাত্র ষোলজন। তবুও আক্রমণ না করে উপায় নেই। গ্রামটাকে বাঁচাতে চাইলে আক্রমণ করতেই হবে। ইদানীং তারা গ্রামের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে ক্যাম্পে পাঠাচ্ছে। বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছে। তাই কমান্ডারের এই সিদ্ধান্ত।

যুদ্ধের আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কমান্ডার সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দুই দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ হবে। একটা দলের নেতৃত্ব দিবেন কমান্ডার নিজে। রিয়াদ আর মিজানও আছে এই দলে। অপর দলের নেতা রুবেল। সজীব শিমুল এই দলে থাকবে। রিয়াদ, মিজান, সজীব আর শিমুলের কাজ হলো বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র এগিয়ে দেয়া।

রাতের বেলা দশটার দিকে তারা দুই দলে ভাগ হয়ে দুই দিকে অবস্থান নিল। তার আগে শপথ নিল পিছু না হটার আর জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার। পাকিস্তানি হানাদাররা তখন নেশায় মত্ত। চলছে তামাশা আর ফুর্তি। এমন সময় কমান্ডারের শিস শুনতে পেল রুবেল। পজিশন নিয়ে একটা বোমা নিক্ষেপ করল পাকিস্তানি ক্যাম্পে। বোমার আঘাতে অর্ধেক সেনা আহত আর নিহত হলো। বাকি অর্ধেক শুরু করল তুমুল যুদ্ধ। ওরা তো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোক। কিন্তু বাঙালিও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। অনেকক্ষণ গোলাগুলির পর ফজরের আযানের আগে শেষ মিলিটারিটি পৃথিবী থেকে চলে যায়।

তবে শহিদ হন কমান্ডার খালেদ আর মতিন মিয়া। আহত হয় রুবেল, রিয়াদ আর সজীব।

স্বাধীন হয় বাংলার ছোট একটা অংশ। এভাবেই টুকরো টুকরো যুদ্ধে স্বাধীন হয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

এইচ এম সামিন রেজা
কলেজ নং: ১৮২৩০,
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

গোল্ডেন এ প্লাস

গোল্ডেন এ প্লাস কথাটি আমাদের সমাজে একটি অতি পরিচিত বিষয়। এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় ধরনের মানুষের কাছেই সমানে পরিচিত। এর গুরুত্ব এতই যে নিরক্ষর মানুষটিও লোকমুখে শুনতে শুনতে এর অপরিহার্যতা অনুধাবন করতে পারে। কোনো দেশের জন্য সোনা, রূপা, হীরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মূল্যবান আমাদের দেশেও গোল্ডেন এ প্লাসের মূল্য তার থেকে কম নয়।

বিশ্বের সকল দেশেই লেখাপড়ার পদ্ধতিতে কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। জাপানে স্কুলগুলোতে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয় যে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকেই সকল নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসহ প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে। সেখানকার স্কুলগুলোতে ঘুমানোরও ক্লাস হয়। স্কুলের জন্য আলাদা করে পরিচ্ছন্ন কর্মী রাখতে হয় না। শিক্ষার্থীরাই নিয়মিত স্কুল পরিষ্কার করে পরিপাটি রাখে। তাদের বিশ্বাস এ ধরণের কাজ শিক্ষার্থীদের মনে স্কুলের প্রতি সম্মান তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রে কোনো শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে পড়বে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা কোন বিষয়ে তা বের করে তাকে সে বিষয়ে পড়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও একটি আলাদা ধাঁচ আছে। এখানের পড়াশোনার মূল আকর্ষণ হলো যে এদেশে পরীক্ষাগুলোকে যুদ্ধে রূপান্তর করার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার হলের বাইরের দৃশ্য দেখেই বোঝা যায় যে এক রণক্ষেত্রে অবস্থান করছি। শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবার চোখ-মুখে শুধুই হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ। কিছু কিছু যোদ্ধা আবার যুদ্ধে নামার আগে শেষবারের মতো অস্ত্রগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে। তারই মাঝে একদল সাংবাদিক আবার যুদ্ধ পরিস্থিতি ধারণ করার চেষ্টা করছে। এ যে এক বিশাল ব্যাপার। কেউ চোখে না দেখলে এ যুদ্ধে নামার আগের দৃশ্য কখনোই বুঝতে পারবে না।

জগৎ সংসার যে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। ৩০০ মিলিয়ন শুক্রাণুকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েই প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসার টিকেট পায়। আর একবার এখানে আসলে একের পর এক প্রতিযোগিতা তো লেগেই থাকে। তবে অন্যান্য দেশের লোকজন প্রতিযোগিতায় নামার জন্য যে সময়টুকু পায় আমাদের দেশে তার অবকাশ নেই। কারণ আমাদের দেশে যে রয়েছে অগণিত অতি উৎসাহী অভিভাবক। তাদের মতে শৈশবে বাচ্চারা মাটির মতো থাকে। তাদের যে ছাঁচে ফেলবে সেই ছাঁচের-ই আকার ধারণ করবে। তাই জগৎ সংসারে একবারে অনভিজ্ঞ, ভালো-মন্দ বুঝতে না পারা শিশুটিকেই সর্বপ্রথম যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো অভিভাবক ভাবেন না যে মাটি যে অতি নরম বস্তু। মাটিতে আঘাত করলে মাটিও যে ব্যথা পায়, ভার চাপিয়ে দিলে মাটিও যে দেবে যায়। কিন্তু তার ব্যথার কথা বলতে পারে না কাউকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আজকাল গ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রথম স্কুল হলেও শহরে সে জায়গা দখল করে নিয়েছে কিন্ডারগার্টেন। শহরের ভদ্র সমাজের অধিকাংশ অভিভাবকই তাদের সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে কিন্ডারগার্টেনে দিতে পছন্দ করেন। এ দৃশ্য শহরের অতি সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তবে শহরে থেকেও অনেক অভিভাবক এমন আছেন যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপরেই আস্থা রাখছেন। কিন্তু আরও কিছু অতি উৎসাহী অভিভাবক আছেন যারা তাদের সন্তানকে মোটামুটি হাঁটতে চলতে পারলেই ভর্তি করে দেন কোচিং-এ। হাতেখড়ির কোচিং, সুন্দর হাতের লেখার কোচিং-এ একটি শিশুর খেলার সময়টুকু ব্যয় করার অতি উত্তম উপায় বলে মনে করেন তারা। কিন্তু শৈশবে গাড়ি, পুতুল নিয়ে খেলার বয়সে একটি শিশু কোচিং সেন্টারে দৌড়ানোর কারণে যে যান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

একটি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে পাঠ্যসূচির চেয়ে পাঠ্যসূচি বহির্ভূত বিষয়গুলো শিশুটি দ্রুত আয়ত্ত করে। সেখানে শিশুটির নতুন বন্ধু হয়, শিশুটি গল্প করতে শেখে, টিফিন ভাগ করে নিতে শেখে আরও শেখে দুষ্টুমির নতুন নতুন উপায়। এভাবেই শিখতে শিখতে বেড়ে ওঠে শিশুটি। কিছুটা বাস্তবতা শেখে, কিছুটা অভিনয়ও। ধীরে ধীরে শিশুটি লেখাপড়ার গুরুত্বটাও বোঝে। এ পর্যায়ে তার জগৎ সংসারের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সমাপ্তি ঘটে। তার সামনে হাজির হয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা। অভিভাবকের পাশাপাশি এবার শিক্ষার্থীরও উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে তুঙ্গে। শিক্ষার্থী রাত জেগে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্টের আশায়। ফলাফলও ভালোই আসে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সে পা রাখে মাধ্যমিকে। শিশু থেকে উপনীত হয় কৈশোরে। কিন্ত মাধ্যমিকে এসে একটি ধাক্কা খায় সে। যে সমাপনী পরীক্ষার জন্য সে দিন-রাত এক করে পড়েছে তার নাকি কোনো গুরুত্ব নেই। সমাপনী পরীক্ষা নাকি শুধুই একটি প্রস্তুতি পর্ব ছিল। তার সামনে আসছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জেএসসি পরীক্ষা। এ পরীক্ষার অনেক গুরুত্ব। মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে হলে এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতেই হবে। আর বর্তমান যুগে গোল্ডেন এ প্লাস ছাড়া

তো অবকাশ-ই নেই। এবারও মন দিয়েই লেখাপড়া করে শিক্ষার্থী। কিন্তু উৎসাহ সমাপনী পরীক্ষার চেয়ে কিছুটা কম। কারণ এত দিনে সে বুঝে গেছে এদেশে পরীক্ষার প্রস্তুতির চেয়ে পরীক্ষার ফলাফলটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার জন্য কে কেমন প্রস্তুতি নিল, কে কতটুকু পাঠ্যসূচির বিষয়গুলোকে জানল, কতটুকু বুঝলো আর কতটুকু-ই বা বাস্তবজীবনে ব্যবহার করতে পারলো তা বিবেচ্য নয়। মুখ্য হলো কে কেমন রেজাল্ট করলো। তাতে অসদুপায় অবলম্বন করতে হলেও খুব একটা দোষ হয় না। এদেশে কোনো কিছু জানার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও ভালো ফলাফলের জন্য গোপন রাস্তার অভাব নেই। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা যেন পরীক্ষার সাথে জড়িত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সংক্রমণ বর্তমানে বোর্ড পরীক্ষা ছাপিয়ে বুয়েট, মেডিকেল, ভার্সিটিতেও চলে গেছে। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও এর পুরোপুরি নিরসন করতে পারছে না। কারণ প্রশ্ন তৈরি, ছাপানো, কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার মাঝে একজন থেকেই যায় যার কাছে নৈতিকতার চেয়ে প্রশ্ন ফাঁস করে পাওয়া অর্থ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর সে ব্যক্তিও জানে যে এদেশে জ্ঞানের মূল্য নেই। মূল্য আছে শুধু ঐ তিন ঘণ্টা সময়ে লেখা খাতাটির উপরের নম্বরের। সুতরাং নম্বর পাওয়ার কাজ সহজ করতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে প্রশ্ন দিয়ে দিলে ক্ষতি কী? তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় সেটা কখনো তাদের মাথায়ই আসে না। অল্প বয়সেই নষ্ট হয়ে যায় তাদের নৈতিকতা। এভাবে নৈতিকতার কিছুটা অবনতি ঘটিয়ে শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তারও অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। এরপর যখন তার সামনে আসল বড় পরীক্ষা এসএসসি আসে তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উৎসাহ নামক জ্বালানি তার যেমনি কমে যায় তেমনি রুক্ষ বাস্তবতার প্রতিনিয়ত আঘাতে সে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো এখানে হাতে-কলমে শেখার চেয়ে গ্রন্থগত বিদ্যাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদেশের শিক্ষার্থীদের মুখস্ত শক্তিও বেশ প্রখর। রসায়নের সমীকরণ, পদার্থবিজ্ঞানের অঙ্কসহ ব্যবহারিক খাতার বিষয়বস্তুও তারা দাঁড়ি, কমাসহ মুখস্থ করে ফেলে। প্রমথ চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন, "এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলধঃকরণ করতে পারবে।" তবে হাতে-কলমে শিক্ষার প্রতি যে কারোরই আগ্রহ নেই তা বললে ভুল হবে। কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা গাইড বই না পড়ে পাঠ্যবইকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, রসায়নের সমীকরণ মুখস্থ না করে নিজে নিজে বের করার চেষ্টা করে, পদার্থবিজ্ঞানের ঘটনাগুলো বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করে সত্যতা যাচাই করে। কিন্তু যখন পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন শোনে প্রশ্নটি ওমুক গাইডের ওমুক নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে তখন সেও তার ধ্যান-ধারণা বদলে গলধঃকরণ করা শুরু করে। থ্রি ইডিয়টস সিনেমার আমির খানকে দেখে হয়তো অনেক শিক্ষার্থীই অনুপ্রেরণা পায়। কিন্তু গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার জন্য তারা শেষ পর্যন্ত চতুর রামলিঙ্গনে পরিণত হয়।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় দিক হলো এখানে স্বপ্নগুলোকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, "Most people die at 25 and aren't buried until they're 75." কিন্তু এদেশের শিক্ষার্থীদের মৃত্যু হয় ১৫ বছর বয়সেই। তাদের মৃত্যু হয় তাদের স্বপ্নকে মেরে ফেলার মাধ্যমে। সব মানুষই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। স্বপ্ন একজন মানুষের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনের জ্বালানি হয়ে কাজ করে। প্রত্যেকটি মানুষই লেখাপড়ার পাশাপাশি এমন কিছু কাজ করতে ভালোবাসে যেখানে সে তার প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায়। সেই কাজটা নিয়েই সে নিজের মনে গড়ে তোলে স্বপ্নের তাজমহল। হয়তো কেউ গান গাইতে ভালোবাসে, কেউ নাচতে ভালোবাসে, কেউ ছবি আঁকতে ভালোবাসে, কেউ লিখতে ভালোবাসে আবার কেউ ভালোবেসে খেলাধুলা। কিন্তু বাজারমূল্য না থাকায় আর গোল্ডেন এ প্লাস পেতে সহায়ক না হওয়ায় এসব স্বপ্নগুলো অকর্মণ্যের কাজের স্বীকৃতি পায়। গান গাইতে পারা ছেলেটিকে গিটার কিনে দেওয়া হয় না পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে। লিখতে ভালোবাসা ছেলেটির কাজও অনর্থক উপাধি পায়। আমাদের দেশের মানুষ আর যাই হোক সমালোচনা করতে ছাড়ে না। বাংলাদেশ কোনো খেলায় পরাজিত হলে তারা খেলোয়াড়দের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিশ্বমানের খেলোয়াড় চাই আমরা। কিন্তু সন্তান যেন বিকেল বেলায় খেলতে না পারে তাই তাকে কোচিং-এ দিয়ে দেই সেই সময়ে। আমরা দেশে আইয়ুব বাচ্চু চাই, হুমায়ূন আহমেদ চাই, সাকিব আল হাসান চাই। কিন্তু নিজের সন্তানকে তা হতে দিতে চাই না। কারণ স্বপ্নের যে মূল্য নেই আমাদের কাছে। মূল্য আছে শুধু গোল্ডেন এ প্লাসের।

গোল্ডেন এ প্লাসের যে গুরুত্ব রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গোল্ডেন এ প্লাস ছাড়া ভবিষ্যতে বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা কষ্টকর। চাকরির ক্ষেত্রেও ধুঁকতে হয় গোল্ডেন এ প্লাসের অভাবে। তবে আমাদের দেশে গোল্ডেন এ প্লাসের গুরুত্ব একটু বেশিই। এখন একে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বলেন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। প্রতি বছর ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যেমন শিক্ষার্থীদের উল্লাসের ছবি দেখা যায় তেমনি ভিতরের পাতায় থাকে গোল্ডেন এ প্লাস না পাওয়ায় কোনো শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার খবর। গোল্ডেন এ প্লাস না পেলে পরিবার ও সমাজ থেকে এক রকম বহিষ্কৃত হয় সে। সকলেই একবার আড়চোখে তাকায় তার দিকে। অন্যের কথার তীর এমন রূপ ধারণ করে যে শিক্ষার্থীটি জিন্দা লাশ হয়ে যায়। তার কাছে ব্যর্থতার সার্টিফিকেট নিয়ে বেড়ে ওঠার চেয়ে মরে যাওয়া সহজ মনে হয়। এভাবেই আমরা নষ্ট করে দেই একজন

শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। কেউ কি বলতে পারবে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীটি ভবিষ্যতে বড় কিছু করতে পারতো না? কেউ পারবে না। তাহলে কেন আমরা একটি গোল্ডেন এ প্লাস দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করি। হয়তো সে পড়াশোনায় ভালো না কিন্তু অন্য কোনো বিষয়ে ভালো। হয়তো সে বিষয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। আমরা এভাবে ভেবে দেখি না। আমরা স্বপ্নকে মেরে ফেলি কিন্তু আত্মার মৃত্যুর কথা ভাবি না। আমরা সবাই সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাই কিন্তু সন্তান কী হতে চায় তা জিজ্ঞেস করি না। যে গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার জন্য স্বপ্নের মৃত্যু ঘটাতে হয় তা কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে না। যে গোল্ডেন এ প্লাস না পেলে কোনো শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে তা কখনো ভবিষ্যৎ নির্ধারক হতে পারে। আসুন, আমরা সবাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই। লেখাপড়াটাকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে তুলি। তাদের উচ্চশিক্ষা নয় সুশিক্ষা দেই। যাতে তারা মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশের ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারে।

মোঃ রিপন মিয়া
কলেজ নং: ১৭৪৩৭,
শ্রেণি: ১২শ, শাখা: চ (প্রভাতি)

আমার মুজিব

আমার কাছে শেখ মুজিব একটি পরশপাথরের মতো। যার ছোঁয়ায় বাঙালি জাতি পৃথিবীর মাঝে তৈরি করে নিয়েছে এক আলাদা অস্তিত্ব। আমি মুজিবকে দেখিনি। কিন্তু তার ভালোবাসা, মহানুভবতা, দেশপ্রেমকে অনুভব করার চেষ্টা করি। দেশের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা তাকে আকাশের মতো সীমাহীন করে তুলেছে। মুজিব শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। নিপীড়িত বাঙালি জাতির কাছে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ভাগ্যদেবতা হিসেবে। যেকোনো মহৎ ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে তার ভাল, খারাপ, সীমাবদ্ধতা, বিশালতা, মহত্ত্ব সবকিছু মিলিয়েই বিশ্লেষণ করা উচিত। বঙ্গবন্ধু তার সাহস, প্রজ্ঞা, সীমাবদ্ধতা, দেশপ্রেম সবকিছু নিয়েই এক মহান ব্যক্তিত্ব। আমি গর্বিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহান নেতার দেশে জন্মগ্রহণ করেছি।

টি. এন. আল নাশেখ
কলেজ নং: ১৭২৫৩
শ্রেণি: ১২শ, শাখা: ক (প্রভাতি)

হাউসের একটি দিন

কী ব্যাপার! কাশবনের ওপার থেকে ঘণ্টা বাজার শব্দ আসছে কেন? শব্দটা তীক্ষ্ণ থেকে ক্রমশ গাঢ় হয়ে কান থেকে সোজা মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ছে! ঝপ করে উঠে বসলাম, ঘণ্টার আওয়াজ এখনও কানের মধ্যে ঝনঝন করে বাজছে। ঘুমের ঘোর থেকে বেরিয়ে নতুন একটি দিনের সূচনা করতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল। বুঝলাম যে তখন স্বপ্ন দেখছিলাম; আসলে সেলিম ভাই সকালে ঘুম থেকে উঠার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে, আর কি বিছানায় থাকা যায়? এক লাফে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে।

ঘড়িতে ভোর ৫:৪৫ বাজে। সুয্যি মহাশয় একটু আগেই তার নিত্যদিনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে মর্নিংপিটির ড্রেস পড়ে লাইন ধরে হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম দিনের প্রথম আনুষ্ঠানিক কাজটি শুরু করতে। মার্চ-এপ্রিল মাসের সকালগুলো অন্যদের চেয়ে আমার একটু বেশিই প্রিয়, না শীত না গরম, সাথে কিছু বেরঙা বাতাসও শরীরকে আলতো করে ছুয়ে যায়।

মর্নিংপিটি শেষে রীতিমতো দৌড়ের উপরে থেকেই ধবধবে সাদা কলেজ ড্রেস পড়ে রেডি হয়ে সকালের ডাইনিং শেষ করে লাইন ধরে বেরিয়ে যেতে হয় কলেজের উদ্দেশে কারণ ক্লাস শুরু ৭.৩০ থেকে। ক্লাস শেষ হলো ১২.৪০ এ, ক্লান্ত শরীরটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসলাম আমার হাউসে। ফ্রেশ হয়ে দুপুরের ডাইনিং সেরে যখন আমার রুমে (৮নং রুম) ঢুকলাম, ডানে মোড় নিতেই বিছানাটা যেন ইশারায় ডাকছে। ব্যাস সাড়া দিয়ে দিলাম তার ডাকে, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম একদম নিশ্চিন্তে।

বিকেলে গেমস ড্রেস পরে বেরিয়ে গেলাম মাঠে। মাঠের কি অভাব আছে! সবুজে ঘেরা ৫২ একরের বিশাল এলাকা; যে মাঠে ইচ্ছা সে মাঠেই খেলা যায়। মাগরিবের আজানের আগেই হাউসে ফিরে এসে ফ্রেশ হয়ে ওজু করে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা-টুপি পড়ে এসে লাইনে দাঁড়ালাম মসজিদে যাওয়ার জন্য। আমাদের কলেজ ও হাউসের সব ড্রেসের রংই সাদা। এর যুক্তিযুক্ত কারণও আছে– সাদা হলো শুভ্রতা ও শান্তির প্রতীক এবং সাদা ড্রেস সচেতনতা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ কোনো কাজ করার সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে সহজে কোনো ময়লা না লাগে। যা হোক, নামাজ শেষ করে হাউসে এসে নাইট ক্লাসের জন্য ড্রেস পরে রাতের খাবারের জন্য ডাইনিং। তারপর নাইট ক্লাসের জন্য কলেজের উদ্দেশে বের হওয়া। নাইট ক্লাস ৭:৩০ থেকে ১০ টা পর্যন্ত। ক্লাস শেষে হাউসে এসে নাস্তা ও দুধ খেলাম। আজকের নাস্তা নুডুলস, আমার প্রিয়। তারপর আমার রুমে এসে কাপড় পাল্টালাম।

আজ খুব একটা বেশি পড়িনি, শুধু নাইট ক্লাসে পড়েছি। প্রতিদিনই যে খুব বেশি পড়তে হবে তা তো না, তাই না? এখন বাজে রাত ১১ টা; সাড়ে ১১ টায় লাইট অফ, সবাই নিজেদের রুমে। দূরে দেখছি সেলিম ভাই (ওয়ার্ড বয়) চেয়ারে বসে একমনে কিছু একটা ভাবছে, কিন্তু কী ভাবছে সেটা আন্দাজ করা কঠিন। কিছুক্ষণ পরে স্যার রাউন্ডে আসবেন।

একটা চেয়ার রুম থেকে বের করে নিয়ে সুদীর্ঘ বারান্দার এক কোনে বসে পড়লাম। এখান থেকে পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায়। বারান্দার গ্রিলটি ধরে ৫ টাকার রুটির মতো বড় সেই পূর্ণিমার চাঁদটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আর চোখ ভরে জ্যোৎস্না খাচ্ছি। কানদুটো মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকাডাকি ধরতে পারছে আবার কখনো কখনো গুলিয়ে ফেলছে নিস্তব্ধ হিমেল হাওয়ার সাথে। হঠাৎ বুঝলাম শরীরটা আমার ফজলুল হক হাউসের গ্রিলের ভেতরে পড়ে থাকলেও মনটা সেই শিকল গলিয়ে ছুটে চলে গিয়েছে বহুদূর; ছুটছে আর ছুটছে জ্যোৎস্নার আবছা আলোর ভেতর দিয়ে, ছুটছে গাছের পাতার উপর দিয়ে, ছুটছে অসীমের পানে।

কেন জানি আজ মা-এর কথা খুব মনে পড়ছে। বেশ কিছুদিন ধরে কথা হয় না তার সাথে। হয়তোবা মা-ও মনে মনে ভাবছে আমার কথা। আর আমার ছোট বোনটা, অরিন ও হয়তোবা ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ, ঘাড়ের ওপর কারও হাতের স্পর্শ টের পেলাম। তৎক্ষণাৎ আলোর বেগে ছুটে এসে মনটা সজোরে শরীরের ভেতর প্রবেশ করলো। চেতন হলো যে আমি হাউসের বারান্দায়। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ওমর ফারুক স্যার।

– এখানে কী করতে আছো, নাশেখ?
– কিছু না স্যার, এমনি বসে আছি
– এমনি এমনি এভাবে কেউ বইসে থাকে? কার কথা ভাবতে আছ হু?
– না স্যার কারও কথা না
– আচ্ছা যাও তাইলে মশারি খাটাইয়্যা ঘুমাইয়া পড়ো
– জ্বি স্যার

বলে চেয়ারটি নিয়ে রুমে ঢুকলাম। দেখি আমার রুমমেট দুজন সুনান আর তানিম শুয়ে পড়েছে। লাইট অফ করে আমিও শুয়ে পড়লাম একদম নিশ্চিন্তে।

এখন বাজে রাত ১১:৪৫, কখন যে লাইট অফ এর ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে খেয়ালই করিনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছি অনেক কিছু। ভাবছি আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ। রেসিডেনসিয়ালের সবুজ ঘাসের সাথে নিজের হৃদয়কে সবুজ আর সজীব করে তোলার ভাগ্য কয়জনেরই বা জোটে! যখন কলেজ থেকে চলে যাব তখন খুব খুব বেশি মিস করব আমার এই দ্বিতীয় বাসভূমি ফজলুল হক হাউসটাকে, এই দিনগুলোকে আর আমার প্রাণপ্রিয় কলেজ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজকে। সকালবেলা যে সূর্যোদয় দেখে আমরা বড় হচ্ছি, সেই সূর্য হয়েই একদিন ফিরব ৫২ একরের এই স্বর্গে। পৃথিবীর বুকে পরিচয় হবে আমরা রেমিয়ান, আমরা হাউসবয়!

সামিউল হোসেন সরকার শান্ত
কলেজ নং: ১১৯১১,
শ্রেণি: ১২শ, শাখা: ঙ (দিবা)

দূরদর্শন

বাইরে রোদ, সাথে গরম। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা বাসস্ট্যান্ডে। আজ তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়া লাগবে, সাড়ে ছয়টার মধ্যে। আচ্ছা এখন কয়টা বাজে? ওহ পাশে একটা আংকেলের হাতে ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি। উনাকেই জিজ্ঞেস করি, "আংকেল কয়টা বাজে এখন?" "বলা যাবে না" আমার মুখের ওপর বলে দিলেন আংকেল। মানে কী? হাতে ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি, পকেটে ফোন বোঝা যাচ্ছে, তবে বলা যাবে না কেনো? আমি বিনয়ের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়ে মানে, আংকেল আমি সময়টা জানতে চাচ্ছিলাম।" তিনি বললেন, "বললামতো বলা যাবে না।" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, "কেনো আংকেল?" তিনি বোধহয় একটু রেগেই বললেন, "মানে? কী মনে করেছো তোমাদের আমি চিনি না, তাই না?" আজব তো, আমি আবার কী করলাম? তার হয়তো ভুল হচ্ছে কোথাও। আমি বললাম,"আংকেল আপনি মনে হয় আমাকে অন্য কেউ মনে করে ভুল করছেন। আমি শুধু একটু সময়টা জানতে চাচ্ছিলাম।"

তিনি এবার পুরোপুরি রেগেই গেলেন, বললেন, "তা নয়তো কি হ্যাঁ? তা নয়তো কি? এখন টাইম জিজ্ঞেস করছো। তারপর বাসে আমার পাশে উঠে বসবে। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করবে নাম কী? তারপর কোথায় থাকেন? আমিও গল্প করতে করতে নাম-ঠিকানা বলে দিবো। তারপর হঠাৎ একদিন বাসায় চলে আসবে। বলবে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে তাই ভাবলে একটু দেখা করে যাই। তারপর আমার সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য নাস্তা নিয়ে আসবে। তখন তোমার তাকে ভালো লেগে যাবে, তার সাথে গল্প করবে। তারপর থেকে ঘনঘন আমার বাসায় আসবে। একসময় আমার ভোলাভালা মেয়েটাও তোমার প্রেমে পড়ে যাবে। তারপর এক সময় তোমরা আমার কাছে আসবে বিয়ের জন্য, কিন্তু আমিতো মেনে নেবো না। তাই তোমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। এক বছর পর সাথে একটা বাচ্চা নিয়ে এসে মাফ চাইবা। তখন আমার নাতির মুখ চেয়ে তোমাদের মাফ করে দেয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকবে না। এমন ভাবে দিন যেতে যেতে একদিন আমি মারা যাবো, তখন আমার সব সম্পত্তি আমার মেয়ের নামে হয়ে যাবে। তারপর তুমি সেগুলো নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে আমার মেয়েকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। তখন কোনো উপায় না পেয়ে আমার মেয়েটা আত্মহত্যা করবে। তারপর স্বামী আর মেয়ে হারানোর শোকে আমার বউও মারা যাবে, আর এইভাবে আমার পুরো সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে।

এইজন্যে তোমাকে সময় বলা যাবে না।"

বাস চলে এসেছে। আমি কিছু না বলে চুপচাপ বাসে উঠে পড়লাম।

যে মানুষ সামান্য সময় বলা নিয়ে তার সংসার ধ্বংস করে দিতে পারে তার সাথে কথা না বলাই শ্রেয়।

নাটক

মোঃ মুয়াজ ইবনে বাশার
কলেজ নং: ১৭৮৫৪
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

সন্দীপনে কী লেখা যায়

দৃশ্য : ১

(শরীফ একটি মাঠের পাশে বসে আছে ও সাফওয়ান আরেকটি মাঠের পাশে বসে আছে, তাদের পিছনে একটা কুকুর আছে।)

কুকুর : ভেউ ভেউ। (এরপর কুকুরটি দুজনকে তাড়া করলো এবং দুজন গাছের পিছনে লুকিয়ে গেলো।)

সাফওয়ান : চল, পাশ থেকে পালাই।

শরীফ : হ্যাঁ, চল কুকুরটি অনেক রাগী মনে হচ্ছে।

দৃশ্য : ২

(সেডের নিচে বসে দুই বন্ধুর কথোপকথন।)

শরীফ : কুকুরটি এলো কোথা থেকে?

সাফওয়ান : আমার মনে হয় হাউসের সামনে থেকে এসেছে।

(এরপর সাফওয়ান চলে যেতে থাকবে। তখন শরীফ তাকে থামাবে।)

সাফওয়ান : চললাম।

শরীফ : যাস কই?

সাফওয়ান : অনেকদিন ধরে একটা দুশ্চিন্তা চলছে।

শরীফ : দুশ্চিন্তা! কীসের দুশ্চিন্তা?

সাফওয়ান : আমার সময় নেই। আজ ১৪ তারিখ। কালকেই শেষ দিন।

শরীফ : কীসের শেষ দিন? খুলে বল।

সাফওয়ান : সন্দীপনের জন্য লেখা জমা দেওয়ার। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

(এরপর শরীফ চুপ হয়ে গেল।)

সাফওয়ান : কী? চুপ করে গেলি কেন?

শরীফ : কারণ আমারও একই অবস্থা।

(এর মধ্যে কুকুরটি আবার এসে যাবে ও ছোট বাচ্চাদের তাড়া করবে।)

শরীফ : দেখ, কুকুরটিতো বাচ্চাদের পেছনে তাড়া করেছে।

সাফওয়ান : আমাদের কিছু করতে হবে।

(এরপর তারা কুকুরটিকে তাড়া করলো।)

শরীফ : যায়নি। এখনই আবার আসবে।

সাফওয়ান : বড় ভাইয়েরা কাছেই আছে। তাঁদের বলি।

বড় ভাইয়া : বলার কোনো দরকার নেই। আমি সব শুনেছি।

(এরপর অনেকজন মিলে কুকুরটিকে ভয় দেখিয়ে তাড়া করলো।)

শরীফ : কুকুরটি অনেক ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

বড় ভাইয়া : কেও মনে হয় ঢিল মেরেছিল।

শরীফ : দেখেন ঐখানে একটি ছেলে এই কাজ করছে।

(সবাই তাড়াতাড়ি ছেলেটির কাছে পৌঁছে গেলো। এরপর দুজন গিয়ে ছেলেটিকে ধরে ফেললো।)

শরীফ : তুমি এটা কী কাজ করছো?

সাফওয়ান : তোমার নাম বলো। তোমার নামে আমরা বিচার করবো।

অজানা ঢিল
ফেলা ছেলে : এইটুকু কারণে কীভাবে বিচার দিবা।

সাফওয়ান : এইটুকু কারণ মানে? এটা অনেক বড় কারণ। তাছাড়া শরীফ ফার্স্ট ক্যাপ্টেন ও আমি সেকেন্ড ক্যাপ্টেন।

শরীফ : না, এরকম কিছুই করবো না। শুধু দুইটা শাস্তি দেব। প্রথম শাস্তি ও গিয়ে কুকুরটিকে আদর করবে এবং দ্বিতীয় শাস্তি আমরা এটি শুধু ক্লাসটিচারকে বলবো। কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারকে বলতে না করবো। শুধু এই ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলতে বলবো।

বড় ভাই : দারুণ বুদ্ধি।

সাফওয়ান : ভেরি গুড। কিন্তু এবার সন্দীপনের জন্য কী লিখব?

শরীফ : এই নিয়েই।

সাফওয়ান : মানে?

শরীফ : পশু-পাখিদের যাতে মানুষ না তাড়িয়ে দেয়, তাদের সাথে ভালো আচরণ করে, এই নিয়েই। তুই তোর মতো আর আমি আমার মতো।

সাফওয়ান : ওকে।

কৌতুক ধাঁধা জানা অজানা

আয়ান মাশরুর খান
কলেজ নং: ১০২৮৮
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: খ (দিবা)

১। যৌক্তিক দিক দিয়ে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট নয়, হাওয়াই আইল্যান্ডের মওন কিয়া (পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরে মাউন্ট এভারেস্ট ২৯ হাজার ৩৫ ফুট উঠে গেছে, কিন্তু মওন কিয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর ও নিচ মিলিয়ে ৩৩ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতা)।

২। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম গোল হয় ১০.৮ সেকেন্ডে যেটি করেছেন তুরুস্কের হাকুন সুকুরের।

৩। সবশেষ পরিসংখ্যান বলে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার হলেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি।

আসফি মাহমুদ
কলেজ নং: ১১২০৯
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: গ (দিবা)

শিক্ষক : বলতো কাল কত প্রকার?
বল্টু : স্যার আট প্রকার।
শিক্ষক : বলতো কী কী?
বল্টু :

১. আগামীকাল
২. গতকাল
৩. আজকাল
৪. ইহকাল
৫. পরকাল
৬. সকাল
৭. বিকাল
৮. দিনকাল

মোহাম্মদ ওয়াসি হোসেন
কলেজ নং: ৮৬৭৩,
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: খ (দিবা)

১। মানুষের শরীরের চার ভাগের এক ভাগ হাড় থাকে দুই পায়ের পাতায়।

২। এক পাউন্ড মধু উৎপন্ন করার জন্য একটি মৌমাছিকে ২০ লক্ষ ফুলের কাছে যেতে হয়।

৩। একজন ব্যক্তি প্রতিদিন প্রায় ২০০০০ বার শ্বাস নেয়।

৪। দুনিয়ার সব সমুদ্রে মোট যত গ্লাস পানি আছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক পরমাণু আছে এক গ্লাস পানিতে।

৫। আমরা চোখ খোলা রেখে কখনোই হাঁচি দিতে পারি না।

৬। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কফির নাম 'কপি লুয়াক' যা সিভেট নামক প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে তৈরি হয়।

৭। আধুনিক মহাকাশযানে চড়ে বিশ্বের সবচেয়ে কাছের তারাতে যেতে সময় লাগবে ৭০ হাজার বছর।

৮। ডলফিন এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়।

৯। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যেকোনো একটি সংখ্যাকে ৯ দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলের সংখ্যাদ্বয়কে পরস্পর যোগ করলে যোগফল ৯ হবে। যেমন: ৩ × ৯ = ২৭, এখানে ২ + ৭ = ৯।

এম. জিয়াউর রহমান খান জিহাদ
কলেজ নং: ১৮৬৩১
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

দেশ	প্রতীক
১. অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু
২. আয়ারল্যান্ড	ত্রিপত্র গাছ
৩. ইটালি	শ্বেতপদ্ম
৪. ইরান	গোলাপ
৫. কানাডা	শ্বেতপদ্ম
৬. চীন	সিসাম গাছ
৭. জাপান	ক্রিসেনথিয়াম
৮. জার্মানি	শস্য ফল
৯. ডেনমার্ক	সমুদ্র সৈকত
১০. পাকিস্তান	অর্ধচন্দ্র
১১. ফ্রান্স	পদ্ম
১২. ভারত	অশোক স্তম্ভ
১৩. যুক্তরাষ্ট্র	স্বর্ণদণ্ড
১৪. যুক্তরাজ্য	গোলাপ
১৫. স্পেন	ঈগল
১৬. বাংলাদেশ	সাদা শাপলা
১৭. আফগানিস্তান	৩০ পরি
১৮. মিশর	সমুদ্র সৈকত

স্নেহাশীষ ভৌমিক রাতুল
কলেজ নং: ১৭১০১,
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: গ (প্রভাতি)

১. একটি মশা প্রায় ১-১.৫ মাইল বেগে হাঁটতে পারে।

২. ঝিনুক হলো এমন এক প্রাণী যে তার নিজের ইচ্ছামতো লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে।

৩. শামুকের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে নতুন চোখ গজায়।

৪. কুকুরের নাকে প্রায় ৬০,০০০ সংবেদী স্নায়ু থাকে।

৫. মানুষ ছাড়া শিম্পাঞ্জিই একমাত্র প্রাণী যারা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চিনতে পারে।

৬. স্ত্রী ব্লাক উইডো মাকড়সা (Black Widow Spider) মিলনের পর পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে।

৭. পিউমিস (Pumice) পৃথিবীর একমাত্র পাথর যা জলের উপর ভাসতে পারে।

৮. নারহোয়েল (Narwhal) এক প্রকার তিমি মাছ যার দাঁত ৮ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।

৯. পানির নিচে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী ডুগং।

১০. উইলিয়াম গে ওয়ালটার সর্বপ্রথম রোবট আবিষ্কার করেন।

১১. আমাদের অতি পরিচিত YouTube এর প্রতিষ্ঠাতা 'স্টিভ চ্যান ও জাভেদ করিম।'

১২. ইন্টারনেট জগতের প্রথম ডোমেইনের নাম ডট কম।

১৩. ল্যাপটপ প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৮১ সালে যার নাম ছিল 'OSBORNE-1'

১৪. ডগলাস এঙ্গেলবার্ট প্রথম কম্পিউটার মাউস আবিষ্কার করেন।

১৫. লুসিড ড্রিম (Lucid Dream) হলো এমন এক ধরনের স্বপ্ন যেখানে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকতে পারে এবং নিজের ইচ্ছেমতো স্বপ্নের ঘটনা, পরিবেশ বা প্রেক্ষাপট পাল্টাতে পারে।

১৬. ক্যারোলিনা রিপার হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ। এর ঝালের পরিমাণ ১৫, ৬৯, ৩০০ স্কোভিল পার ইউনিট। কিন্তু পাখিদের এ ঝাল অনুভব হয় না।

১৭. ই.কলি (E.Coli) নামক ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ কি.মি.।

১৮. ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মানুষ শিস দিয়ে কথা বলতে পারে।

১৯. Mr. Bean নামে পরিচিত জনপ্রিয় অভিনেতার আসল নাম Rowan Sebastian Atkinson.

২০. মোনালিসা চিত্রটির অপর নাম La Gioconda.

মামুনুন শায়ন্ত
কলেজ নং: ১৬২০১
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঘ (দিবা)

১. স্পেনের জাতীয় সংগীতে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

২. আগস্ট মাসে জন্মহার অন্য সব মাসের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ আগস্ট মাসেই বেশি জন্মদিন পালন করা হয়।

৩. বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত গান– "হ্যাপি বার্থডে"।

৪. অজগর একটি শিকারকে হত্যার পর সেটি পুরোটুকু গিলে ফেলে! বাদ দেয় না এক কানাকড়ি অংশও।

৫. কাঁকড়া একটি মাথাবিহীন প্রাণী।

৬. নীল তিমি সবচেয়ে বড় প্রাণী। এর ওজন প্রায় ১২৫ টন হয়ে থাকে। যা প্রায় ১৮০০ জন মানুষের ওজনের যোগফল।

৭. জল ছাড়া একটি ইঁদুর উটের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকে।

৮. রেশম মথ নামের প্রাণীটির ১১টি মাথা রয়েছে।

৯. জন্মের পর ১০ বছর পর্যন্ত নিরক্ষর ছিলেন-আইনস্টাইন।

১০. ইংরেজি 'Run' শব্দটির মানে ৮৩২ রকমের হতে পারে।

১১. মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে বাদুড়।

১২. মানুষের দেহের সমস্ত শিরা জুড়ে দিলে তার দৈর্ঘ্য হবে ৫০ মাইল।

১৩. 'পিউমিস' পৃথিবীর একমাত্র পাথর যা জলের উপর ভাসে।

১৪. সিঙ্গাপুরকে বলা হয় 'সিংহের শহর' বা 'লায়ন সিটি'। অথচ বাস্তবে সিঙ্গাপুরে একটিও সিংহ নেই।

১৫. ফড়িংয়ের কান থাকে হাঁটুতে।

১৬. পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে কম সময়ের যুদ্ধটি হয়েছিল ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ড আর জাঞ্জিবার এর মাঝে। শুরুর ৩৮ মিনিটের মাথায় জাঞ্জিবার আত্মসমর্পন করে।

১৭. দম বন্ধ রেখে নিজেকে মেরে ফেলা অসম্ভব।

১৮. একটি উটপাখির চোখ তার মস্তিষ্ক থেকে বড়।

১৯. একজন মানুষ প্রতিদিন যে পরিমাণ বাতাস/শ্বাস গ্রহণ করে তা দিয়ে ১০০০টি বেলুন ফোলানো সম্ভব।

২০. প্রজাপতি তার পায়ের পাতা দিয়ে স্বাদ নেয়।

২১. আমাদের পাকস্থলিতে যে অ্যাসিড রয়েছে তা একটি ব্লেড গলিয়ে ফেলতে সক্ষম।

২২. অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, যদি পৃথিবীতে মৌমাছি না থাকে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ ৪ বছরের মধ্যে মারা যাবে।

২৩. আপনার নিজের শরীরে আপনি নিজে কাতুকুতু দিতে পারবেন না।

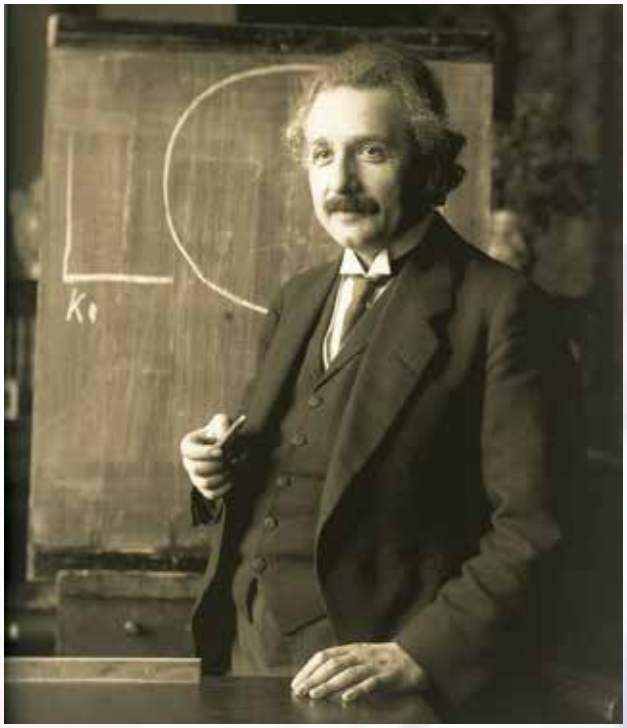

আবরার জাওয়াদ
কলেজ নং: ১৩১১৩,
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: গ (প্রভাতি)

মেরুজ্যোতির সাতকাহন

<u>ধারণা</u>

মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বা অরোরা হলো আকাশে একধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী। আকাশে বিভিন্ন বর্ণের এই আলোর প্রদর্শনী খুবই মনোমুগ্ধকর। মনে হয় যেন আকাশে একটা বিচিত্র আলোর পর্দা দোল খাচ্ছে। উত্তর মেরুর অঞ্চলে উৎপন্ন মেরুজ্যোতিকে বলা হয় Aurora Borealis বা Northern Lights এবং দক্ষিণ মেরুর অঞ্চলে উৎপন্ন মেরুজ্যোতিকে বলা হয় Aurora Australis বা Southern Lights।

<u>গঠনের কারণ</u>

এই অদ্ভুত সুন্দর ঘটনাটি যদিও আপনি পৃথিবীতে বসে দেখতে পারেন, কিন্তু এটি দৃশ্যমান হয় মূলত সূর্যের কারণে।

তবে অরোরা কিন্তু শুধু পৃথিবীতে না, অন্য গ্রহগুলোতেও (যেমন: Mars, Jupiter, Saturn) দেখা যায়।

সূর্যে প্রায় প্রতিনিয়ত Solar Flare নামক একটি ঘটনা ঘটে থাকে। এই Solar Flare এর কারণে সূর্যের করোনা নামক অঞ্চল থেকে চার্জিত কণা বা Plasma সূর্য হতে নির্গত হয়।

Solar Wind এর মাধ্যমে চার্জিত কণা অথবা প্লাজমা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই কণাগুলোর (Solar Particles) নিজস্ব চৌম্বকক্ষেত্র থাকে। তো এই কণাগুলো যখন আসতে আসতে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে, তখনই ঘটে আসল ঘটনা।

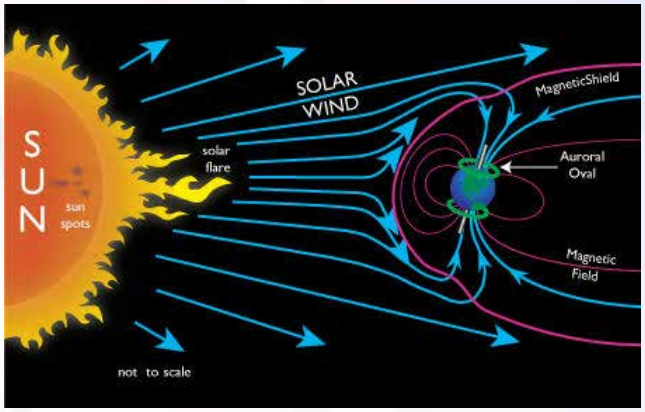

এখানে আগেই বলে রাখি, পৃথিবীর নিজস্ব একটা চৌম্বকক্ষেত্র আছে। এই চৌম্বকক্ষেত্রের দিক হচ্ছে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে। কল্পনার সুবিধার্থে আপনি গোলাকার একটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করতে পারেন, যার দক্ষিণ মেরু (নিচের দিকে) থেকে কতগুলো রেখা বা তন্তু বের হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর উপর দিয়ে ঘুরে উত্তর মেরুতে (উপরের দিকে) গিয়ে মিলিত হয়েছে। এটাকে আপনি পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করে নিতে পারেন।

তো ঐ Solar wind তার মধ্যে চার্জিত কণাসহ আঘাত হানার চেষ্টা করে পৃথিবীতে। এদের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। যেমন: পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনশীল বিভিন্ন স্যাটেলাইট এর ক্ষতি করতে পারে, পৃথিবীর GPS সিস্টেম এর-ও এটি ক্ষতি করতে পারে।

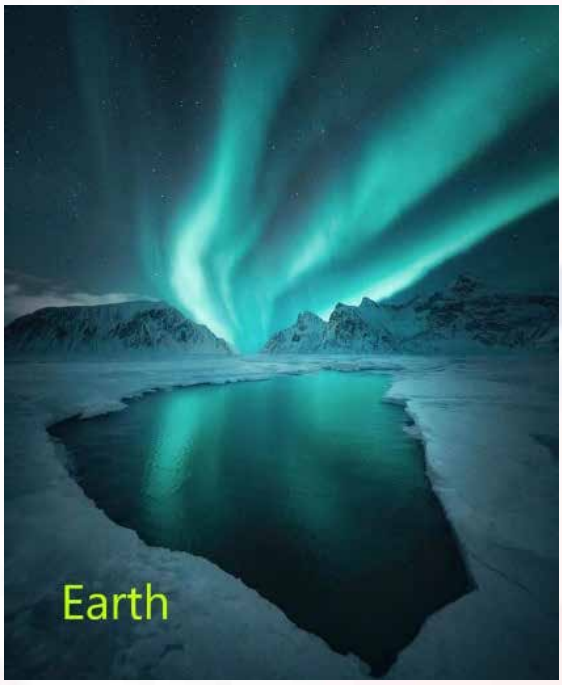

কিন্তু এগুলো হয় না। কারণ, পৃথিবীর চারপাশে যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে তা অনেকটা ঢালের মতো কাজ করে। Solar Wind এর মাধ্যমে আগত ঐ চার্জিত কণাগুলোর অধিকাংশ-ই Deflected হয়ে অন্য দিকে চলে যায়। এর ফলে পৃথিবীতে মারাত্মক কোনো বিপর্যয় দেখা যায় না।

কিন্তু এই চার্জিত কণাগুলোর মধ্যে একটা অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। চার্জিত কণাগুলো এবং তাদের চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে যখন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া হয় তখন এই একটি অংশ পৃথিবীর উঁচু অক্ষাংশের এলাকাগুলোর (উভয় মেরুর কাছাকাছি এলাকা) বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে।

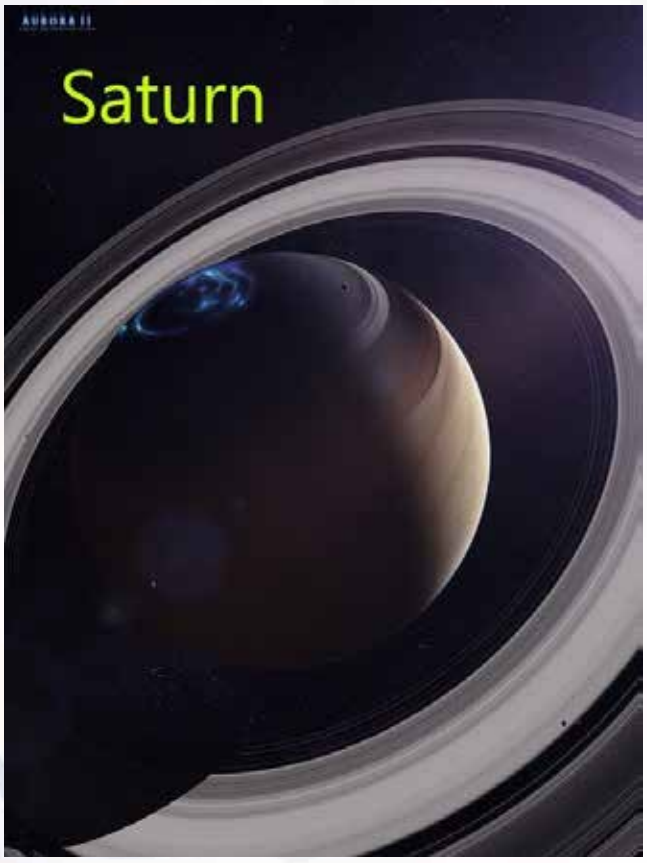

এর ফলে এই চার্জিত কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের সাথে (যেমন: অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) প্রতিক্রিয়া করে এবং এর ফলে শক্তিরূপে যে ফোটন নির্গত হয় তাকে আমরা বিভিন্ন বর্ণের আলো রূপে দেখি।

বিভিন্ন বর্ণের কারণ

বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদানের সাথে প্রতিক্রিয়া করছে তার উপর নির্ভর করে যে কোন বর্ণ দেখা যাবে। যেমন: অক্সিজেনের সাথে প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় লাল এবং সবুজ বর্ণ, নাইট্রোজেনের কারণে নীল বর্ণ ইত্যাদি।

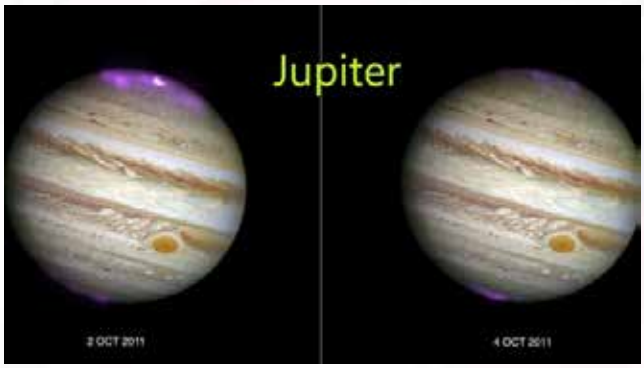

দেখা পাওয়ার স্থান

এটি সাধারণত মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে দেখা যায়। এই এলাকাগুলোর উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত। যেমন: উত্তর গোলার্ধের আলাস্কা, কানাডার উত্তরাঞ্চল, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, গ্রিনল্যান্ড ইত্যাদি। দক্ষিণ গোলার্ধের এন্টার্কটিকা, চিলি, আর্জেনটিনা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

মেরুর চারপাশে যে প্রায় গোলাকার অঞ্চল জুড়ে Aurora দেখা যায় তাকে Auroral Oval বলা হয়।

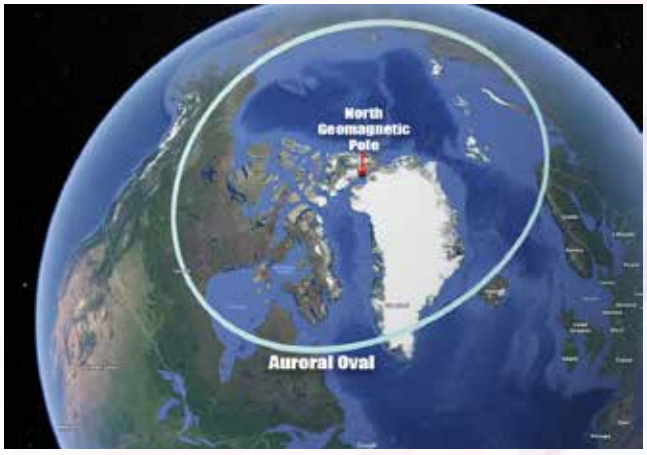

English Writing

Rashed Al Mahmud
Associate Professor
Department of English
Dhaka Residential Model College

OUTCASTS' OUTCRIES

This life is a prism refracting beams of light,
Each beam is a perspective - right, wrong, puzzling or trite.
The way we see is the way we're set,
Time makes us cheer, time lets us fret.
Many ideas we form to let ourselves thrive,
Paradoxes often sabotage our vision degrading the drive.
It's power that often tastes awfully good,
If it's found to be dexterously also capriciously misused.
But when people with authority cling to rules,
Holding reins often seems nothing but a drool.
Ranks and clout are also seen slyly manuvering,
In order to indulge nepotism to be all-devouring.
But when you fail to give your men undue favours,
You eavesdrop members of family or clan faking rumours.
Honesty is sometimes lavishly appreciated,
Though it's a myth and none's witnessed,
Hush! The people concerned are socio-politically short-listed.
Dear family members love to grin,
When bread-earners' wallets tend to drain,
Nobody cares to even carelessly inquire,
If the money earned is actually fair.
The paupers even dare loftily droll,
When local election-mongers pompously prowl
To single out and bridle lest opposition might brawl.
Then leadership is conquered or somehow contrived,
All promises flung to folks are shrewdly reversed.
At graveyard, some priests' eyes swell with tears,
Their sermons and prayers sound emotionally fierce,
But proportionally undulate as per amounts offered while unloading the hearse.

Believe Allah is the only one,
But without being the follower of some ***bagi or ***puri,
You're hardly regarded a well-blessed devotee.
Despite perusing the Holy Scripture or practising rituals,
All will end in vain
Unless you hold the hands of a broker
To ensure your eternal journey celestial.
I'm considered to be honest as long as
My honesty can artfully evade a test.
Here bribe is a gift and corruption a craft,
A worldly soul masters all arts of theft
To purr with pride and swell with victims' respect.
Happiness isn't thought to be least reflected,
Until kindred selfies are frequently posted.
Smiling facade beguiles despite smouldering grudge,
Thus passions stealthily bumble or painfully barge,
With mistrust in hearts looming large.
Unless donations are made gaudily public,
Donors are deemed unworldly even lunatic,
Charity must follow a flashy and dull display,
Else you're believed unable to make your day.
Fruits in baskets are sold as the best,
The secret lies in their being at formalin's behest,
Apparent good look despite inside odour,
That's how businesses are in laudable vigour.
It's an iceberg with a small tip to see,
The mammoth dangles underneath and remains carefree.
These tales are not about a land or a region,
Maybe the time is under an evil contagion.
The outcasts are trudging through their way,
Knowing that their novel views cannot see the day.
Often life hangs heavy with all its cacophony,
Simple survival spirit succumbs to doubts and loss of harmony,
Giving up and giving in become the end product,
To let anomalies continue to herald and bitterly hurt.

Muaz Ibn Bashar
College no: 17854
Class: 4, Section: E (Morning)

Strive for Excellence

Strive, strive, strive for excellence
Strive, strive, strive, a striver is the best.
Strive, strive, strive for what you want to have
Strive, strive, strive for your dream.

Strive, strive, strive a striver never fails
A striver never fails because he is the best.
Where it is a failure?
It is the social question,
But now it is his chance to be a striver
To be the best.
We will also strive for excellence
Because we are the students of Dhaka Residential Model College.

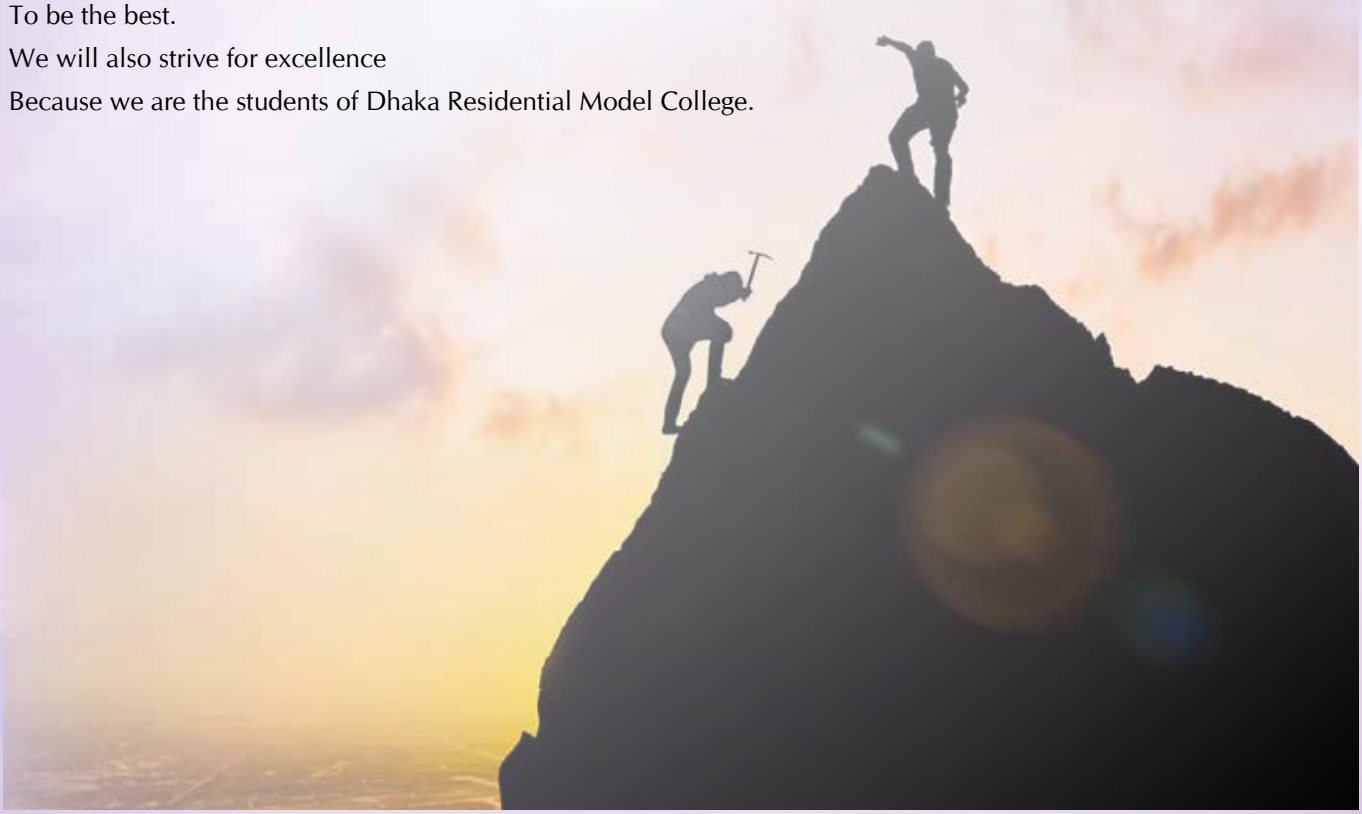

Sheikh Shayaan Rahman
College no: 17939
Class: 4, Section: E (Morning)

1. An octopus has 3 hearts.
2. An antelope takes oxygen with its ear when running.
3. If you keep a gold fish in a dark room for years then it will turn into white colour.
4. A blue whale can fill 2000 ballons in a single breath.
5. A blue whale's heart is as big as a regular car size.
6. Lobsters have blue blood.
7. Sharks never get sick.
8. The world's hottest chili pepper is so hot that it can kill you.
9. The fishes which live very deep in the sea have no eyes.
10. North Korea and Cuba are the only places you cannot buy Coca Cola.
11. The entire world's population could fit in Los Angeles.
12. The canary islands are named after dogs, not birds.
13. The longest place name on the planet is 85 letters long.
14. Muhammad is thougt to be the most used name in the world.
15. The world's quietest room is located at Microsoft's headquaters in Washington State.

Muaz Ibn Bashar
College no: 17854
Class: 4, Section: E (Morning)

Robin and the Sparrow

One day Robin woke up and went to the veranda for fresh air. Suddenly, he observed the sound of a sparrow. He looked at the sky. There was a sparrow in the sky. It seemed really injured. It was going to fall on the land. But, Robin caught the sparrow. It injured its body falling blood. Robin didn't waste a second. He took it in his room and bandaged it. It was shivering with fever. Suddenly, Robin's mother called, "Breakfast is ready. Go to be fresh and come soon." Robin closed the door and went to be fresh. He soon finished his works and Robin's mother knocked the door. Robin hid the sparrow in a place and opened the door. Robin's mother asked, "Why did you close the door?" Robin said, "Oh! Sorry. A sparrow was going to enter the house. So, I closed the door so that it couldn't enter." Robin's mother said, "Come to breakfast table early." Robin said, "Ok, Mamma." Then his mother went to office. Robin took the sparrow in the breakfast table and fed it water.

Now, it is somewhat relaxed. Robin thought, his parents would not allow the sparrow in the house. He took it to his friend's house whose bird flew away from the cage. He is serious about animals and birds. His name is Rahane. Robin said everything to his friend. His friend wanted to help him. Robin asked for the sparrow to stay in the Rahane's house. Rahane said, "I can take care of it only for some days. It looks hungry. Let's feed it." Robin asked, "Do you have food for the sparrow"? "Yeah! exactly for one week." Rahane said. Then, they fed the sparrow. It was quite well. It started chirping. Robin and Rahane started laughing. Rahane said, "I pointed you are saying it sparrow. Let's think a name of it." "Yes, good idea. I will call it "Skyrow" because I found it from sky." Robin Said. "Excellent, " Rahane said. Then Rahane started turning hands on the sparrow. "It will keep it relaxed." Rahane said. Then, they bathed Skyrow with water. "Now it needs rest." Robin said. Then, he was going to home. Rahane stopped him and said, "Sorry. I forgot to say, today a pet cat is coming to my house. I can't take Skyrow. Go to Rohit's house. He can help you."

Then, Robin took Skyrow to Rohit's house. Rohit said, "I can't take it. My father is coming from foreign today. He doesn't like birds. So sorry." Robin said, "It's okay." Then, he thought, he had to refer his parents that helping animals and birds are good. It is dinner time. Robin referred to his parents and finally they agreed. The next day came out. Robin went to school putting Skyrow in the cage. He let him move and try to fly. Like these, after four days, Robin woke up but couldn't see Skyrow. He was feared. He went to the veranda and saw Skyrow was flying. Robin was so happy. Finally his responsibility finished. Skyrow chirped like he was saying thank you and bye. Then, it flew away in the sky. "Hope, he will come next year again." Robin said.

MD. Hasan Waeskurni
College no: 12033
Class: 4, Section: E (Day)

Mother is my love

My mother is a blessing from Allah to me. She is a fighter. I can share anything with my mother. My mother is the safest place for me. My mother can do all things for me. She always takes care of her children. She never leaves me. My mother is a magician. I love her a lot.

Navid Hossain Kabbo
College no: 16070
Class: 5, Section: E (Day)

1. A peregrine falcon has the fastest speed of any animal at an average of 298 km/h diving speed
2. The smallest fish in the world is paeodocypris progenetica which measures 7.9 mm long.
3. We lose 100000 brain cells every day! Luckily we have 100 billion altogether.
4. Longest insect in the world is stick insect which measures 51cm. long.
5. Smallest known spiders are patu marp lesi. They measure only 0.46mm long.
6. The smallest bird is the bee humming bird which measures 5.7cm long and weighs 1.6gm.
7. An ostrich egg weighs about 1.6kg and vervain humming bird eggs weighs only 0.375gm.
8. The Eiffel tower contains 18,038 pieces of steel. They are connected by 2.5 million rivets. It weights a total of about 7175 tonnes.
9. Scientists invented a train which is called magnetic levitation train. It doesn't need any wheels. It can float in the rail line. Its maximum speed is 600miles per hour. The whole credits of this invention goes to Dr. Ataul Karim, a Bangladeshi scientist.
10. Magnet was first found in magnesia, Greece. A shepherd boy named magnus found stones stuck in his shoe nails. According to his name the stone was named magnet. Those stones were made of (Fe 3 o4) magnetite.

Sabil Islam
College no: 16133
Class: 6, Section: E (Morning)

A Gentle Introduction to the Stars

The stars are the things that we see twinkling in the night sky. These stars are situated so far away that humanity may never approach them. These stars are some huge bodies which are fusing Hydrogen into Helium continuously. These stars provide us energy for the civilization. It is assumed that there are almost 100 thousand million stars in Milky Way. The entire universe may have approximately 200 billion galaxies in it. So you can obviously imagine how much stars there are. Let's have a look at them.

STAR TYPES

The stars can be classified into some groups by their mass, size, brightness and some other factors. For classification of stars, there is a diagram which is known as Hertzsprung–Russell diagram. This diagram was created independently at around 1910 by Ejnar Hertzsprung and Henry Norris Russell.

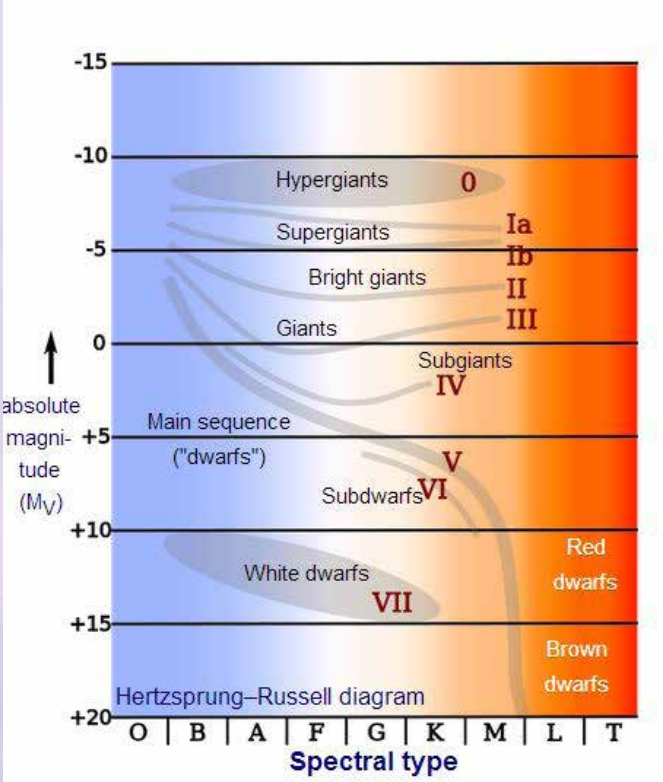

Brown Dwarfs: They are actually not stars. These can be can be told "Failed Stars" as they have enough mass, material but they do not have enough gravitational pull to be a star. These objects are usually 13 to 80 times massive to Jupiter. The nearest known brown dwarfs are located in the Luhman 16 system, a binary of L and T type brown dwarfs at a distance of about 6.5 light years. Luhman 16 is the third closest system to the Sun after Alpha Centauri and Barnard's Star. Their mass is less than 60% of Sun.

Red Dwarfs: Red Dwarfs are the smallest and coolest mass stars. These stars are the most common stars in our Milky Way galaxy. These stars are difficult to observe as they are so dim that we cannot see them with naked eye. The nearest star to Sun is Proxima Centauri which is approximately 4.2 light years away. These stars have a longer life time than others and they have 0.08 to 0.6 times mass than Sun. Their lifetime is dramatically long; almost 10 trillion years.

Orange Dwarfs: These stars are K type stars having a mass between 0.5 to 0.8 times of our Sun. Gliese 86 is a good example of this kind of stars.

Yellow Dwarfs: Yellow dwarfs are actually G type stars. Sun is an example of this kind of star. These stars have 0.84 to 1.15 solar mass. These stars have an average lifespan of 10 billion years like our Sun. Closest Yellow dwarfs are Alpha Centauri A and B binary star system.

Bright giants: These stars lies in between of giants and Super giants. They are usually very bright.

Supergiants: Supergiants are among the most massive and most luminous stars. These stars lives only 30 million years.

Hypergiants: Hypergiants are extremely rare star in the entire universe. These stars are incredibly large. Like VY Canis Majoris, the second largest star ever found after UY Scuti and they have the radius of 1300 to 1540 solar radii approximately. These stars only live a couple of million years only.

OTHER STAR TYPES

Red Giants: The Red giants are bright and light-weighted stars at the last phase of star lifespan. All stars reach this stage and at this stage the stars inflated making the star larger up to 100 times of its main sequence size. After some billion years fusing of hydrogen into helium, the hydrogen in the core of the star runs out. But still some of the hydrogen remains in the outer parts of the star. So for that the star is compelled to start fusion in its outer parts which causes the outer core to become large and inflated. As they have burned some of their hydrogen, the star's weight becomes lower than it was in its main sequence mass. So this kind of stars have average 80% of solar mass.

Blue giants: These kind of stars lies on O, B or A group. These are not the biggest stars ever found but the massive star as they have 265 to 315 solar mass. Their surface temperature is incredibly 53000 kelvin which is suitable to emit 8.7 million solar luminosities. These stars appear blue and bright as well. But their life span is very short; only 10 million years in average.

LIFESPAN OF STARS

The stars may live for trillion years, again also for only couple of million years. Let us have a look to these stars!

A star births from the clouds of dust and gases which were produced by the death of a star. These clouds are known as Nebulas. Helix Nebula is the nearest nebula to Earth. Our Sun was also created by a nebula. At some point of the nebula, there are some dense areas where the dust and gases are in a comparatively more amount, the gravity of that point is higher than other areas. Due to this reason, more and more dust and gases are attracted to that area for gravity. The more gases comes, the more attractive it becomes. At a time, the gravity becomes so dense. So the gases becomes a smooth sphere despite to being a scattered cloud of gases and dust. The gravity again presses the core of the sphere. The sphere's core becomes hot and then hotter. This sphere can be now considered as a proto-star. But the gravity presses more. At a time, the star's core becomes hot enough to start the nuclear fusion of the hydrogen to helium.

Now the lifetime of the star depends on its mass. The more massive it is, the more lifetime it has. It sounds weird but the fact is if the mass is high, the gravity will be high, and so the fusion speed will be high. So it will burn out and will be dead quickly.

After a time, the hydrogen fuel runs out and grows bigger as it becomes a red giant or red super giant. Now, two things can happen. First is- it will burn its outer core hydrogen and it will become a white dwarf and planetary nebula. About

97% of all stars will end up at nebula. And the second probability is it will not stop and start to fuse helium to carbon. Then if its gravity is strong enough, the carbon will become neon otherwise it will die by a supernova. Again if gravity is strong enough, neon will be fused to oxygen. Again if oxygen is strong, it will become silicon. Again if gravity is strong, the silicon will be fused to iron. Iron cannot be fused. So fusion stops. But gravity is again pressing. The pressure is so intense that the electrons of the atoms collapses to the nucleus and the proton in the nucleus becomes neutron. The whole star collapses and a large explosion explodes which becomes the brightest thing for some seconds in the galaxy. This explosion is known as a catastrophic event known as Supernova. There will remain a sphere which has the diameter of 2 miles. This remain is called neutron star. But if the star has the mass more than 3 times of our Sun, it is more likely to be a Steller mass black-hole. If the star becomes a black-hole, then the explosion caused the star to be black-hole will be a hypernova. Supernova of Hypernova occurs if the star has mass of more than 1.4 solar mass.

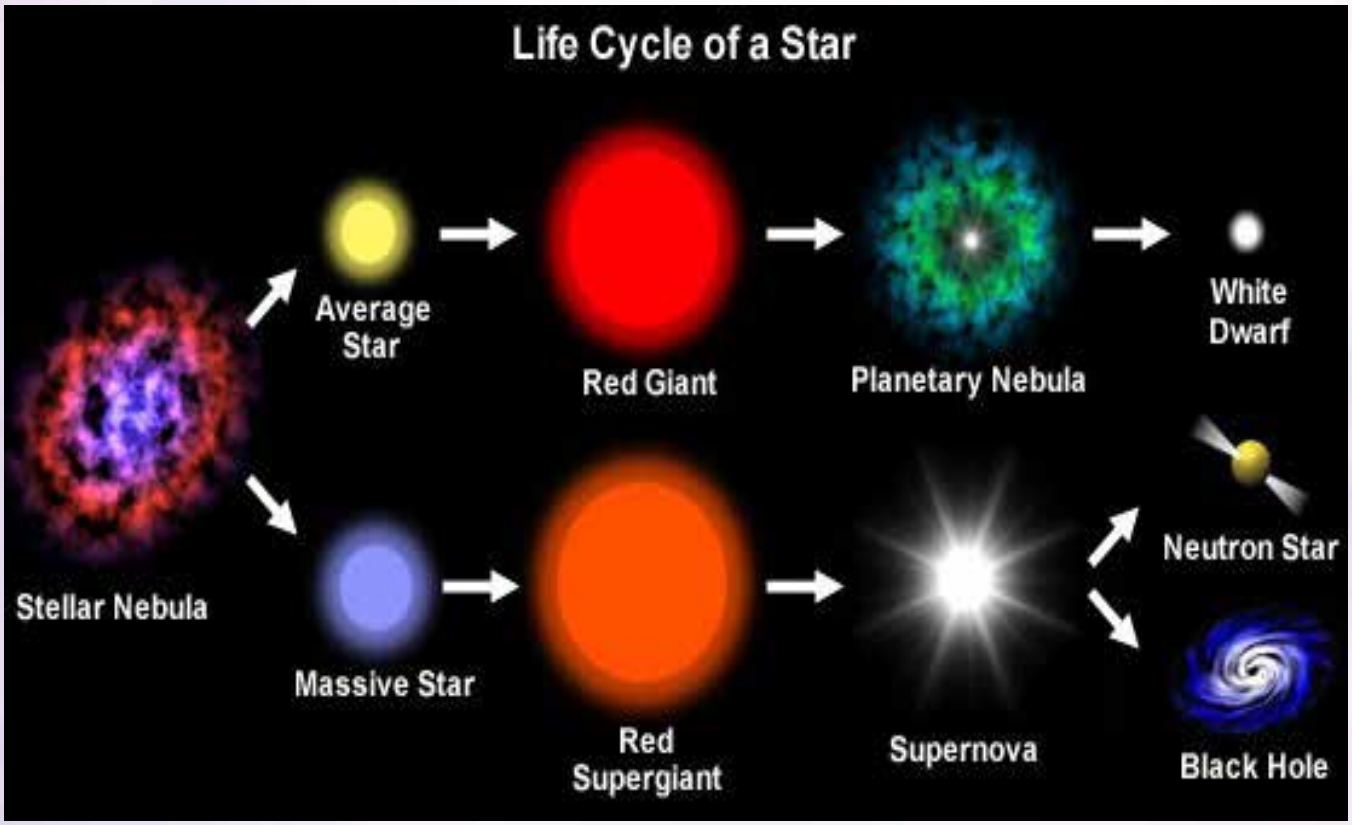

Whatever it will be, it will end up forming a nebula. In these nebulas, stars of next generation will born. Our Sun is a star of 3rd generation.

Swapnil Sarker Tirtha
College No: 8689
Class: 8, Section: B (Day)

The Best Scientists For All Time

Albert Einstein (1879-1955)

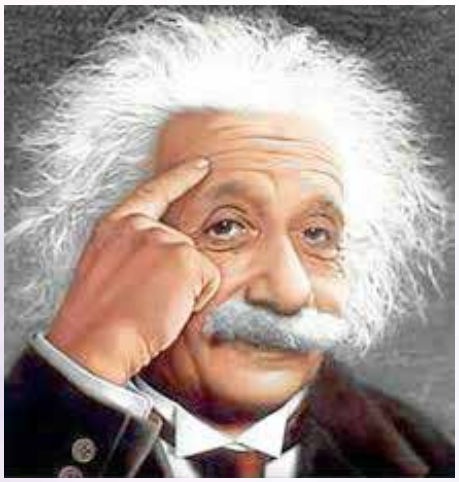

Albert Einstein was a German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics. He also invented an absorption refrigerator called Einstein Absorption Refrigerator.

Thomas Edison (1847-1931)

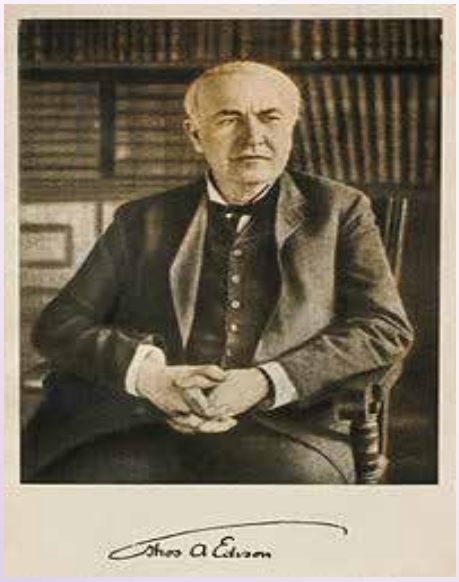

Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman, who has been described as America's greatest inventor. He invented incident light bulb, movie camera, carbon microphone, phonograph, electric power distribution kinetoscope, mimeograph etc.

Isaac Newton (1642-1727)

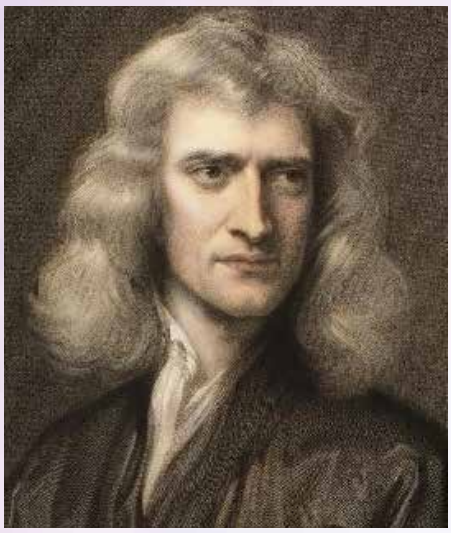

Sir Isaac Newton PRS was an English mathematician, astronomer, theologian, author and physicist. He invented telescope, radio telescope, binocular, refracting telescope and many amazing things.

Graham Bell (1847-1922)

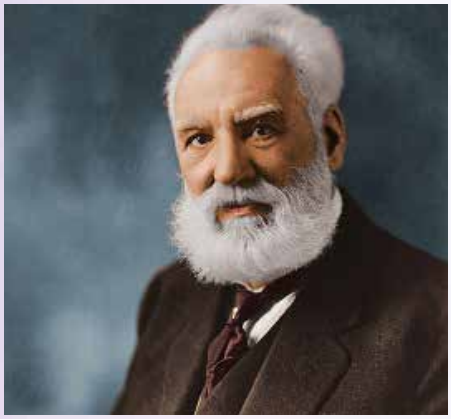

Alexander Graham Bell was Scottish born scientist, inventor, engineer and innovator who is credited with patenting the first practical and founding the American Telephone and Telegraph Company (AT&T) in 1885. Photophone, telephone, metal detector, tetrahedral kite are his inventions.

Nikola Tesla (1856-1943)

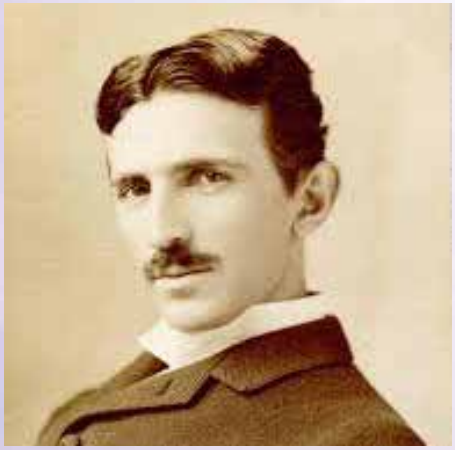

Nikola Tesla was a Serbian-American inventor, engineer, physicist and futurist who is best known for his contributions to the design of the modern alternating current (AC) electricity supply system. He invented many important things, like remote control, three phase electric power, induction motor, violet ray, tesla coil, wireless telegraphy, neon lamp, vacuum variable capacitor.

Galileo Galilei (1564-1642)

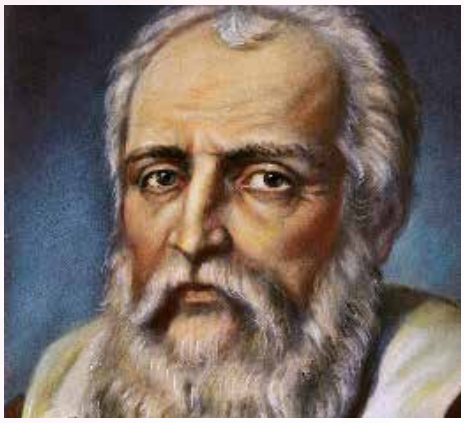

Galileo Galilei was an Italian polymath. Galileo is a central figure in the translation from natural philosophy to modern science and in the transformation of the scientific Renaissance in to a scientific revolution. Galileo's proportional compass, Galileo's Celatone, Galileo's escapement are his remarkable inventions.

Alexander Fleming (1881-1955)

Sir Alexander Fleming was Scottish physician, microbiologist and pharmacologist. His best known discoveries are the enzyme lysozyme in 1923 and the world's. he invented Penicillin, the first medications to be effective against bacterial infections.

Michael Faraday (1791-1867)

Michael Faraday FRS was an English scientist who contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry. His main discoveries include the principles. Underlying electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis. He invented homopolar generator, electric motor, toy balloon, electrolysis, Faraday's cage and bicycle dynamo.

Charles Babbage (1791-1871)

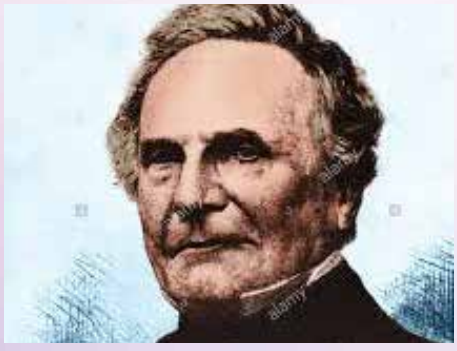

Charles Babbage was an English polymath. A mathematician, philosopher, inventor and mechanical engineer. Babbage originated the concept of a digital programmable computer. He invented ENIAC, the first computer.

Arib Mahmood
College no: 8610
Class: 8, Section: E (Day)

A trip to Rema Kalenga and Sreemangal

It was the month of April in the year 2019. Me and my family decided to go to the Rema Kalenga forest. It is situated at the Chunarughat upazilla of Habiganj. It is about 130 kilometers north-east from Dhaka city. It is well known for its natural beauty. My father booked tickets of the train going to Habiganj. When the day came, we went to Kamalapur Railway Station for boarding the train. We arrived at Shaistaganj Railway station of Habiganj by noon, then we straight went to our guest house which is inside the area of the forest. Then we had our lunch and went out for a little sightseeing. There were many ethnic villages around our guest house. We visited some of them and learned some of their culture. The first day went on like this.

At the second day, we went to the forest. We were very excited, the roads inside the forest were very beautiful and the scenic beauty was also outstanding. There were many types of trees; some of them were a hundred years old inside the forest. In some places, the forest was very dense. We were always scared about larvas and slugs (Jokhs). We also saw many types of animals, birds, flower inside the forest. After exploring we came back and took our lunch there. Then at the afternoon we left that place and went to Sreemangal. Sreemangal was far from Rema Kalenga forest. We arrived at the hotel in Sreemangal by dusk and the second day ended like this.

At the third day, we explored the whole area of Sreemangal. At first, we went to the Madhobpur lake which is far from the city but still it was a beautiful experience. The hills of the Madhobpur lake were looking so beautiful. After exploring the Madhobpur lake, we saw the beautiful tea gardens of Sreemangal. Then we went to the Kamalganj border area to pay respect to Birsrestho Hamidur Rahman. We saw the area where Hamidur Rahman accepted martyrdom. I bowed my head down to them for their sacrifice towards the country. After a long day of sightseeing, we came back to our hotel. Then the next day we boarded our train back to Dhaka.

I enjoyed the whole trip. I will never forget this trip in my life.

Affan Jawad
College no: 17135
Class: 8, Section: B (Morning)

Book Review: White Fang

"White Fang" is a novel written by Jack London and it's about the life in the wilderness in the south and the way human's behavior affects the formation of animal's behavior. In this story, we keep up with a wolf named White Fang in different eras of his life. We see how he adapts to different conditions, new surroundings and how he changes his behavior in different situations.

White Fang is a 3/4th wolf and 1/4th dog who is born in the wild. His mother is a half wolf – half dog who was initially raised by humans and his father is a complete wild wolf. At the beginning White Fang is raised in the wild by his mother. He learns about all the wild ways of the forest where you need to be hard and wild to survive. While growing up in the wild he has his first encounter with humans in the woods.

But one of them Gray Beaver recognizes his mother, so he takes both, White Fang and his mother home with him. Here White Fang learns all about living with humans and that it's important to respect and be loyal to humans. He gets really close to his master, Gray Beaver. Then one day he's suddenly sold by his master to a man, Beauty Smith, in exchange for many bottles of whisky. But this man doesn't plan to take care of White Fang as a pet, because he plans to use White Fang as a fighting dog to raise money. As a result, the worst part of White Fang's life is spent with Beauty Smith, as he tortures him and makes him fight with a lot of animals whom White Fang defeats. Finally, he finds his way into the hands of a new kind master Weedon Scott, who takes good care of him.

I like this book so much because it has its own rhythm. For example: "-a laughter, that was mirthless as the smile of the sphinx, a laughter cold as the frost and partaking of the grimness of infallibility. It was the masterful and incommunicable wisdom of eternity laughing at the futility of life and the effort of life. It was the Wild- the savage, frozen-hearted Northernland Wild." Jack London uses his unique style of writing to describe the animals and their surrounding in a very interesting manner. He describes it so well that you can imagine the beautiful surroundings in your mind and it's so beautiful that you want to visit it.

Through the eyes of White Fang, we see, both the cruel and kind nature of humans and how hard it can be for a wild animal to adapt to humans and their way of life. It shows the life of a dog or a pet from the point of view of the dog. If you like animals, especially dogs you have to read this book. It's a more serious book, compared to the regular fun and friendly animal books.

Ibteeker Mahir Ishum
College no: 17133
Class: 8, Section: C (Morning)

Success of the Successful

Our life is very mysterious. Sometimes tidal waves of failure crash on it. Again gusts of success help us stand again. The most successful and well-known people of present had a hard-early life. Most of them saw the face of failure in their past. But they have hammered their name on the golden wall of name, fame and success by dint of perseverance and hard struggle. Let us have a bird's eye view on the life of some successful people who faced tidal waves of failure in their past.

Albert Einstein

Everyone knows this guy more or less. Albert Einstein was born in 14 March of 1879 in Germany. He was the most inattentive boy in his school. He used to be a backbencher and used to fail in the school exams. Moreover, everyone looked down upon him as he was a jewish. He was a clerk in a patent office. He also had no laboratory, no equipment but only pen and paper. Surprising that this man is the discoverer of The Theory of Relativity.

Joe Biden

The new president of the USA: Joe Biden. Born in 20 November, 1942 in Pennsylvania, USA. He may not have any story of failing but he has faced a lot of losses in his life; loss not of wealth but of family. He lost his wife in a car accident. One of his sons lost his leg and the other one had a skull fracture due to the accident. All this made Biden very sad. He once thought of killing himself to get rid of this sadness, but his 2nd wife encouraged him. Despite being so frustrated, Biden now becomes the new elected president of the USA with his firm determination making new history.

Bill Gates

Bill Gates was born on October 28, 1955 in Washington, USA. This successful man has seen the face of failure most of his time. Bill Gates' first business 'Traf-O-data' totaled net losses of $3,494 before it got closed. Also dropping out of Harvard University to establish Microsoft was a big challenge for him. And now Microsoft is one of the biggest tech giants which profits $531 per second. Bill Gates may have done big mistakes in his life. But these mistakes have not him lost heart but have made him successful.

Thomas Alva Edison

"You are too stupid to learn", "You're an addled boy"- these were the comments the inventor of 1000 inventions used to hear in hear in his school life. Thomas Alva Edison was of a poor health from his childhood. Moreover, he lost almost all his hearing due to the aftereffects of scarlet fever in his childhood. He was a newspaper seller. But with a hard will as well as struggling he was able to reach his aim to be successful.

J.K Rowling

We all know the story of Harry Potter, but a few of us know about the hard life of its writer J.K Rowling, who was a desperate, broke, divorced, single mother. JK Rowling's teenage years were concerned with her ill mother and deformed relationship with her father. She was heavily hearted due to her mother's death and divorce with her husband. After divorce she was an unemployed woman having a child to feed. Her first book of Harry Potter was rejected 11 times. But she never stopped. Now 'Harry Potter' books have grossed over $7.7 billion. She is the first billionaire women writer. All tis is possible for her never stopping efforts.

To conclude from these successful people's life, we should learn a lesson: **"Never stop, though how many times you fail".**

Shafin Nur Haidar
College no: 1530280
Class: 9, Section: E (Morning)

MYSTERIOUS HOUSE

Karim, Rahim and Fahim, three friends, live in a small town near the Karnafully river. They read in class eight. They love detective stories and read them a lot. Their hobby is to solve problems of the citizens of that town by reading different detective cases or stories. They are known as detectives in the town. They had solved many cases by this way.

Once on a summer vacation, their school was closed. So, they decided to have a picnic in the nearby forest. The forest was as beautiful as their village. The three friends went out for the picnic in the forest. They went there in the morning and planned to return before the sunset.

They reached the picnic spot accordingly. Then Karim said, 'We should travel around the forest and enjoy the green scenery.' The others agreed to him. But while travelling inside the forest, they lost their way to go home. They searched all around the forest but they found nothing. It was becoming darker as night falls. Then Fahim said we have to find our way to go home, otherwise we have to find any shelter in the forest to pass the night. They began to search for a good shelter.

Suddenly they saw a house over a hill. Then Rahim said, 'Does anyone live in this forest?' Nobody answered from inside. He said, 'Anyway this can be our shelter for this night.'

When they reached near the house, they saw that was a very old house and thought no one lived here. Then Fahim said that he heard about an old house inside this forest from his grandfather. He (Fahim) told his friends that it was the house of a Zaminder in the British period.

He died many years ago. He left no heir for his property. So, after his death no one lived in the house. Without being taken care by anyone the house became old and broken from different places. Many trees and plants had also grown around the house.

They reached in front of the house. The house was surrounded by a big wall on all four sides of the house. But fortunately they found a wall broken and entered through it. They reached the main door and tried to open it, but it was closed. So, they decided to search for any other way to enter. They found a glass broken behind the house. Getting up on a big rock, they all entered the house one by one through the broken glass of the window.

After entering the house they found themselves in a room. The hall room was totally empty having nothing at all. Then they found the staircase which was going towards the first floor. They started going to the first floor in a wish to explore the house. Suddenly Karim said to his friends, “Did you hear that sound?” Rahim said, “No. I couldn’t hear any sound, why?” Fahim said, “I also can’t hear anything.” Then Karim said, “No, I felt like I heard something like the sound of a running machine; let’s go.” When they came to the first floor they saw three rooms over there. They entered each of them. There was a very old bed in all the three rooms as well as two almirahs, small tables and chairs. In the Almirahs there was nothing but some old clothes and empty drawers and boxes. In the drawer Fahim found some boxes in which there were some pink colored papers. He showed them to his friends. The Karim said, he had seen those type of papers somewhere but couldn't remember the time. Then they put the boxes in the drawers and made the arrangement of their sleeping to pass the night. They ate the leftover food they brought for the picnic and went to sleep. At the midnight, Rahim woke up from sleep hearing a high volume noise of something and heard another sound with more volume than the previous one as if someone was groaning. He awake his other friends by calling. They also heard the same noise. They all became frightened. Fahim asked, 'What is that sound and where is it coming from? They got off the bed and quickly started searching for the noise. They understood that the lower noise was coming from the ground floor as the other stopped. They came downstairs and started searching for the noise.

Suddenly Karim found a door on the floor which was hidden under a mat. He and his friends carefully opened the door and found that the noise was coming from the underground. They found a staircase going down. They decided to go down one by one. They started going down the staircase. At first Karim and then Rahim and Fahim serially went down the stairs. Karim saw something at the end of the staircase. He saw a room and there were three people in that room. He told his friends to stop. He looked inside the room and saw that two people were doing something with a machine which was the source of that noise. Then Karim said, “Now I remember, the papers we found are parchment papers which are used to make fake money. A group of bad people make these illegal notes and as the house is haunted no one came here and they continued their illegal business smoothly. 'But we have to do something', said Rahim. Then Karim said, “Let me think of a plan. Let’s first take those boxes of parchment paper and we will search anything else we can find. I and Fahim are going upstairs, Rahim, keep an eye on them from a distance, ok?” Rahim said, “Ok!” Then Karim and Fahim went to search. A person suddenly caught Fahim. Karim told Fahim to be calm by using his hand. The man had a gun in his hand. Then Karim hit upon a plan. He quickly moved close to the

man and hit his head with the box in his hand. The man shouts loudly and then became senseless. Hearing the shouted of the man the other goon came up the stairs. Karim quickly took the gun of the senseless man. Three people came up and saw the three friends one of them had a gun in his hand. The three friends quickly recognized the other two persons. They were from their town. Both of them were lost in the forest two years before. The goons kidnapped them for making black money. The goon with the gun told the three friends. “Who are you all and why did you come here and what are you doing here? Put down the gun otherwise all of you will die in my hand.” Then Rahim said, “See, you are doing a crime. Please surrender yourself to us.” The goon laughed and said, 'I will surrender myself to you?! No way! Gat ready to die one by one.' Suddenly they saw the two people hitting the goon from his back. The goon fell on the ground and the gun came out from his hand and fell away. They quickly took that gun too. One of the persons of their town brought two ropes and they all together tied up the two goons. The two persons thanked the three friends for saving them and told them what happened to them in those two years in short. The three friends became pleased and told them to take them to the town, as they had lost their way to home. The two persons said in the affirmative and they started going back to the town. They took the two goons with them in order to hand them over to the police. In the way to the town they met with the police officers. They told the policemen what they were doing there. The policemen told that the three friends didn’t go home. Their parents called the police and they started searching for them. Then Fahim told everything that happened to them. They handed over the goons to police. The policemen helped them to reach their home. The police head said, “You all are very brave that you have caught such dangerous people with the fake money as well as the printer and also saved two good peoples of the twon. We are proud of you boys. Their parents also became happy getting their sons back and also felt proud of their brave work. Then Karim said, “We have solved another one case without being known about it.” The other friends agreed with him. They all became happy.

Junaed Sad Uddin
College no: 9540
Class: 10, Section: C (Day)

Magnificence of “Dr. Stone”

Anime review: Dr. Stone
My anime list rating: 8.35
Genre: Sci-fi, Shounen, Adventure
Status: Currently airing

One fateful day a mysterious green light, originated from an unknown source, turned every human beings on earth into stone statues. The world remained like this for 3700 years until a science-loving prodigy, Senku becomes the first-ever man to be unpetrified from his statue. After waking up in the post-apocalypse world, Senku takes science as his survival guide. Without wasting any time he starts doing various experiments on the statues and eventually discovers the revival fluid to unpetrify them. Afterward, Senku decides to gather allies and rebuild human civilization from scratch, countering enemies.

Dr. Stone is the kind of show that teaches science through incredible storytelling and humor. As the protagonist, Senku, begins to bring back modern inventions in the stone age one after another, the story becomes enjoyable from the very beginning. The way he deals with each problem with the help of his knowledge is really something. You are bound to get invested in this when you see everyday things, based on our practical life, get to a whole new level by senku's charismatic power. Besides practical science, it builds some science fictions surrounded by mystery, which make the audience hooked on it. The characters are also well developed and the variety in its vast cast makes things more vivid and realistic. Since it doesn't entirely focus on educational purposes, the other aspects like world buildup, composition, comedy, pacing, animation are all astonishing and perfectly blended into one another.

Overall it's a pretty decent series to watch. And I would definitely recommend it to anyone who wants to try something out of the ordinary.

Personal rating: 9/10

Md. Sadik Bin Sohrab
College no: 13922
Class: 10, Section: E (Morning)

How was 2020 for all of us?

Talking about 2020, that was not a good year for all of us though. When we talk about 2020, the first thing that come to our mind is the Corona Virus. Because that brought a great havoc to us. This virus ruined almost a year for all. But there are also many other things to look back. So here it is :

At the very beginning of the year, the world's biggest threat wasn't Corona Virus. It was World War 3.

On 3rd January 2020, a US air strike killed Iran's one of the most dexterous Generals. General Qasem Soleimani who was the head of Islamic Revolutionary Guard Corps of Islamic Republic of Iran. And one of the most important officers of Iranian Army. By his death the whole country broke into tears and anger against United States of America.

Now a question rises,

Why an assassination of an Army General can be a cause of another great war? World war 3.

If we look back at the history, First great war which is also known as World War 1 started by Austro-Hungarian empire only for killing their Archduke Franz Ferdinand. His assassination was the cause of World war 1. So like that assassination of General Qasem Soleimani was a big threat for World War 3. But at the end nothing happened like that.

Then Corona Virus. A virus originated from China's Wuhan Province has spread and killed millions all over the world. It was life killing threat for all of us. People started to lock themselves to get rid of this virus. But nothing really worked. Over 91 million people all over (till December 2020) the world got attacted by that virus.

Many things like world economy, educational institution, business and many more started to collapse for lock down. But now the situation is under control with a great cost of lives and many things. Except Corona Virus many other bad things happened to us. That is Australia's wildfire, losses of many notable persons like Irrfan Khan, Chadwick Boseman.

Now if we don't look at the bad things, something really good happened to us. More accurately to our country this year.

On 9th February 2020, and Bangladesh under 19 cricket team won the U-19 cricket world cup 2020. That was a great achievement for our country. And at the end of the year we surpassed many countries in the world by GDP per capita by global ranking. That was also a huge achievement for our country.

But at the end of the year everyone will say that was a bad year for them. Whatever, we hope next year we will overcome all of our restriction of 2020. We will lead a comprehensive year by the grace of Almighty Allah. That is all of our hope for 2021.

ক্লাব প্রতিবেদন

REMIANS ART CLUB

REMIANS ART CLUB
OFFICIAL EXECUTIVE PANEL OF 2021

Nurun Nahar
Club Moderator

Anamul Hasan
Assistant Moderator

Farhan Karim
President

Akib Sultan Arnab
Vice President (Morning)

Zaman Shafin
Vice President (Day)

Farham Sadike
General Secretary

Sahran Hasan
Joint Secretary (Morning)

Uchhas Saha
Joint Secretary (Day)

Nafis Laskar
Organizing Secretary

S M Navid Abdullah
Documentation Secretary

Azwad Akhlak
Project Analysis Secretary

Farhan Abrar
Media Management Secretary

Ariful Rian
Treasurer

Kingshuk Sheel
Graphics and Publication Secretary

Al Rahit
External Affairs Secretary

Ashim Foiaz
Senior Advisor

Misbahul Islam Saad
Senior Advisor

শিল্প কেবল চিত্রকরের রঙ তুলি ও কাগজের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সমগ্র মানবজীবনই আসলে এক অনবদ্য শিল্পক্ষেত্র। আর সেই শিল্পকেই মানবজীবনের লুকায়িত প্রান্ত থেকে সমাজের সামনে তুলে ধরেন একজন চিত্রকর এবং সেজন্যেই বোধ হয় তিনি একজন শিল্পী। জীবনকে নিয়েই তার শিল্প।

বাংলার প্রতিটি সন্তানই যেন শিল্পের এই অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারে, নিজেদের মনের সেই সকল অপ্রকাশিত অনুভূতি যেগুলো সে মুখের ভাষায় বলতে পারে না যেন নির্দ্বিধায় চিত্ররূপে তুলে ধরতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ২০১৯ সালে পুনর্গঠিত হয় রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব। জন্মলগ্নেই ক্লাবের কাছে এসেছিল নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির এক অনবদ্য সুযোগ। Faber Castle এর সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় পরপর ২টি ওয়ার্কশপ পরিচালনার মাধ্যমে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব শুরুতেই দামামা বাজিয়ে জানান দিয়েছিল এর সদস্যরা কতটা সুযোগ্য। ২০২০ সালেই আমাদের আর্ট ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল Marks Active School Presents DRMC National Art Festival- 2020 এর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য Marks Active School আমাদের বিরাট অঙ্কের অর্থ সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে স্পন্সর হিসেবে আমাদের প্রতি তাদের আস্থার আশ্বাস দিয়েছিল। যেকোন ক্লাবের জন্যেই তাদের স্পন্সরের কাছ থেকে এরূপ উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রাপ্তি আসলেই নজর কাড়ার মত একটি বিষয়। তবে ক্লাব সদস্যদের রাত জাগা পরিশ্রম নিমেষেই ধূলিসাৎ করে দেয় করোনা মহামারি।

এতেও দমে যায়নি রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের একজন সদস্যও। এতকিছুর মাঝেও ক্লাবের সকল কার্যক্রম অনলাইনে নিয়মিতই পরিচালিত হয়েছে কোন রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়াই। করোনার ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার মাঝেও ২০২১ সালে পুনরায় কলেজের নির্বাচিত ছাত্র-শিল্পীদের নিয়ে ক্লাব কাউন্সেলিং কমিটি গঠন করে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই চিরপরিচিত উক্তিখানি-

"The show must go on
all over the place or something."

এসবের পাশাপাশি আর্ট ক্লাবের সাথে যুক্ত বেশ কিছু তরুণ শিল্পী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গনে তাদের শিল্পকর্ম দিয়ে আমাদের কলেজের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছে।

তন্মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম হল:

১। এস এম আবতাহি নুর- ইউনিসেফ সুপারস্টার অ্যাওয়ার্ড, আন্তর্জাতিক আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড (৪১তম শিশু পুরস্কার, তুরস্ক)

২। জাওয়াদ মুহাম্মদ- চ্যাম্পিয়ন, আন্তর্জাতিক অনলাইন চিত্র প্রদর্শনী, Dakshita Art, দিল্লি।

৩। এম এ মুনিম সাগর- শিশু নোবেল শান্তি পুরস্কার-২০২০ (নমিনি)।

উল্লেখ্য ২০১৯ সালে **কিশোর আলো** কর্তৃক পরিচালিত **কিআ** উৎসবে আমাদের ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের অকাল মৃত্যুর প্রতিবাদ আন্দোলনে পোস্টার অংকনের পাশাপাশি সকল প্রকার সহযোগিতার মাধ্যমে এক দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছিল আমাদের রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের সদস্যরা।

করোনার এই প্রকোপে সমগ্র দেশ যখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল ঠিক তখনই Captain Earth এর সাথে মিলিতভাবে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব দেশের কোমলমতি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য যেই অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেটা আসলেই চোখে পড়ার মত। অনলাইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে শিশু কিশোরদের বাড়ির কাজ করতে উৎসাহিত করা সম্ভব পাশাপাশি এই কঠিন সময়ে অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে শেখানো যে সম্ভব সেটা রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব এবং Captain Earth এর প্রচেষ্টা না থাকলে হয়তো সম্ভব হত না।

২০২১ সালে আমাদের রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যরা নিয়মিতই তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্লাবের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সদস্যদের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

১। নুরুন্নাহার - ক্লাব মডারেটর
২। মো. এনামুল হাসান - অ্যাসিস্ট্যান্ট মডারেটর
৩। ফারহান করিম - প্রেসিডেন্ট
৪। আকিব সুলতান অর্ণব - ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রভাতি)
৫। জামান সাফিন - ভাইস প্রেসিডেন্ট (দিবা)
৬। ফারহাম সাদিক - জেনারেল সেক্রেটারি
৭। সাহরান হাসান - জয়েন্ট সেক্রেটারি (প্রভাতি)
৮। উচ্ছ্বাস সাহা - জয়েন্ট সেক্রেটারি (দিবা)
৯। নাফিস দাইয়ান লস্কর - অর্গানাইজিং সেক্রেটারি
১০। এস এম নাভিদ আবদুল্লাহ পান্থ - ডকুমেন্টেশন সেক্রেটারি
১১। আজওয়াদ আখলাক - প্রোজেক্ট অ্যানালাইসিস সেক্রেটারি
১২। ফারহান আবরার - মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারি
১৩। আরিফুল ইসলাম রিয়ান - ট্রেজারার
১৪। কিংশুক শীল - গ্রাফিক্স এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি
১৫। আল-রাহিত – এক্সটেন্ডেড সেক্রেটারি
১৬। আসীম ফাইয়াজ -সিনিয়র উপদেষ্টা
১৭। মিসবাহুল ইসলাম সাদ - সিনিয়র উপদেষ্টা

সর্বশেষ ২০২১ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের পরিচালিত Virtual Art Fest-এর মাধ্যমে আর্ট ক্লাব আবারো তাদের কঠোর পরিশ্রমের এক অনবদ্য নজির রেখেছে। সারাদেশ জুড়ে Traditional, Fictional, Digital এই ৩টি বিভাগে মোট দুই শতাধিক ছবি জমা হয়েছিল যা আসলেই প্রশংসার দাবিদার বটে। এর পাশাপাশি চারুকলার তরুণ উদীয়মান শিল্পী আসীম ফাইয়াজ এবং প্রসুন হালদার আর্ট ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়ে খুবই চমৎকারভাবে একটি সুপরিচালিত ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন করেছেন এবং এই ওয়ার্কশপে দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে সেটা সকলেরই নজর কেড়েছে।

পরিশেষে একটি আর্ট ক্লাবের দায়িত্ব কেবল ছবি আঁকা কিংবা শিল্পচর্চার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সর্বপ্রধান দায়িত্ব হল একজন মানুষকে প্রকৃতপক্ষেই একজন মানুষের মত করে বাঁচতে শেখানো। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই আনন্দ উদ্দীপনার সাথে উপভোগ করতে শেখানো। আর সেই দায়িত্বই পালন করে চলেছে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব।

REMIANS LANGUAGE CLUB

Dhaka Residential Model College

INTRODUCTION

Language is the attire of metaphysics. While language plays an important role in our lifespans, there are decisions you can make that can improve your chances for a longer and more productive life. It is a conventional system. Language can be likened to a play with an enormous volume and mosaic characters.

Remians Language Club is a student governed club of Dhaka Residential Model College which runs various language related activities for the students of the whole nation. RLC has moved forward step by step and gradually expanded its reach beyond the walls of Dhaka Residential Model College. It has continued its rise and it is a torch bearer for not only the students of Dhaka Residential Model College but also every language lover in every corner of the nation. RLC started its journey in 2012 with support, guidance and patronization of Colonel (Retired) Md Kamruzzaman Khan.

Our first club Moderator was Dr. Md. Nurunnabi sir. Currently the Chief Patron of our club is Brigadier General Kazi Shameem Farhad(ndc,psc), Chief Co-ordinator Md. Nurun Nabi, of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College and our club Moderator is Muhammad Mynuddin, who is lecturer in English of Dhaka Residential Model College.

Language - لغة

ACTIVITIES OF RLC

Articles Regarding Remians Language club

ক্যাম্পাস ক্লাব

ভাষাচর্চার অভিযাত্রীরা

ক্যাম্পাস ক্লাবের নিয়মিত আয়োজনে এবার থাকছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের রেমিয়ান্স ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের গল্প। বিস্তারিত লিখেছেন জুবায়ের আহম্মেদ

Remians Language Club On Kalerkantho

With the support of our honorable Principal sir, club moderators, senior advisors and the executive committee members, this club has organized 7 consecutive National Language Festivals at our college premises.

The successful organization of the festivals was a grandiose motive for RLC. It is one of the most active clubs of Dhaka Residential Model college. Events by Remians Language Club undertakings to be the flagship event with all its new additions.

With an abundance of new idioms and knowledge based events, the participants will be sure to have an enormous surge of creativity. As the most primordial and enduring means of communication our motive is to explore it to make it better and the first step is to find fun and creativity in practicing the lingual industry.

Every year this club organizes many workshops regarding language. Along with the events and workshops each year we publish a souvenir-magazine of our festival. Every year we pledge to cherish everyone's literary spirits by publishing "Dhoni ". This souvenir features interviews from some of the most eminent figures in literature of our time. We also welcome writings from gifted members of our fellow language clubs from different institutions of our city and undoubtedly from students of Dhaka Residential Model College.

Word - كلمة

REMIANS LANGUAGE CONTESTS

This year RLC has organized a Virtual Language Contest under a new executive committee. Like every year it has shown its pride in the DRMC Virtual Language Contest. In former years the club had organized individual events and festivals and without any volatility, those can be narrated as successful events.

Continuing this process and broadening the platform, besides the impacts of COVID-19, this year for Celebrating 61 years of our institution, Remains Language Club along with the clubs of Dhaka Residential Model College co-hosted the mega event combinedly named "Virtual National Mega Festival-2021"

It was Decorated with more exciting events and some exciting new surprises. In response to the incredible audience we received this year, RLC hopes to put forward a couple of events and workshops which will be bigger and better.

As a gesture to the language of Palestine, we have decided to write the words language, word, sentence and letter in Arabic at the bottom of each page

We intended to publish our souvenir magazine Dhoni, this time the 7th Edition. This time it will be redesigned and elevated to a whole new level and we hope our participants are waiting eagerly for it.

In this event, our president, Syed Sajid gave the necessary instructions to run all the events led by RLC Executives. Md Jubairul Jabir - Vice President (Morning) and Fardin Islam - Joint Secretary, conducted the "Extempore Speech English Junior" and "Spelling Bee Senior" event together snugly.

Sentence - جملة او حكم على

REMIAN LANGUAGE CLUB

On the other side of the page, our honourable Vice President (Day) - Ratul Debnath and General Secretary Quazi Fattah Munir administrated the "Extempore Speech English (Junior)" and "Spelling Bee (Junior)" event in the given time. Also our honourable Treasurer- Iftekhar Ahmed and Olympiad Secretary- Nazib Irfan Khan operated the "Extempore Speech Bangla (Junior) and (Senior)" event gingerly.

Our Organizing Secretary- Ahmed Munirul Islam played a vital role when it came down to organise all the events of our fest and maintained the event schedule. Graphics Secretary - Sadman Sakib Alvee did all the graphical work and virtual management in our events. Our Publication Secretary - Sunve Hasan played a significant role in order to circulate the events of our fest amongst the vast number of students across the country.

We assume RLC will keep their love and affection of language in their heart flawlessly so that it can continue to do such great things so as to encourage the following generations to protect their language just like the language martyrs did in 1952.

Remians Language Club is also contained with many notable alumni. Many former executive members are serving in the military. Our former treasurer (Executive Committee 2017-18) is a Midshipman in Bangladesh Naval Academy. Besides, we have many alumni who are dedicated researchers.

Our former General Secretary Ahmed Yesvi Rafa (Executive Committee 2018-19) is currently studying Biomedical Science at Western Michigan University. Sakib Mahmud (Office Secretary, EC 2017-18) is studying finance in Dalhousie University, Canada and many alumni from this club are serving in different terminals worldwide.

"A special kind of beauty exists which is born in language, of language, and for language."
Gaston Bachelard

The students of DRMC should look up to their elders and join Remians Language Club for many reasons. Remians Language Club broadens the mind of the students who seek the knowledge of language. Also they can acquire the knowledge of their mother tongue more by joining RLC which augments the love towards their mother tongue. The senior advisors of RLC as of today, are all in a successful position where they are making a difference to make this world a better place for all of us. They help us regarding all the RLC events so that we don't stumble. We simply learn from the best. We hope this legacy will be continued.

"RLC Does It Like No One Else"

Letter - خطاب

ইসলামিক কালচারাল ক্লাব
(DRMC Islamic Cultural Club-DICC)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ১৯৬০ সালে ঢাকার কেন্দ্রস্থল মোহাম্মদপুরে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি ইসলামিক জ্ঞানচর্চায়ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কলেজে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্ট, সংগীত, খেলাধুলাসহ অনেকগুলো ক্লাব থাকলেও ইসলামিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি পালনসহ বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজনের জন্য আলাদা কোনো ক্লাব ছিল না। সে অভাব পূরণে ২০২১ সালের ৬ মে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডিআরএমসি ইসলামিক কালচারাল ক্লাব'। ক্লাবের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও ক্লাবের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই ক্লাবের মডারেটর ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্যারের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য কার্যনির্বাহী পরিষদ। পরিষদের সকল সদস্য এবং ক্লাবে যোগদান করা স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় সফলভাবে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এই ক্লাবটি। ক্লাবের প্রতিজন সদস্যই এক একজন দিশারী।

ক্লাব মডারেটর ও প্রথম এক্সিকিউটিভ প্যানেল

শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদ ও মাদকের ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত করে ইসলামের বাস্তব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মর্মবাণী সবার নিকট ছড়িয়ে দেওয়া এবং ইসলামিক জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাবটি। সকল ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের সত্য ও শান্তির আবহ প্রতিষ্ঠা কল্পে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি প্লাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ক্লাবটি। এই প্রচেষ্টায় দেশের সকল কোমলমতি শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করার জন্য আমাদের রয়েছে একগুচ্ছ পরিকল্পনা।

কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ স্যার, চিফ ক্লাব কো-অর্ডিনেটর স্যার এবং ক্লাবটির মডারেটর স্যার-এর দিকনির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি ইতোমধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকলের নজর কেড়েছে। এর মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত "ভার্চুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল" -এ ক্লাবের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে ইতিবাচক প্রভাবের সূচনা করেছে।

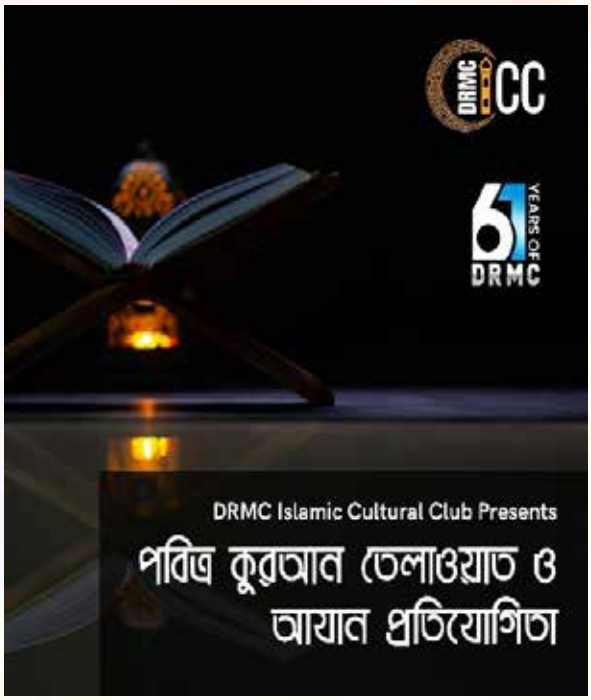

ভার্চ্যুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভালের ইভেন্ট পোস্টার-০১

ভার্চ্যুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভালের ইভেন্ট পোস্টার-০২

অত্র ফেস্টিভালে ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত কুরআন তিলাওয়াত ও আজান প্রতিযোগিতায় দেশের স্বনামধন্য পঞ্চাশেরও অধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকশ শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে দেয় ক্লাবটির প্রসার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সম্মাননা ও বিজয়ীদের কৃতিত্বের জন্য সনদপত্র বিতরণ করে সকলকে এরূপ প্রতিযোগিতার প্রতি আগ্রহী করে তোলার প্রত্যয় গ্রহণ করে এই ক্লাবসংশ্লিষ্টরা।

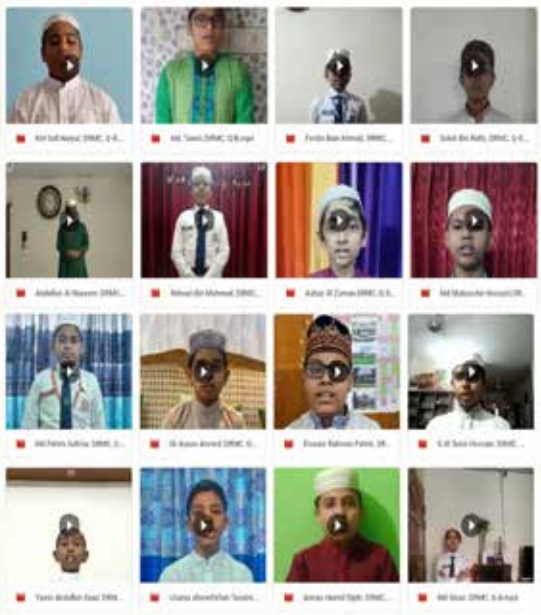

ভার্চ্যুয়াল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ

Dhaka Residential Model College
Islamic Cultural Club
Event: The Holy Quran Recitation

GROUP	POSITION	NAME	INSTITUTION
A	1st	Usama Ahmed Khan Tasnim	SANM
	2nd	Yayah Abdullah Saad	DRMC
	3rd	Saleh Mohammad Mahdi	DRMC
B	1st	Ilham Sajid	DRMC
	2nd	Tanjim Ul Islam	DRMC
	3rd	Sakib Bin Rofik	DRMC
C	1st	Tahsin Abid	DRMC
	2nd	Tajdid	MCSK
	3rd	Abrar Sayee Arnob	GMMSC
D	1st	Farhan Labib Shihab	DRMC
	2nd	Maksud Amin Nasrat	MCPSC
	3rd	Parvez	MCSK

কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ

Dhaka Residential Model College
Islamic Cultural Club
Event: Adhan

GROUP	POSITION	NAME	INSTITUTION
A	1st	Mir Mujtoba Rafid Prottoy	DRMC
	2nd	Ayman Hamid Dipto	DRMC
	3rd	Mahmud Hasan Chowdhury	MPSC
B	1st	Tauhid Hossain Jubin	DRMC
	2nd	Ilham Sajid	DRMC
	3rd	Sakib Bin Rofik	DRMC
C	1st	Al Nafis	DRMC
	2nd	Adib Ibn Arif	MCSK
	3rd	Tahsin Abid	DRMC
D	1st	Mehedi	MCSK
	2nd	Farhan Labib Shihab	DRMC
	3rd	Maksud Amin Nasrat	MCPSC

আজান প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ

ইতোপূর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে যাকাত অলিম্পিয়াড, ক্যালিওগ্রাফি, কুরআন বেইজড কুইজ, হাদিস বেইজড কুইজ, শরিয়া বেইজড কুইজ, আকাইদ বেইজড কুইজ, কুরআন তিলাওয়াত, আজান, হামদ, নাত, নাশিদ, দেশাত্মবোধক গান, ইসলামিক আর্ট-ক্রাফটসহ আরও ইভেন্ট সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র ফেস্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি।

ইসলামের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও বরেণ্য সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। মুহাম্মদ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলের ঐশ্বর্যপূর্ণ সংস্কৃতি বিশ্বময় ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কিন্তু একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে সেই বিষয়গুলো দুঃখজনকভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছেই অপরিচিত, অজানা। সেই সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির চুম্বক অংশ হলেও অত্র ক্লাবের ধারাবাহিক কার্যসূচির মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর।

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বিশাল-বিস্তীর্ণ জনপদে শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসনকালে ইসলামি সংস্কৃতির যে বীজ রোপিত হয়েছিল তা একসময় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে তার কল্যাণের ভাগিদার বানিয়েছিল বিশ্ববাসীকে। কর্ডোভা থেকে বাগদাদ, কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে তুস, বুখারা থেকে সমরখন্দ, খোরাসান থেকে আগ্রা ইসলামি সংস্কৃতির যে আভিজাত্যিক হিতকর স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার লালসামুক্ত নিঃস্বার্থ ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তার কিয়দাংশ হলেও প্রকাশের চেষ্টা থাকবে আমাদের ভবিষ্যতকল্পে।

জাবির ইবনে হাইয়ান, মুসা আল-খাওয়ারেযমি, ইবনে সিনা, আল বিরুনি, ইবনে বতুতাসহ সহস্রধিক মুসলিম বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ইসলামি সংস্কৃতির মর্ম প্রকাশে নিখাদ আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শনে নিজেদের জীবন-যৌবন তিলে তিলে ক্ষয় করে মানব কল্যাণে যে অবদান রেখেছিলেন শত সহস্র নোবেল দিয়েও তার প্রতিদান সম্ভব নয়। অথচ তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত এমনকি এর ইতিহাসও আমাদের নাগালের বাইরে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তা আমাদের ক্লাবের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হবে।

শুধু প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে নয়, বরং তা ছাড়িয়ে সমগ্র দেশ ও জাতির নিকট ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কল্যাণময় ধারা প্রবাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই ক্লাবের পথনির্দেশকবৃন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য রইল ক্লাবের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ইসলাম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক অভিনব প্রদর্শনী দেখা যাবে এই ক্লাবের মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ। সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফিজ।

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব

(Remians Nature and Earth Club-RNEC)

সূচনা

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব বা সংক্ষেপে RNEC (আরনেক) পরিবেশগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাননীয় অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশনায় একটি নতুন ক্লাব হিসাবে যাত্রা শুরু করে। ক্লাবটির মডারেটর হিসেবে মনোনীত হন ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রভাষক মোঃ ফরহাদ হোসেন। এরপর ক্লাবের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কিছু উদ্যমী ছাত্রকে নিয়ে গঠন করা হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি। নবীন ক্লাবগুলোর মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও 'আরনেক' ২০২০ সালের শুরু থেকে কলেজে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের যুক্ত করতে পেরেছে।

ক্লাব মডারেটরের সাথে প্রথম ক্লাব এক্সিকিউটিভ কমিটি (২০১৯-২০)

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচি বা পরিকল্পনা:

- ✓ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
- ✓ কলেজ ক্যাম্পাসে বা আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুল সম্পর্কে জানা
- ✓ সেমিনার বা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাকরণ
- ✓ রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া কর্মসূচি
- ✓ একটি ক্লাব মিউজিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাগ্রহণ
- ✓ পরিবেশগত অলিম্পিয়াড/কুইজ/পোস্টার/প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রতিযোগিতাসমূহের আয়োজন করা

- ✓ পরিবেশবিষয়ক বিভিন্ন দিবসে ছাত্রদের নানামুখী কর্মকাণ্ডে যুক্তকরণ।
- ✓ ক্লাব ম্যাগাজিন প্রকাশ করা
- ✓ আমাদের প্রকৃতি এবং এর দূষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে শিক্ষা সফর আয়োজন
- ✓ শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যে অংশগ্রহণ
- ✓ শিক্ষার্থীদের নিজের বাসায় বা পরিবারে সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সচেতনকরণ
- ✓ স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে উৎসাহ দান ও জাঙ্ক ফুড বর্জন করতে সচেতনকরণ কর্মসূচি
- ✓ শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের করিডোরগুলোতে হাউস প্লান্ট সজ্জাকরণ
- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশগত শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট উদ্ভাবন কর্মসূচি
- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ
- ✓ কলেজ লাইব্রেরিতে বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কিত বই, ম্যাগাজিনের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজনসহ প্রভৃতি

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব গঠনের কিছুকাল পরেই সারা পৃথিবীতেই কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় ক্লাব কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। কিন্তু আমরা থেমে না থেকে অনলাইনে ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছাত্রদের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। সরাসরি কিংবা অনলাইনে আমাদের ক্লাবের কর্মকাণ্ড ও অর্জনসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০টি গাছের চারা রোপণ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

প্রথম আরনেক কুইজ প্রতিযোগিতার পোস্টার

২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে কলেজ ক্যাম্পাসে ১০০টি বৃক্ষরোপণের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাননীয় অধ্যক্ষ স্যারের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ক্লাবের সক্রিয় অংশগ্রহণে কলেজে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

প্রথম 'আরনেক' অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা:

২০২০ সালের ৮ এপ্রিল রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব প্রথম 'আরনেক' অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে প্রতিযোগিতাটি ভার্চুয়ালি করতে হয়েছিল। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দেড়শতাধিক। তাদের মধ্যে ১০ জন বিজয়ী ছিল।

প্রথম রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব উৎসব ব্যানার

প্রথম রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব উৎসব:

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব ২০২০ সালের ২০ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত প্রথম ডিআরএমসি অনলাইন নেচার অ্যান্ড আর্থ ফেস্টিভাল নামে বছরের অন্যতম গৌরবময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ৯টি উত্তেজনাপূর্ণ ইভেন্টে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৭০০র অধিক, যা ক্লাবের জন্য একটি বিশাল অর্জন। ৫টি ক্যাটাগরিতে ৮৭ জন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয় সে আয়োজনে। দেশব্যাপী ২৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা এই দুর্দান্ত উৎসবে তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বাসেডরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রথম বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১

নটরডেম কলেজের উদ্যোগে বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার বিখ্যাত ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ক্লাব মিলে প্রথমবারের মত আয়োজন করে বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১, যা ছিল অনলাইনভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রতিটি ক্লাব একটি করে ইভেন্ট হোস্ট করার দায়িত্ব নেয় এবং ২২ ও ২৩ এপ্রিলের দুই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় সফলভাবে। রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাবটি বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১ এর একটি ইভেন্টের হোস্ট করেছিল, যা ছিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবসকে সামনে রেখে ডিজিটাল পোস্টার ডিজাইনিং প্রতিযোগিতা। এ ইভেন্টে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রথম বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১ ও পোস্টার ডিজাইন ব্যানার

অনলাইন ডিআরএমসি ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল

অনলাইন ডিআরএমসি ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভালে আরনেকের ইভেন্ট পোস্টার

৫ মে ২০২১, ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৬ দিনব্যাপী অনলাইন ডিআরএমসি ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল-এর আয়োজন করা হয়। এটির উদ্বোধন করেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ। উক্ত ফেস্টে রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব 'ভার্চুয়াল অনলাইন নেচার ফিয়েস্তা-২০২১' নামে ২টি ইভেন্ট আয়োজন করে। যেগুলো হল–

ক) নেচার ও আর্থ অলিম্পিয়াড এবং

খ) গ্রিন জার্নালিজম।

ক্লাবের উক্ত ২টি ইভেন্ট পেইজে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের প্রথম ইভেন্ট নেচার ও আর্থ অলিম্পিয়াড-এ প্রায় ৩০০এর অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে গ্রিন জার্নালিজম প্রতিযোগিতায় ৬০ এর অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

নেচার ও আর্থ অলিম্পিয়াডে ৩টি বিভাগ অর্থাৎ জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার সুনামধন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে গ্রিন জার্নালিজম রিপোর্টিং-এ ২টি বিভাগ ছিলো- সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি। এই ফেস্টেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব ছাত্রদের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রেখে তাদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি সমাজে নেতৃত্বদানের গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে চলেছে। শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলাও এ ক্লাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
বিজনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ক্লাব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮টি ক্লাবের মধ্যে ডিআরএমসি বিজনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ক্লাব অন্যতম। ২০১৯ সালের শেষের দিকে কলেজের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যারের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়।

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **কাজী শামীম ফরহাদ,** এনডিসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

প্রধান সমন্বয়ক : **মোহাম্মদ নূরুন্নবী,** সহযোগী অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

মডারেটর : **মো. আহসানুল হক**, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত প্রথম বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার ক্লাব নির্বাহী কমিটি

SL	Name of the Post	Name	Shift	Class
1	Adviser	Afridur Rashid Shamim	Day	XII
2	President	Md. Tanjeel Bin Zaman	Morning	XII
3	Vice President	Sadab Mahmud Shuhan	Morning	XII
4	Vice President	Mahmud Hasan Dipu	Day	XII
5	General Secretary	Fatin Ishrak Fabi	Morning	XI
6	Joint Secretary	Ahthasham Galib	Day	XI
7	Organizing Secretary	Akib Sultan Arnab	Morning	XI
8	Publication Secretary	Tawseef Hossain	Morning	XI
9	Office Secretary	Shohail Hossain Tausif	Morning	XI
10	Treasurer	Shanzidul Hasan Borno	Morning	XI
11	Olympiad Secretary	Sharif Miah	Morning	XI
12	Quizzing Secretary	Nazmul Hasan Ferdous	Day	XI
13	Project Secretary	Abu Sad Mohammad Seaum	Morning	XI
14	Wall-Magazine Secretary	Md. Shakibur Rahman Shakkhor	Day	XI
15	Photography Secretary	Abdullah Abu Jayed	Morning	XI
16	External Affairs Secretary	Bokhtiar Azim Zamadder	Day	XI

দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ব্যবসায়ের আলো পৌঁছে দেওয়া এবং আধুনিক ব্যবসায় সফলতা অর্জনে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চার করার জন্য দেশের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজনেস ক্লাবের কোনো বিকল্প নেই। এতে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ার গঠনে চাকরির পেছনে না ছুটে নতুন ব্যবসায় নিজের ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবে।

কর্মশালা-১

"বিজনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ক্লাব" শুরু থেকেই ক্লাবের নির্বাহী কমিটি, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এবং বাইরের প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজনেস ও ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর্মশালা আয়োজন করেছে। প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১) তাহসিন তাসনিম অতশি, প্রেসিডেন্ট, বিজ বি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; (২) ফাহিম কাদের, জেনারেল সেক্রেটারি, বিজ বি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং (৩) আহসান আল-রিফাত, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড এডুকেশন ক্লাব। এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

অনলাইন ফেস্টিভ্যাল-১

কোভিড-১৯ খারাপ পরিস্থিতির কারণে ঘরে বসে থাকা শিক্ষার্থীদের মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য এবং অবসর সময় ভালোভাবে কাটানোর জন্য মান্যবর অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশে ২ মে থেকে ৭ মে ২০২১ তারিখে "ভার্চুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভ্যাল ২০২১" এর আয়োজন করা হয়। বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার ক্লাব ৪ টি ইভেন্ট এর আয়োজন করে। ইভেন্টগুলোর নাম- ১। বিজনেস কুইজ, ২। বিজনেস অলিম্পিয়াড, ৩। ইয়ং বাজেট এনালাইসিস এবং ৪। টিভিসি

"ভার্চুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভ্যাল ২০২১" এর এই চারটি ইভেন্টে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ-এর বিজয়ী ছাত্রদের নামঃ

১. বিজনেস কুইজ (সিনিয়র)
দ্বিতীয় স্থান : ইশতিয়াক মান্নান আইডি-১৭৪৮৫, দ্বাদশ-সি, প্রভাতি শাখা

২. বিজনেস অলিম্পিয়াড (জুনিয়র)
প্রথম স্থান : আসিফ রেদোয়ান আইডি-১১৩৪৩, একাদশ-বি, দিবা শাখা
দ্বিতীয় স্থান : সালমান রহমান আইডি-১১৩৬১, একাদশ-বি, দিবা শাখা

৩. বিজনেস অলিম্পিয়াড (সিনিয়র)
তৃতীয় স্থান : সৌম্য ফাগুন চক্রবর্তী আইডি-৭১১৯, একাদশ-বি, প্রভাতি শাখা

৪. ইয়ং বাজেট এনালাইসিস (ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম)
দ্বিতীয় স্থান : সৌম্য ফাগুন চক্রবর্তী আইডি-৭১১৯, একাদশ-বি, প্রভাতি শাখা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও বিজনেস ফেস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে স্টার্ট আপ বা ব্যবসায় উদ্যোগ (অনলাইন/অফলাইন) কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপস্থাপন করা হবে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিজনেস আইডিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজনেস ফেস্টের আয়োজন করা হবে।
- ক্যারিয়ার গঠনে ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপস্থাপন করা হবে।
- আইডিয়া বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেওয়া হবে ইনশাল্লাহ।

গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব

২০১৭ সালের জানুয়রি মাসে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের কিছু ক্রীড়ানুরাগী ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ডিআরএমসি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব।

আমাদের কলেজে ১৮টি ক্লাবের মধ্যে ডিআরএমসি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব অন্যতম।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১ বছরের যাত্রায় খেলাধুলার প্রতি, খেলাধুলার আদর্শের প্রতি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর ব্যক্তিত্ব তৈরি করা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য খেলাধুলার অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি অত্র কলেজ এর প্রতিশ্রুতি কখনো ম্লান হয়নি। যার প্রমাণ হিসেবে কলেজ এর সুবিশাল মাঠ, নানামুখী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সর্বোপরি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার অসীম উদ্দীপনা উপস্থাপনযোগ্য। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই খেলাধুলা ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করে আসছে। ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, অ্যাথলেটিকস-এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের সাফল্য ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত ২০১৯ সালে ঢাকা বোর্ড আয়োজিত শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট, হ্যান্ডবল ও অ্যাথলেটিকস-এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

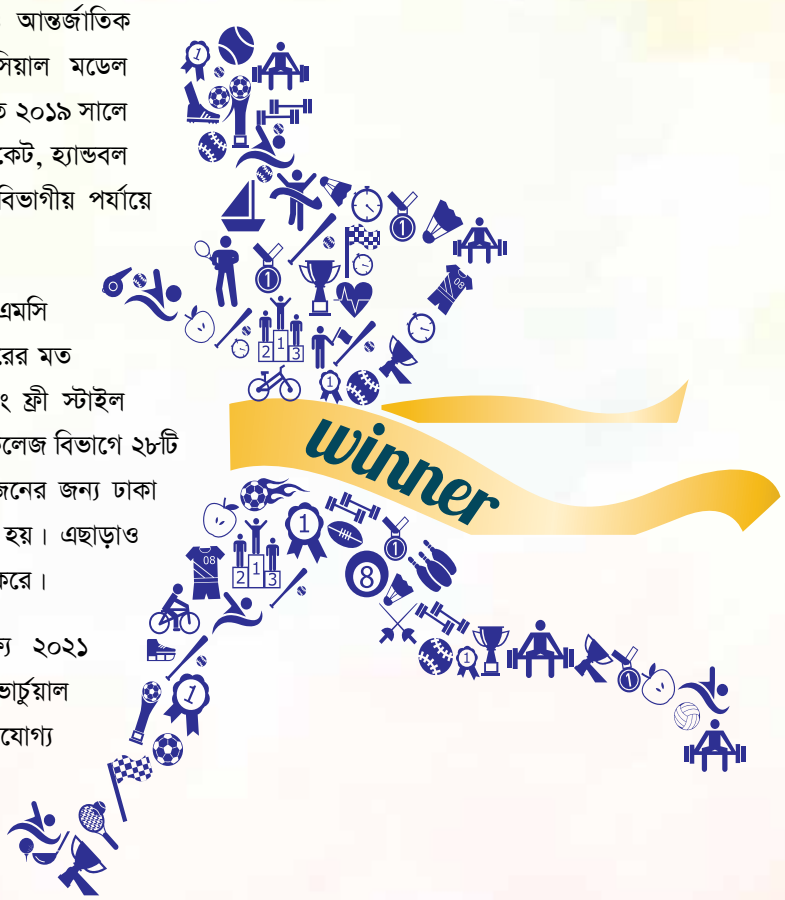

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "বি বি এস ক্যাবল-ডিআরএমসি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল ফেস্ট" নামে প্রথম বারের মত মেগা ফেস্ট আয়োজন করে। যেখানে ফুটবল, পান্না এবং ফ্রী স্টাইল তিনটা ইভেন্ট ছিল। ফুটবল এর দুইটা সেগমেন্ট এর মধ্যে কলেজ বিভাগে ২৮টি এবং স্কুল বিভাগে ৪২টি টিম অংশগ্রহণ করে। সে আয়োজনের জন্য ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাফুফের কাছেও প্রশংসিত হয়। এছাড়াও পান্না ও ফ্রী স্টাইলে দেশের সেরা ফ্রিস্টাইলাররা অংশগ্রহণ করে।

কলেজ এর ৬১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ৪টি ইভেন্ট নিয়ে ক্লাবটি ভার্চুয়াল ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করে, যেখানে ৩৪টি কলেজের উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

ক্লাবের সংক্ষিপ্ত অথচ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পেছনে রয়েছে ক্লাবের মডারেটর স্যার, প্যানেল সদস্য এবং ক্লাবের অগ্রগামী সদস্যসহ সকলের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা।

ঢাকা রেসডেনসিয়াল মডেল কলেজের ক্লাবগুলোর কার্যক্রম সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার প্রশংসার দাবিদার।

অনির্বাণ উদ্যম নিয়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ডিআরএমসি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সফল হবে।

DR(MC)²

Numeros Regere University

ক্লাব পরিচিতি:

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গণিত ক্লাব DRMC Math Club। বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষার্থীও যেন গণিতকে ভয় না পায়, এমন একটি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য থেকে ২০১৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু হয় ক্লাবটির। ক্লাবটির মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করে তাদের মাঝে গণিতের আনন্দ ছড়িয়ে দেয়া। ক্লাবটির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক গণিতের পাশাপাশি অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। সে লক্ষ্যে গণিত ক্লাব নিয়মিত গণিত ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজনসহ বিভিন্ন গাণিতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ক যাবতীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।

গণিতের পাশাপাশি ক্লাবটি সুডোকু, রুবিক্স কিউব মিলানো (স্পিডকিউবিং) সহ নানা ধরনের গণিতভিত্তিক ব্রেইন গেমসে শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করে তুলতেও কাজ করে যাচ্ছে।

কার্যনির্বাহী পরিষদ:

ক্লাবের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যনির্বাহের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট- সিজরাতুল মাহমুদ

ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রভাতি)- কে.এম. শফিক রাইয়ান

ভাইস প্রেসিডেন্ট (দিবা)- মীম মাহিজুর রহমান

সাধারণ সম্পাদক- মোঃ জুবায়ের আলম রনি

স্পিড কিউবিং সেক্রেটারি- মোঃ সিয়ম চৌধুরী

গ্রাফিক্স ডিজাইনিং সেক্রেটারি- তানভীর চৌধুরী

অলিম্পিয়াড সাব- খাজা আসিফ করিম শ্রমী

পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি- মোঃ সাঈদ আল ইমরান

ইভেন্ট ম্যানেজার (প্রভাতি)- বি.এম. রাইসুল হক

ইভেন্ট ম্যানেজার (দিবা)- ইশতিয়াক রহমান ওয়াসি

ট্রেজারার- তকি তাহমিদ সামী

ক্লাব মডারেটরবৃন্দ:

অনাদিনাথ মন্ডল

সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মো: হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক

প্রভাষক, গণিত

মোঃ আবু সালেহ

প্রভাষক, গণিত

কার্যক্রম:

- রেমিয়ানদের জন্য চারটি গণিত ওয়ার্কশপের (অফলাইন) আয়োজন করা হয়েছে।
- স্পিড কিউবিং ওয়ার্কশপ (অফলাইন) আয়োজিত হয়েছে।
- দেশজুড়ে ১৪ দিনব্যাপী ম্যাথম্যাটিকাল ই-টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে।
- সবার জন্য উন্মুক্ত ই-ম্যাথ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২০-এর প্রস্তুতি হিসেবে ক্লাব ফেসবুক পেইজ থেকে প্রস্তুতিমূলক গণিত সেশন এর আয়োজন করা হয়।
- ক্লাব ফেসবুক পেইজ থেকে আন্তর্জাতিক পদকজয়ীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- রেমিয়ানদের জন্য অনলাইন গণিত ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
- সাপ্তাহিক অনলাইন প্রব্লেম সলভিং অনুষ্ঠিত হয়।
- করোনা মহামারিতে গণিত চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য অনলাইন গাণিতিক আর্টিকেল ও ফান ফ্যাক্টস প্রকাশ করা হয়।
- স্পিড কিউবিং ও সুডোকু বিষয়ক অনলাইন গাইডলাইন প্রকাশিত হয়।

- রেমিয়ানদের জন্য আন্তঃপ্রতিষ্ঠান অনলাইন ম্যাথ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে।
- রেমিয়ানদের গণিত বিষয়ক সার্বিক সহায়তা ও তাদের গণিত এর প্রতি ভীতি দূর করতে অনলাইন প্লাটফর্মে দলগত আলোচনা করা হয় এবং হ্যান্ড নোট, ওয়ার্কশপ ও গাইড লাইন প্রদান করা হয়।

অর্জন:

- বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২০ এর আঞ্চলিক পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ থেকে প্রায় ২০০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়।
- ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গণিত টিম "Scholastica International Math Summit 2020"-এ সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

হায়ার সেকেন্ডারি টিম:

মিতুল রহমান অন্তর
শ্রেণি: দ্বাদশ ২০২০ (প্রভাতি)
কলেজ নং- ১৬৫৩৮

আহমেদ ইত্তহাদ হাসিব
শ্রেণি: দ্বাদশ ২০২০ (প্রভাতি)
কলেজ নং- ১৬৯১৫

মীম মাহিজুর রহমান
শ্রেণি: দ্বাদশ (দিবা)
কলেজ নং- ১১৬৮৭

সিজরাতুল মাহমুদ
শ্রেণি: দ্বাদশ (দিবা)
কলেজ নং- ১১৬৭৪

সেকেন্ডারি টিম:

এম এম ফাহাদ জয়
শ্রেণি: এসএসসি ২০২০ (প্রভাতি)
কলেজ নং- ১৬৩৪৫

খাজা আসিফ করিম শ্রমী
শ্রেণি: এসএসসি ২০২১ (দিবা)
কলেজ নং- ১১৩৯২

আজমাঈন আসিফ
শ্রেণি: এসএসসি ২০২০ (প্রভাতি)
কলেজ নং- ১৬৩৩৪

আফিফ সিদ্দিকী
শ্রেণি: এসএসসি ২০২১ (দিবা)
কলেজ নং- ৭৫৬৪

- DRMC Math Club এর সাবেক ভাইস প্রেসিডিন্ট আহমেদ ইত্তিহাদ হাসিব (HSC 2020; শিফট- প্রভাতি; কলেজ নং- ১৬৯১৫) "International Mathematical Olympiad 2020" এ বাংলাদেশ গণিত টিমের হয়ে রৌপ্য জয়ের গৌরব অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি "Asia Pacific Mathematics Olympiad 2020" এ রৌপ্য জয় করেন এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পান।
- ডিআরএমসি গণিত ক্লাব 'SIMS:2021' Team vs Team Segment এ জুনিয়র ও সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে বিজয় অর্জন করে।

জুনিয়র টিম:

রাধ চৌধুরী
শ্রেণি- অষ্টম (দিবা)
কলেজ নং- ১৫৪০১৪৬

শারাফ মোহাম্মদ জারাফ
শ্রেণি- অষ্টম (দিবা)
কলেজ নং- ৮৮৩৫

সাবিত ইবতিসাম আনান
শ্রেণি- অষ্টম (দিবা)
কলেজ নং- ১০৩২৭

ওমর বিন আরিফ
শ্রেণি- অষ্টম (দিবা)
কলেজ নং- ১৫৪০০৫৫

সেকেন্ডারি:

আফিফ সিদ্দিকী

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ৭৫৬৪

খাজা আসিফ করিম শ্রমী

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ১১৩৯২

রাশিদুল ইসলাম আবিদ

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ৮৮৩০

কে এম ইশমাম হোসেন

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ১৩৫০৯

- Mastermind Inter-School Math Fiesta 2021 প্রতিযোগিতার Calc-Combat Segment এ ডিআরএমসি ম্যাথ ক্লাব সেকেন্ডারি টিম বিজয় অর্জন করে।

সেকেন্ডারি টিম:

আফিফ সিদ্দিকী

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ৭৫৬৪

খাজা আসিফ করিম শ্রমী

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ১১৩৯২

রাশিদুল ইসলাম আবিদ

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ৮৮৩০

কে এম ইশমাম হোসেন

শ্রেণি- এসএসসি ২০২১ (দিবা)

কলেজ নং- ১৩৫০৯

- কলেজের প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২১ এর আঞ্চলিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে বিজয় অর্জনের গৌরব অর্জনও করে অনেক ছাত্র।

- স্পিড কিউবিং কম্পিটিশন

মোঃ সিয়ম চৌধুরী

শ্রেণি- দ্বাদশ (প্রভাতি)

কলেজ নং- ১৭৬৭৬

1. Tiger it Foundation presents JU CSE Fest 2019 (JU, Dhaka)

   333 event- 2nd

2. Knights Cubing Open 2019 (St. Joseph, Dhaka)

   333 event- 3rd

   Megaminx event- 2nd

3. Meghna Petroleum Ltd. presents EEE day 2019 (KUET, Khulna)

   333 event- 1st

4. Cubing Fest Chittagong 2019 (Chittagong Collegiate School and College, Chittagong)

   333 event- 1st

5. RFL Plastic presents SAGC 4th National Science Festival 2018-19 (SAGC, Dhaka)

   333 event- 2nd

6. IUB EEE Day 2019 (IUB, Dhaka)

   333 event- 3rd

7. Appointed as 1st Bangladeshi World Cube Association Delegate

8. Sciecopath Cubing Carnival 2021 (online)

   (Sciecopath Chittagong Goverment High School Science Club)

   333 event- 2nd

Dhaka Residential Model College

Mohammadpur, Dhaka 1207

DRMC Model United Nations Association

ABOUT DRMCMUNA

Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) is a new club formed in 2019. It was formed with an ambition to give the students an opportunity to exercise their skills in public speaking, diplomacy, and collaboration by simulating the activities of the United Nations.

DRMCMUNA is creating a friendly environment for the students to improve their social communication skills including their public speaking, understanding capability, research work, negotiation, writing skills, teamwork and so on. Such programmes help students achieve a new level of communication skills which plays a vital role to develop as a true leader in the 21st century.

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS OF DRMCMUNA

The first ever executive panel of this club was announced in 2019 to maintain a constancy in the structural framework of this club to smoothly run its workshops and programmes. Later the legacy was passed on to the Executive Committee of 2021. They are:

- Mohammad Afzal Hossen (Moderator)
- Minhazul Islam (President)
- Mir Farhan Morshed (Vice President of Day Shift)
- Mahir Tajwar Rahman (Vice President of Morning Shift)
- Mahdi Mahbub (General Secretary)
- Nafis Ahmed (Joint Secretary)
- Muhammad Fahim (Secretary of Marketing and Finance)
- Farhaan Hasin (Secretary of Conference Management and Security)

Executive Committee of DRMCMUNA 2021-2022

ACHIEVEMENTS OF DRMCMUNA IN 2019

From the very beginning of this club, DRMCMUNA started to create awareness about the historical days through their social platform. Some of the mentionable were 24th October (United Nations Day), 27th October (World Audiovisual Heritage) and many more. In 2019, a few days after its establishment, DRMCMUNA also presented their first workshop which was titled "Introduction to MUN''. Some outstanding personnel conducted this workshop such as:

- The President of IABC
- Sakib Mahboob Ahmed, an Ex-Remian and the Vice-President of IABC
- Shoumik Hossain, an alumni of Brac University

Besides, the respected Principal of Dhaka Residential Model College, Brigadier General Kazi Shameem Farhad, gave his valuable speech for the uprising delegates of the club.

ACHIEVEMENTS OF DRMCMUNA IN 2020

In 2020, DRMCMUNA started a **Campus Ambassador Programme** where a student of DRMC can choose to represent DRMCMUNA after consultation from the authority in any conference.

The second workshop presented by DRMCMUNA was titled "**Delegate Training Programme** ". This workshop was basically for the beginners to help them understand a live committee session and help the new MUNers to improve their:

- Public Speaking
- Socialization capability in every situation
- Negotiation of Delegate affairs
- Acquisition of general knowledge about International Relations.
- Creating a sense of leadership.

In 2020, Rishabh Shah, Founder and President of IIMUN (Indian International Movement to United Nations) came to a special workshop of DRMCMUNA and gave an inspiring speech which motivated the students. Before the devastating pandemic, the MUN team from DRMCMUNA participated in DIUMUN, BUPMUN, BUFTMUN, NDCMUN, and DUNMUN and also achieved an outstanding delegation award IIMUN held in Bangladesh.

ACHIEVEMENTS OF DRMCMUNA IN 2021

Due to the ongoing pandemic and strict government lockdown in Bangladesh, DRMCMUNA couldn't arrange any physical MUN competition. But for the celebration of 61 years of DRMC, DRMCMUNA virtually introduced "**Virtual Seminar on Model United Nations and Delegation in MUN**" where students of different institutions from different parts of the country attended.

AWARDS WON BY DRMCMUNA TEAM

Rakin Rahman	- Special Mention - BUFTMUN
Nafis Ahmed	- Special Mention - IIMUN
Minhaz Islam	- Outstanding Delegate - IIMUN
	- Honourable Mention - DIUMUN
Mir Farhan Morshed	- Honourable Mention - DUIMUN
	- Honourable Mention - IIMUN

Mahdi Mahbub	- Outstanding Delegate - DGBHSMUN
	- Verbal Mention - DUNMUN
	- Verbal Mention & Best Position - DIGMUN
Farhan Hasin	- Outstanding Delegate - BZSMUN
	- Special Mention - PIUMUN
Tayed Shahriar	- Honourable Mention - BUFTMUN
Md. Naheyan Kamal	- Outstanding Delegate - HYD Flix The Floor
Noor Rifat Aronnya	- Special Mention - AMUN

VIRTUAL SEMINAR ON MODEL UNITED NATIONS AND DELEGATION IN MUN

Modern way for the modern world by DRMCMUNA “The Supreme art of war is to subdue the enemy without fighting” -Sun Tzu. We, The DRMCMUNA appreciate the efforts of our honorable executives and club members in bringing together such a big event on which it was demonstrated as integral to the ideals and potentials of our Model UN Association to the extent of all benevolent banalities and utmost productivity discerning the endorsement of an intricate yet profound sense of individualism and solidarity. Agenda: - The Prevention of Discrimination against the Unvaccinated. As we’ve observed on several different occasions round the globe, that folks are being favored or discriminated against within the case of vaccination distributions, It is a threat to the whole human existence and thus a humanitarian crisis. This sophisticated quiet human rights violation should be addressed formally. Thus, on 3rd may, 2021 DRMCMUNA arranged a Virtual Seminar on Model UN. Where over 60 delegates registered and more than 40 participated. Our judges were President Sharar Mahbub Dhurbo, Co-President Iftekhar Ahmed Sakib and Vice-President Tansova Alam Ahona who have enlightened us with their humble abode. They worked tirelessly to make sure the delegates were judged fairly. And Thanks to our Honorable executives for bringing forward such a magnificent Virtual Seminar.

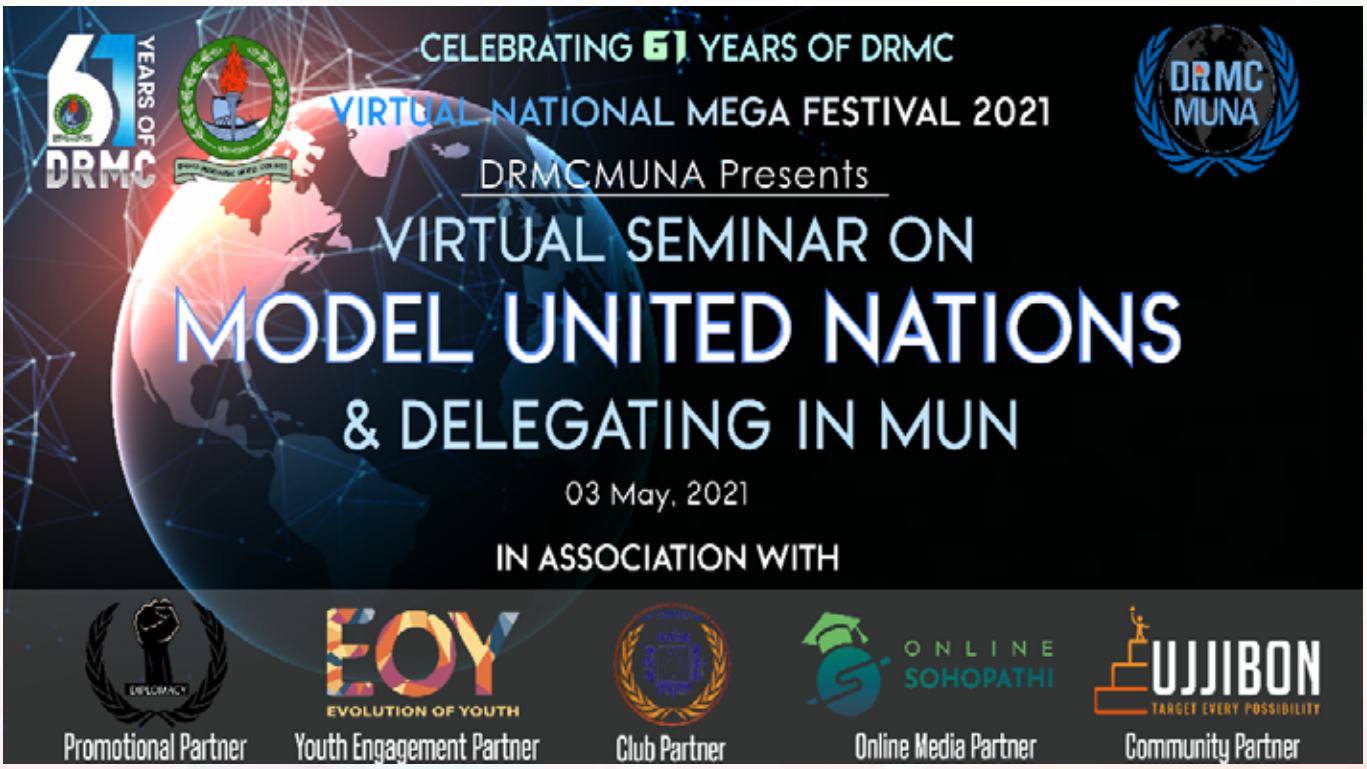

DRMCMUNA AFFILIATIONS

DRMCMUNA affiliated with a number of organizations this year, they are mentioned as follows:

- **JUMUNA** as Club Partner
- **DIPLOMACY** as Promotional Partner.
- **EOY** as Youth Engagement Partner
- **UJJIBON** as Community Partner
- **ONLINE SOHOPATHI** as Online Media Partner

DELEGATION TRAINING PROGRAM (DTP)

Delegation Training Programme (DTP) is a self place course providing learners with the essential information they need to successfully obtain and execute their delegated authorities in MUNs Dhaka Residential Model College has previously organized few DTPs under the authorization of the moderator of DRMCMUN, Mohammad Afzal Hossen sir. Among one of those well coordinated DTPs, the President of Indian International Model United Nations also known as IIMUN was invited as the special guest in that DTP which took place in the auditorium of Dhaka Residential Model College

AMBITION OF DRMCMUNA

The ambition of DRMCMUNA is to develop the interpersonal skills of students so they can reach the highest peak in their respective careers. DRMCMUNA particularly focuses on developing several skills which are common among all the leading professions around the world. Some worthy of mentioning are as follows:

- DRMCMUNA creates a scope among the students to gain vast knowledge by providing them a platform where they represent a country at a 'global' level and interact with the delegates representing other countries.
- To build the backbone of self confidence by involving the students to meet new people, interact with unfamiliar faces, working in teams to develop resolutions to assigned tasks and to express views in a self-assured manner.
- To improve the analytical skills of the students by solving the task after examining the concerns of the other countries, past precedents and potential solutions to come up with an acceptable resolution.

- To create a sense of diplomacy among the new Delegates.
- To create a networking circuit among other delegates, senior delegates, organizers, co-sponsors, judges, and chairs of the event.
- To boost leadership among the students by charging them as a representative of a real-world country.

FUTURE OF DRMCMUNA

After tremendous success and noticeable response from 2021's virtual MUN, DRMCMUNA is planning on taking MUN to a new level by the next big event. Besides, a team of 20 Delegates from DRMCMUNA has participated this year in the AMUN 2021 and the whole club is hoping for its explanatory success. As a newly formed club, DRMCMUNA still lacks a club room to organize its further club activities. Besides, to host an offline physical MUN event, a club room is a must. DRMCMUNA is looking forward to receive a club room as soon as possible to continue further activities smoothly.

"Don't tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with their results."

-George S. Patton, former United States army general

SOME MEMORABLE MOMENTS OF DRMCMUNA

DRMC Science Club

DRMC Science Club was Founded by Mohammad Mustafizur Rahman in 2008. It's been 13 years after that but we are still one of the top College Clubs in our Country. In 2009 DRMC Science Club organized their first Science Carnival. The secret behind DRMC Science Club's long journey is the ability to adapt to all kinds of changes over time. DRMC Science Club is one of the most active clubs in our college.Its aim is to encourage juvenile learners in eternal science-related activities.

The activities & objectives of this club are:

To provide proper incentive and inspiration for the pursuit of scientific knowledge in vigorous ways by broadening their scientific outlook.

To provide opportunities for bringing other school & colleges & other science clubs close to the society and to acquaint the people with the services and contribution of science in their life.

To provide opportunity for the development of the constructive, exploratory and inventive faculties of the students.

DRMC Science Club was Founded in 2008. It's been 13 years after that but we are still one of the top College Clubs in our Country. In 2012 DRMC Science Club organized their first Science Carnival. The secret behind DRMC Science Club's long journey is the ability to adapt to all kinds of changes over time. DRMC Science Club is one of the most active clubs in our college.Its aim is to encourage juvenile learners in eternal science-related activities.

The activities & objectives of this club are:

To provide proper incentive and inspiration for the pursuit of scientific knowledge in vigorous ways by broadening their scientific outlook.

To provide opportunities for bringing other school & colleges & other science clubs close to the society and to acquaint the people with the services and contribution of science in their life.

To provide opportunity for the development of the constructive, exploratory and inventive faculties of the students.

Our activities:

1. Project Display Competition
2. Photography Exhibition
3. Mobile Photography Exhibition
4. Wall Magazine Display Competition
5. Scrapbook Display Competition
6. Math Olympiad
7. Physics Olympiad
8. Chemistry Olympiad
9. Biology Olympiad
10. Astronomy Olympiad
11. Mechanics Olympiad
12. Biochemistry Olympiad
13. Earth Olympiad
14. General Science Olympiad
15. Sudoku Competition
16. Rubik's Cube Competition
17. IQ Test
18. Science Fiction Story Writing Competition
19. Science Based Crosswords
20. Team Based Quiz Competition
21. Solo Quiz
22. Mega Quiz
23. Marvel vs DC Quiz
24. Chess
25. Gaming Contest
26. Line Following Robot
27. 52 Acre Challenge
28. Mixup Quiz
29. Astronomical Telescope Show
30. Soccer Bot

Magazine publication:

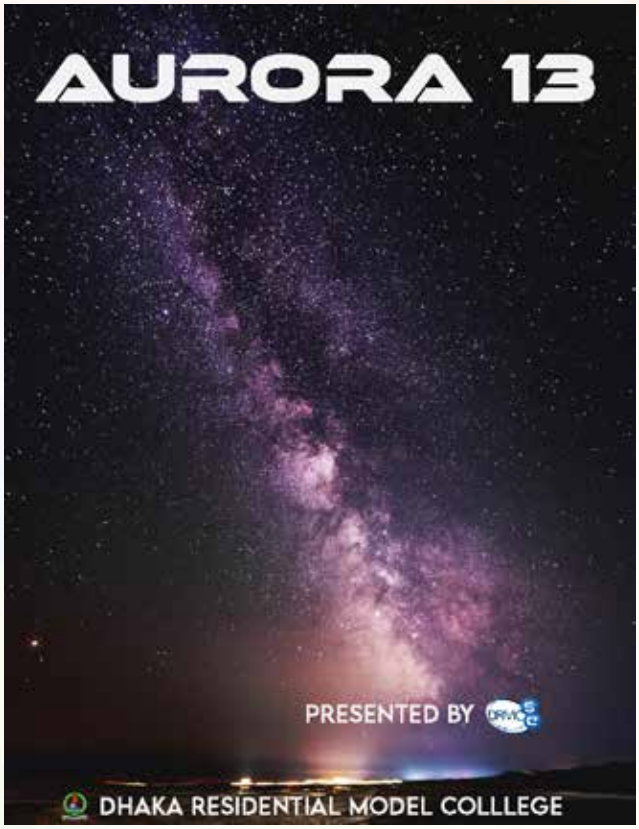

DRMC Science Club has always tried to encourage the youngsters of this college to step into the world of science through various workshops. Our most recent one was about aeronautical robotics which was held in cooperation with Thrust robotics. And we have also held various other workshops on quizzes and olympaids. We hope to do that again as well. Because, DRMC Science Club has always been a place for everyone's mind to flourish.

Gallery

Workshop and Seminar:

Club activities:

Dhaka Residential Model College Science Club organises National Science Carnival

Zibiyan N M Hoque

WITH a view to encouraging young learners in scientific studies along with the objective of building a Digital Bangladesh, Dhaka Residential Model College Science Club (DRMCSC) started its glorious journey ten years ago. Programmes such as eradicating science phobia, encouraging scientific creativity and helping students to participate in different science based competitions at home and abroad are just some of the many works done by the club.

In 2007, the club arranged its first 'Intra School Science Carnival.' Though the club started off by arranging intra school science based events, soon from 2010 they started arranging the 'Inter School Science Carnival.' The response to this event was simply astounding. The science loving students of Dhaka came in numbers to make the carnivals a tremendous success.

Organisers of the science festival

This year DRMCSC arranged the '10th National Science Carnival-2017' from February 9 to February 11. The State Minister for the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, also an alumni of this college, Nasrul Hamid Bipu inaugurated the opening ceremony.

Students from about 350 institutions from all around the country dignified the biggest science carnival of our country this year. Some of the exciting 24 events of this year includes project display, olympiad, quiz, wall magazine and photo exhibition.

Alongside these events the club held a plethora of exciting new events including mega quiz, solo quiz (shaped according to the format of World Quizzing Championship), rapid chess and an online programming contest. Like each year, the Project Display was the centerpiece of this grand event-where best project ideas were showcased. The club will publish a science themed magazine 'AURORA-10' covering the best project ideas presented in the carnival along with some selected write-ups.

The writer is a second year HSC student at Dhaka Residential Model College. He can be reached at zibiyanbd@gmail.com

Workshop:

Achievement:

রেমিয়ান্স মিউজিক ক্লাব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি গৌরবোজ্জ্বল ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের তত্ত্বাবধানে ১৮টি ক্লাব বিভিন্ন বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে চলেছে, যাদের মধ্যে অন্যতম হলো "রেমিয়ান্স মিউজিক ক্লাব"।

২০১৬ সালে কিছু নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীতানুরাগী শিক্ষার্থীর উদ্যোগে জন্ম লাভ করে সঙ্গীতচর্চার জন্য বিশেষায়িত এ ক্লাবটি। সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে ইতিমধ্যেই ক্লাবটি দেশের শীর্ষস্থানীয় তারুণ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর একটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি তাদের সুপ্ত সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ এবং মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনই ক্লাবটির মূল লক্ষ্য। সময়ের পরিক্রমায় ক্লাবটির কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্লাবের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ৫টি জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণ করেছে দেশের নানা প্রান্তের অসংখ্য শিক্ষার্থী।

পাশাপাশি ক্লাবের পক্ষ থেকে এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সঙ্গীতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত মাসিক কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজিত হয়। প্রতিবছর থানা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লাবের সদস্য শিক্ষার্থীরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে তাদের মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

ক্লাব-মডারেটর এবং কো-মডারেটর হিসাবে ক্লাবটির সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করছেন ১ জন প্রধান সমন্বয়কারী শিক্ষক ও ১ জন সহ-সমন্বয়কারী শিক্ষক এবং ক্লাবটির কার্যনির্বাহী পরিষদে দায়িত্বরত আছে ১৪ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে ৬০ জন সঙ্গীতানুরাগী শিক্ষার্থী।

কার্যনির্বাহী পরিষদ	
পদ	**নাম**
প্রধান সমন্বয়ক	বর্ণালী ঘোষ
সহ-সমন্বয়ক	মোঃ আরিফুল হক
সভাপতি	অনির্বাণ ঘোষ
সহ সভাপতি	আফিফ আব্‌দ চৌধুরী ভ্রমর
সাধারণ সম্পাদক	এস. এম. সাফকাত রহমান
যুগ্ম সম্পাদক	সারজিন শরীফ
সাংগঠনিক সম্পাদক	সিয়াম আহমেদ
সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক	জয়তু কর্মকার

কার্যনির্বাহী পরিষদ	
দপ্তর সম্পাদক	মোঃ শহিদুজ্জামান বিশ্বাস
সহকারী দপ্তর সম্পাদক	অরুণাময় দাশ অরণ্য
অলিম্পিয়াড সম্পাদক	খন্দকার মেহরাব আনোয়ার
প্রকাশনা সম্পাদক	মোঃ কাইফ আফরান খান
সহকারী প্রকাশনা সম্পাদক	কাইফ আবরার শীর্ষ
প্রচারণা সম্পাদক	কৌশিষ আহমেদ অংকন
সহকারী প্রচারণা সম্পাদক	সৌমিত্র শর্মা উৎস
কোষাধ্যক্ষ	কাজী জামিল জিতু

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত অতিমারির কারণে জনজীবনের প্রাণচাঞ্চল্যে স্থবিরতা বিরাজ করছে। থমকে রয়েছে মানবজাতির স্বাভাবিক জীবনধারা।

এই অতিমারির কারণে উদ্ভূত নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রেখে তাদের উজ্জীবিত রাখার প্রয়াসে রেমিয়ান্স মিউজিক ক্লাব আয়োজন করেছে কিছু অনলাইন কর্মশালা ও লাইভ সেশনের।

ক্লাবের সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে কলেজের ৬১ বছর পূর্তিতে উক্ত ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে "ডিআরএমসি ন্যাশনাল ভার্চুয়াল হামদ-নাত কম্পিটিশন"। এটি অত্যন্ত আনন্দের এবং একই সাথে গর্বের যে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে রাজধানীসহ সারা দেশের নানা প্রান্তের ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

ক্লাবটি বিশ্বাস করে, এধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর ও শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎকর্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। করোনাকালীন এ বিরূপ পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ ধরনের আয়োজনসমূহে কলেজসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসংখ্য শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এটিই প্রমাণ করে যে তরুণ প্রজন্ম আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক ডিজিটালাইজেশনের এই প্রচেষ্টা এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পেরে রেমিয়ান্স মিউজিক ক্লাব অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

DRMC IT CLUB

The Beginning of DITC (2016)

Started in 2016, September, this club has become a knowledge hub for enthusiastic tech-lovers. It is quite evident that we had worked hard to bring thorough change for the DRMC community as well as for the best of students. DRMC IT Club offers a chance to gain international-standard learning opportunity where every student gets real exposure to global projects and gains real-world experience.

The change we made in the community (2017-2019)

In 2017, the founding members of DRMC IT Club became champions in an event organized by Islamic University of Technology, called Project Showcasing. They developed and realized a unique form of AI called augmented reality which transformed B/W pictures into colorful ones. Later that year, we also organized a grand event called ''Laptop For All'', which gave the community to be educated. After that, we organized an event with G-Odyssey on Robotics and Drone Technology. It helped to contribute towards a society where everyone got the opportunity to showcase their talents and learnt from a new perspective.

In the last days of 2017, we got a stall for its students at a mega ICT event called Digital World 2017 at BICC. Investors, CEO's & visitors from different countries were present at the expo to support their ideas!

We started 2018 with a celebration as a team sent from the club to Robot Contest for Colleges arranged by United International University and secured second place. The students of DRMC once again waved the flags of victory for the college, as they became champions of CISCO IoT Hackathon, defeating other colleges and universities alike and was awarded with a prize of 50, 000 BDT for their remarkable project -'Human Detectable Car'.

DRMC International Tech Carnival was a huge open-for-all event organized by the club and had segments covering a wide-ranging variety like cosplay, programming contest such as coderacing, website displaying contest, digital art display and illustration contest, photography contest, recorded speaking contest on tech topics contest, team quiz on tech, robosoccer, Line following robot (LFR), multimedia presentation on tech contest, idea pitching on tech contest, extempore speech contest on tech based topics, public speaking on new tech innovations contest, drone race and live website creating contest with a prizepool of thousands. A total of three enlightening seminars were taken on NASA and knowing our opportunities as students and young learners. Even if contestants couldn't secure prizes or wins in the event, they received crucial words of wisdom in seminars that they will have forever.

The change we made in the community and our accomplishments (2020)

Similar to the one held in 2019, DRMC IT Club held another mega event in 2020 "**DRMC International Tech Carnival 2020**" with similar segments and contests. In this event chief guest was Zunaid Ahmed Palak, State Minister for ICT Division Ministry of Post, Telecommunications & Information Technology, People's Republic of Bangladesh. This event was easily a week of bliss for those who had potential in almost any field of technology. There were 26 separate events in this 3 days long event. The events were IT Olympiad, Solo Quiz, Project Showcasing, CodeRace, Multimedia Presentation, Team Quiz (Stage), PC Gaming (FIFA 19, NFS MW), Mobile Gaming(COD M), Website Display, TechWall : Wall Magazine, Tech Extempore Speech, Tech DAD(Digital Art Display), Meme Contest, Robo Soccer, Line Following Robot, Robo

Race, Photography (DSLR & Mobile), Cosplay, JAM- Just A Minute, Live Website Developing, Break the code, Capture and Win, Robo Olympiad, Anime Quiz, Tech Scrapbook Display. This event was attended by 95+ institutes and more than 9000 students participated which was a huge success.

Our Future plan and Contribution to society

- Our work not only gives eager learners a learning platform, it also gives them the basic practice field where they can explore tech options with the club. This helps tech-savvy students in the long learn as they get a strong idea of what they are most skilled in.
- There is an abundance of tech-savvy and enthusiastic students in the country, they all have potential. Some of them have used their potential to the fullest and some are struggling since they don't have the correct resources. This club has made these high tech resources accessible to the students of DRMC and this solves the problem for so many people.
- A huge number of highly skilled or semi-skilled tech learners are scattered throughout our country. DRMC IT Club facilitated the network between these people. Networking is a crucial determinant in people's careers and lives. This not only helps DRMC students with potential but also others of such caliber.
- The work of DRMC IT Club doesn't just end with their useful workshops or events or seminars or contests, the cycle goes on. An individual can learn and take inspiration from their peers in the club to move forward with their goals in the tech field. People never shy away from helping one another in this circuit.
- We are no stranger to the fact that IT skills are sought after and that every hiring business or corporation looks for people with these skills, these are high paying jobs. For a graduate with high potential from a middle-class family, the skills that our club helps them develop will serve them in their career by landing them such jobs.
- DRMC IT Club urges students to push themselves to the next limit, this ultimately helps them realize their true potential. This habit is a must for a successful career. This process has unlocked countless skills among the youth. Such skills not only make a person's resume strong but also their work ethic.

DRMC INTERNATIONAL TECH CARNIVAL 2020

WEBSITE DISPLAY:

Champion

- Name: Radman Siddiki
- Project: R4356 TH – Apps, games, videos

PROJECT SHOWCASING (Senior):

1st Runner Up

- Project : Portable Tesla Coil
- Name : Nabi
- Name : Farham
- Name : Toufiq

2nd Runner Up

- Project : Automatic Floor Cleaning Machine
- Name : Fatah Uddin
- Name : Rafsan Islam
- Name : Afjal Uddin

PROJECT SHOWCASING (Secondary):

Champion

- Project : Lost and Found
- Name : Md. Azmayeen Fayekh
- Name : Ahmed Zubayer
- Name : Khaja Asif Karim Shrami

1st Runner Up

- Project : E-Aid
- Name : Mushfiqur Rahman
- Name : Taqi Tahmid
- Name : Sadman Sami

Project Showcasing (Junior)

Champion

- Project : Light Fidelity
- Name : Aureek Arefin
- Name : Mahadi Hossain
- Name : Abrar Adittya

1st Runner Up

- Project : Tor Pi
- Name : Tazwan Haque
- Name : Md. Jahin Hossain
- Name : Abdullah Irbad

Just A Minute:

- **Champion :** Farhan Karim
- **1st Runners-up**: Mir Farhan Morshed

Cosplay:

- **Champion :** Farhan Karim

TECH DAD:

- **Champion :** Md. Fatah Uddin
- **Runners-up:** Suprito Saumi

Solo Quiz (Junior):

- **Champion:** Ahnaf Tahmid

Solo Quiz (Senior):

- **Champion :** Md. Sazzad Hossain
- **1st Runners-up:** Sadman Siddique

Break The Code:

- **Runners-up:** Mashayekh Al Mashriquee

Robo Olympiad:

- **Champion :** Sadman Siddique
- **1st Runners-up:** Sadman Hafiz

Multimedia Presentation:

- **1st Runners-up:** Team Nano Technology

IT Olympiad (Senior):

- **1st Runners-up:** Md. Sazzad Hossain Shohag
- **2nd Runners-up:** Sadman Khan

IT Olympiad (Junior):

- **Champion :** Hasin Abrar Alvi
- **1st Runners-up:** Samiul Islam Samin
- **2nd Runners-up:** Radh Chowdhury

Tech Extempore(Speech):

- **Champion :** Md. Tamhidul Islam

Anime Quiz:

- **2nd Runners-up:** Name: Tawsif Ahmed, Ishrak Shams Khan Majlish

Team Quiz:

- **Champion :** Delta Core
- **1st Runners-up:** Remianz United

Need For Speed Gaming Contest:

- **2nd Runners-up:** Swapmil Roy

FIFA Gaming Contest:

- **Champion :** Fairuz Kabir Shaan

চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি

জুনায়েদ আহমেদ
কলেজ নং: ১৮৪২৫
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

উজান মজুমদার
কলেজ নং: ১৭৮৫৬
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ (প্রভাতি)

মোঃ নাবিদ হোসেন কাব্য
কলেজ নং: ১৬০৭০
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ঙ (দিবা)

মোঃ নাবিদ হোসেন কাব্য
কলেজ নং: ১৬০৭০
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ঙ (দিবা)

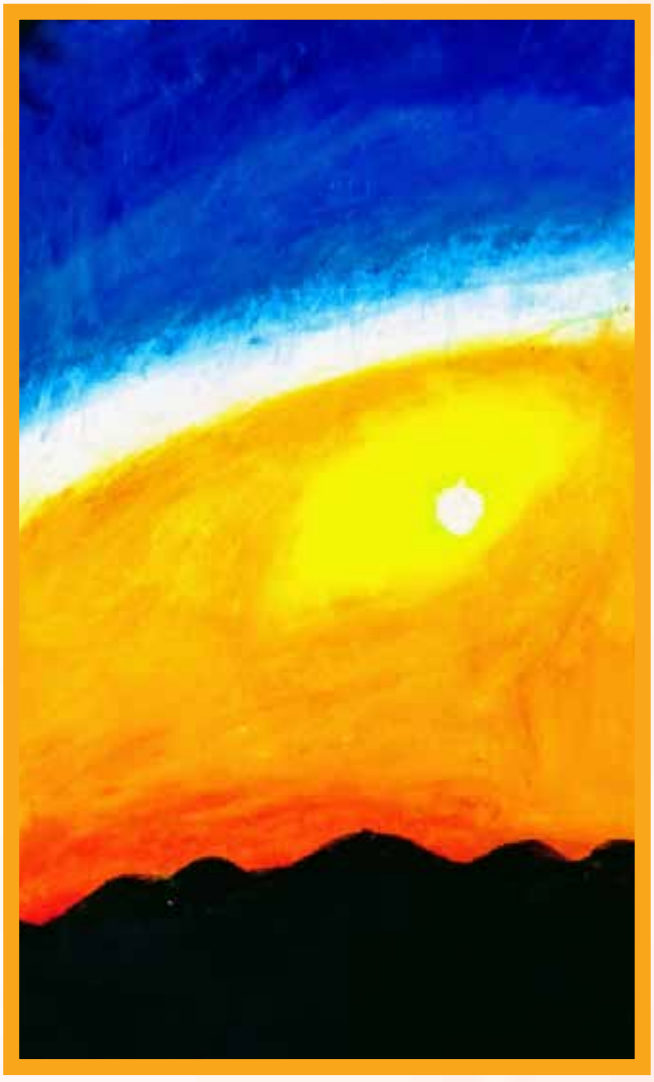

স্বচ্ছ হাওলাদার
কলেজ নং: ১৬১৩৪
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

তানফিজ হামিদ
কলেজ নং: ১০৩৬৯
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: খ (দিবা)

আশিকুর রহমান প্রধান জিহান
কলেজ নং: ৮৭২১
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঙ (দিবা)

তাহসিন লাবিব
কলেজ নং: ১০৫৭৬
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: গ (দিবা)

তানভীর হোসেন
কলেজ নং: ১০৪৪৫
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: গ (প্রভাতি)

গোলাম রিফাত মুহতাতিম প্রোপাত
কলেজ নং: ৭০৮২
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

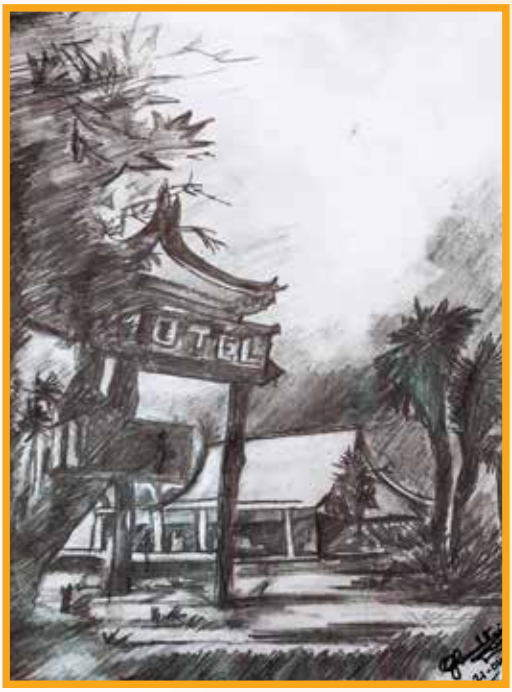

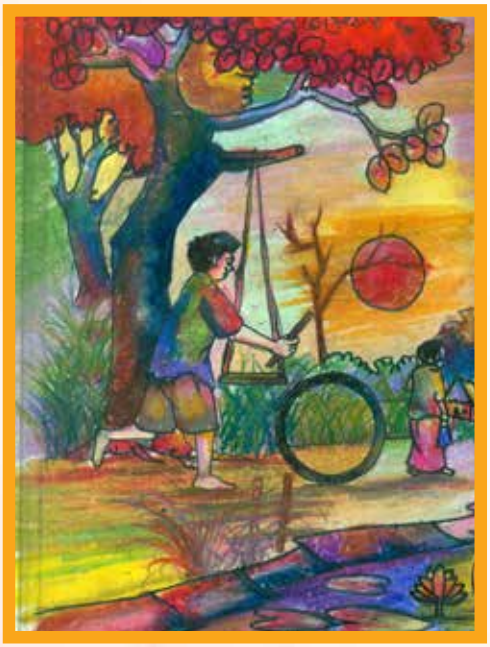

সাকিব ইমতিয়াজ
কলেজ নং: ১২৫৮৯
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: ঘ (দিবা)

মোঃ হাসান ওয়ায়েসকুরনি
কলেজ নং: ১২০৩৩
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ঙ (দিবা)

স্টুডেন্টস গ্যালারি

আলোকচিত্রে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম

পঞ্চম শ্রেণি খ-শাখার অনলাইন জুম ক্লাস (দিবা)

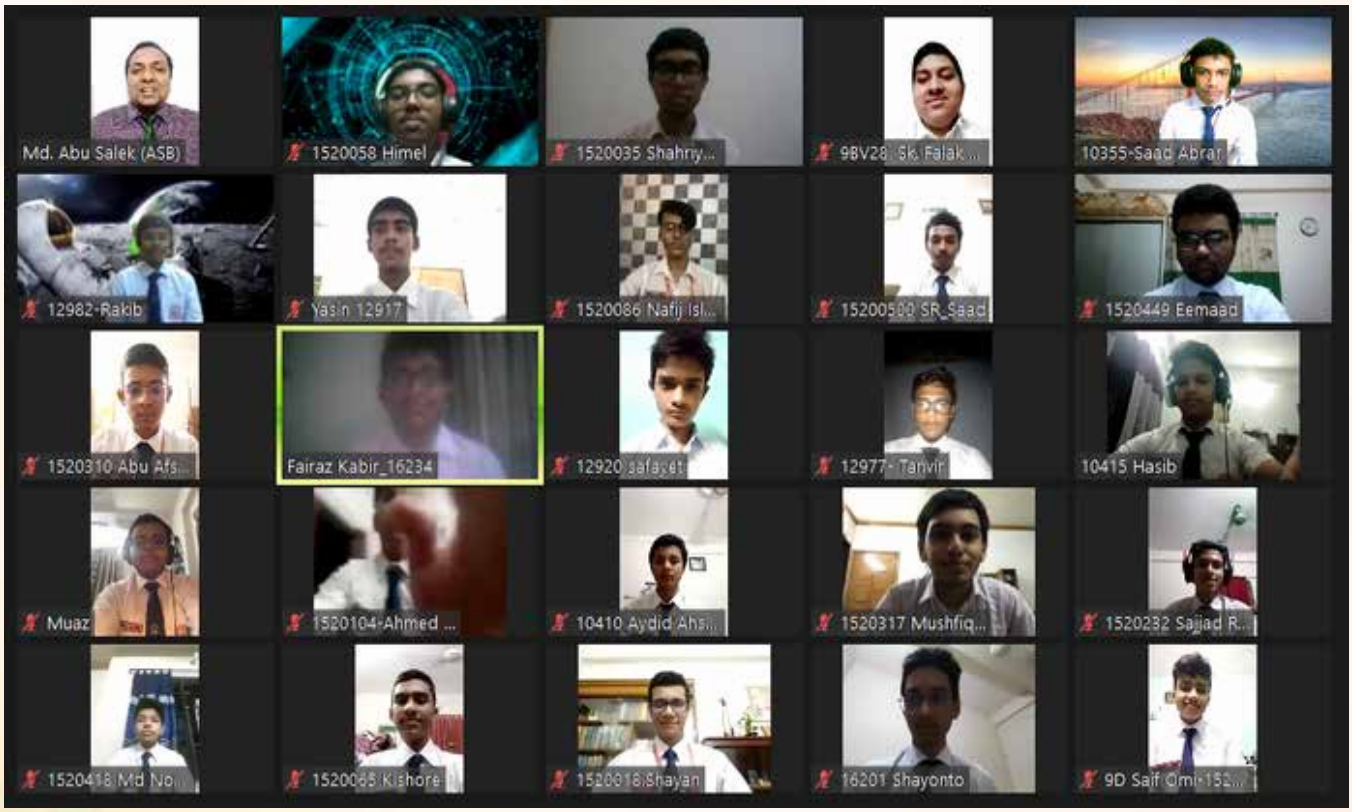

নবম শ্রেণি ঘ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (প্রভাতি)

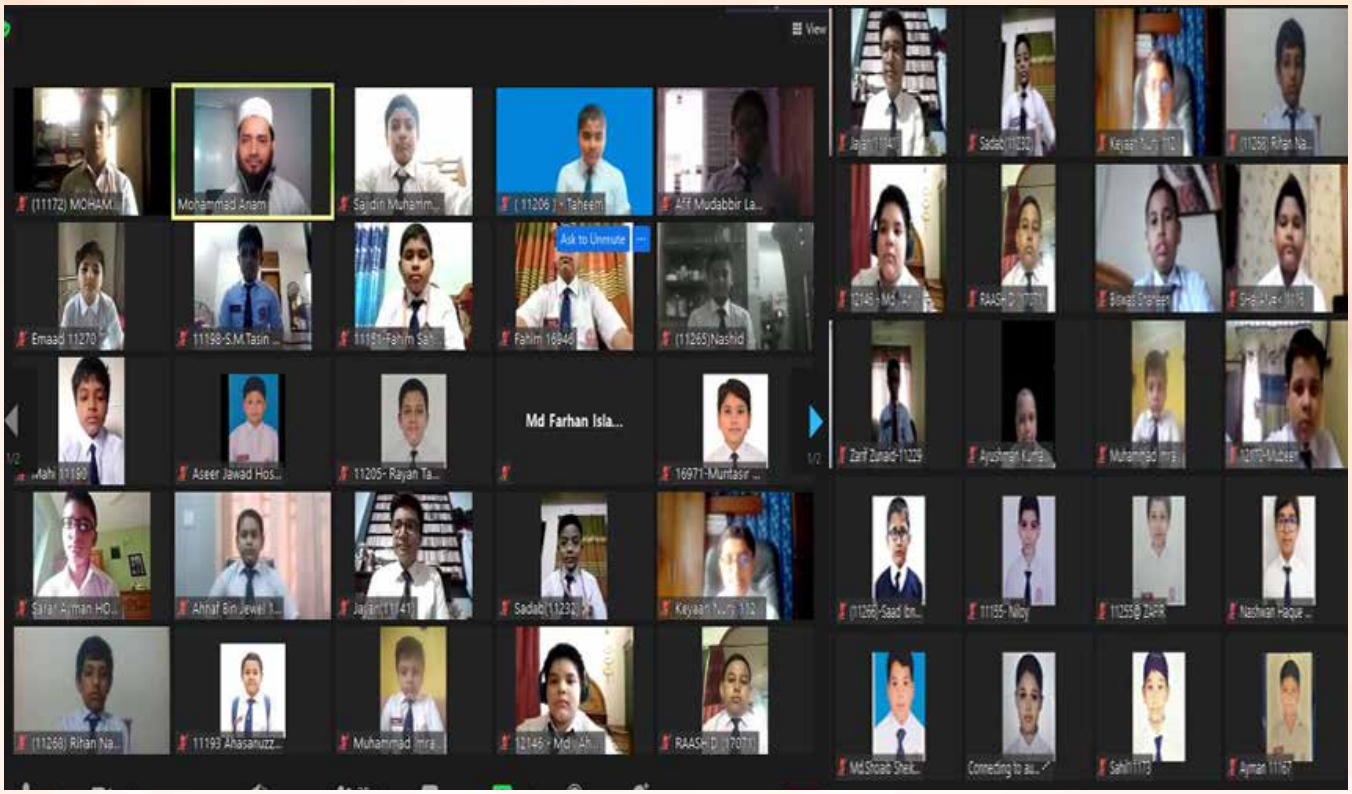

পঞ্চম শ্রেণি ঙ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (দিবা)

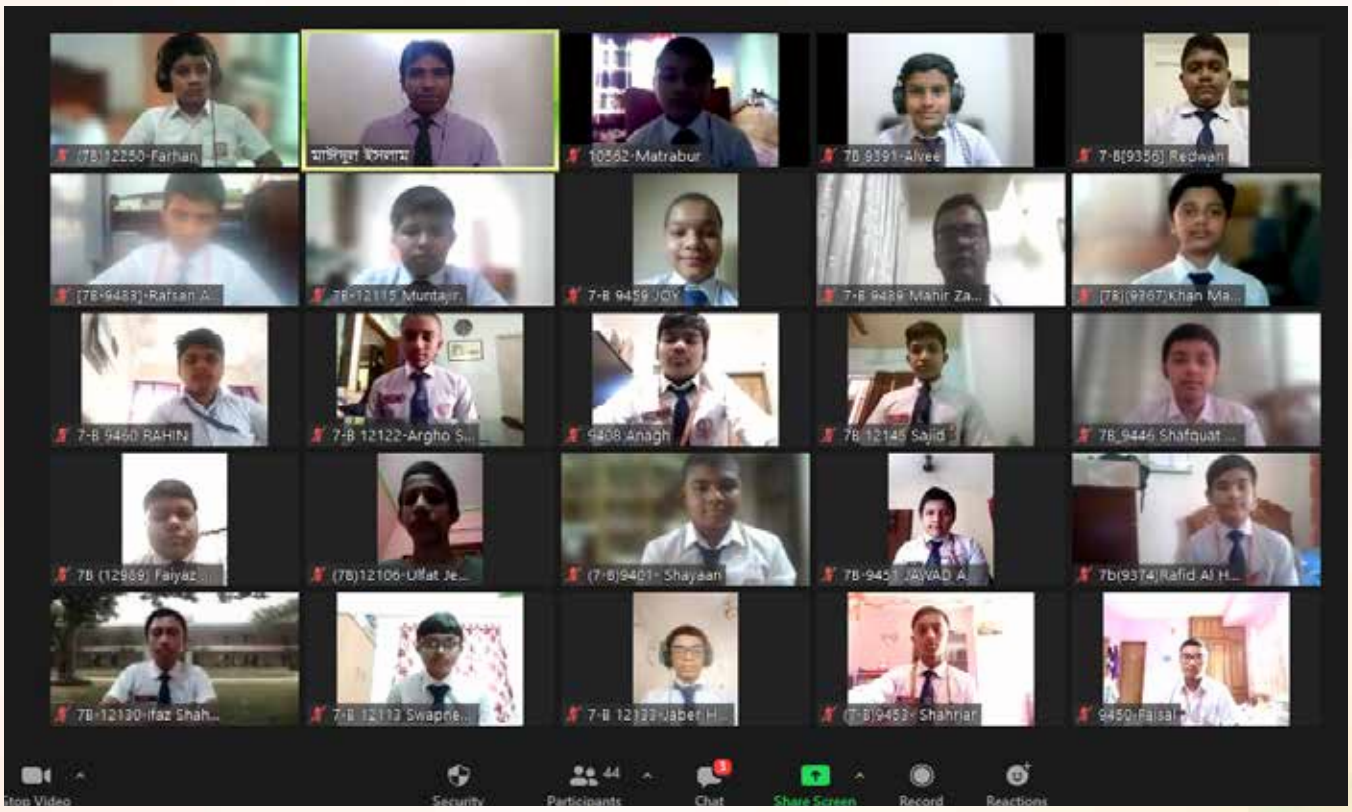

সপ্তম শ্রেণি খ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (দিবা)

অষ্টম শ্রেণি ঘ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (দিবা)

একাদশ শ্রেণি জ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (প্রভাতি)

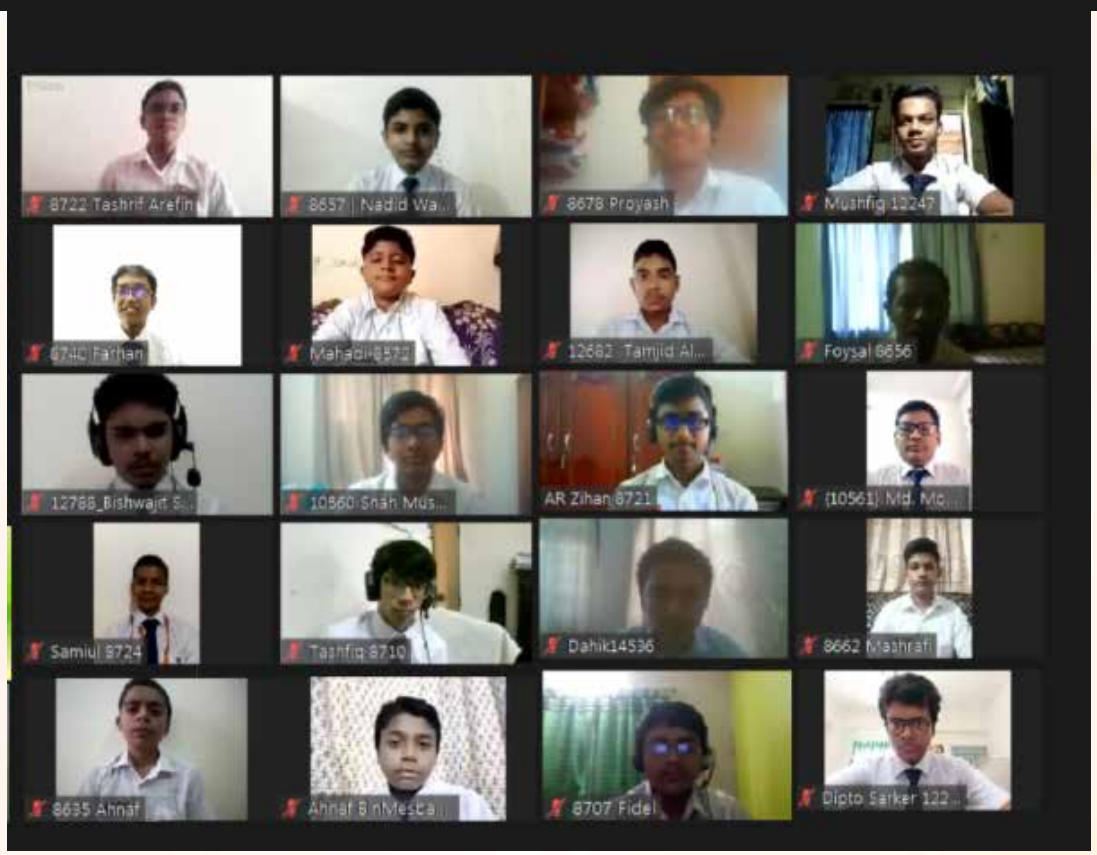

অষ্টম শ্রেণি ঙ-শাখা অনলাইন জুম ক্লাস (দিবা)

স্মৃতির পাতায়

বর্ণিল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ছাত্রদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয় ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অধ্যক্ষ মহোদয় এর বক্তৃতা

জয়নুল আবেদীন হাউসের প্রভাতফেরি

ড. মু. শহীদুল্লাহ হাউসের প্রভাতফেরি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষকবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

সাবেক উপাধ্যক্ষ মোঃ মঞ্জুরুল হক স্যারের বিদায় উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা

সহযোগী অধ্যাপক রওশন আরা বেগম ম্যাডামের বিদায় উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে হরিণের চামড়া হস্তান্তর

প্রভাষক মোঃ শামসুজ্জোহা (শারীরিক শিক্ষা বিভাগ)
এর বিদায় সংবর্ধনা

চড়ুইভাতি - ২০২১

চড়ুইভাতি-২০২১ শিক্ষকদের খেলা

চড়ুইভাতি-২০২১

চড়ুইভাতি অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

কর্মচারীদের বনভোজন-২০২১

কর্মচারীদের বনভোজন-২০২১ (১)

কর্মচারীদের বনভোজন-২০২১ (২)

সহকারী শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম (ইসলাম শিক্ষা) এর বিদায় সংবর্ধনা

ডিজিটাল শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

মাননীয় শিক্ষা সচিব মহোদয়ের সততা স্টোর উদ্বোধন

লালন শাহ্ হাউস পরিদর্শনে শিক্ষা সচিব

কলেজের ছাত্রদের বাস উদ্বোধন

আর-এফ কার্ডের গেট উদ্বোধন

ছাত্রদের জন্য কলেজ বাস উদ্বোধন

তায়কোয়ান্দ প্রদর্শন

স্কাউট দলের মার্চপাস্ট

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও সচিব স্যার

কলেজ বাদক দল

বিজয়ী ছাত্রদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয় ও সচিব স্যার

বিজ্ঞান মেলায় অতিথিদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

রসায়ন ল্যাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল

DRMC মিনি চিড়িয়াখানায় হরিণ

বিজ্ঞান মেলায় অতিথিবৃন্দ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

বিজ্ঞান মেলায় পুরস্কার প্রদান

গানে গানে ছবি অঙ্কন

সাংস্কৃতিক সপ্তাহে শিক্ষকদের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্ররা

মাননীয় শিক্ষা সচিব স্যারের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

বৃক্ষরোপণ-২০২০ (১)

১৭ই মার্চ ২০২০ উদ্‌যাপন

বৃক্ষরোপণ-২০২০ (২)

বৃক্ষরোপণ শেষে মোনাজাত

১৭ই মার্চ ২০২০ মুজিববর্ষ উদ্বোধন

১৫ই আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস

১৭ই মার্চ ২০২০ মুজিব বর্ষ

কলেজ অডিটরিয়াম

মুজিব কর্নার উদ্বোধন শেষে মোনাজাত

শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২০

শিক্ষাবভন-১ এর সামনের মাঠ

জাতীয় শোক দিবস- ১৫ই আগস্ট

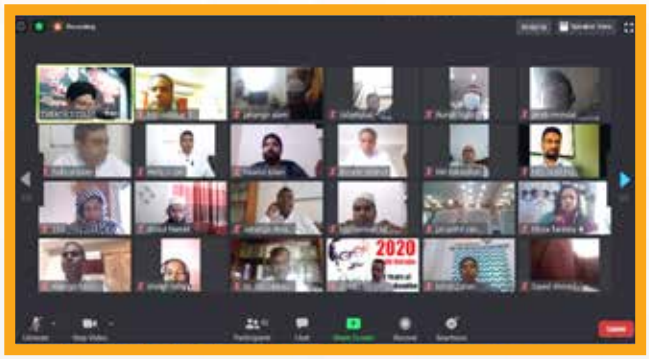

জাতীয় শোক দিবস-২০২০

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ ও প্রধান অতিথি

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

বিশেষ অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র

জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ক্ষুদে বিজ্ঞানী

বিশেষ অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র

২০২০ সালে আমরা যাঁদেরকে হারিয়েছি

অধ্যাপক এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া
প্রাক্তন অধ্যক্ষ

মোঃ নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ

নার্গিস জাহান কনক
সহকারী অধ্যাপক

মৌলানা লোকমান আহমেদ আমীমী
প্রাক্তন শিক্ষক

এম. এম. ফজলুর রহমান
প্রাক্তন প্রদর্শক

স্মৃতি অমলিন

শহিদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান ছিলেন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি ১৯৬১ সালের ১৩ মার্চ থেকে ১৯৬৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলেজটির প্রতিটি স্থাপনা নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে কলেজের শিক্ষাভবন ও হাউসগুলো অবয়ব পেতে শুরু করে। তিনি ছিলেন একজন মহান শিক্ষক এবং তাঁর প্রগতিশীল প্রশাসনিক দক্ষতায় কলেজ গুণগত উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি ছিলেন অমায়িক ও অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। এমনকি যখন তিনি ভীষণ জ্বরে অসুস্থ থাকতেন তখনও তাঁকে শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে কিংবা ছেলেদের সকালের নাস্তা, দুপুর বা রাতের খাবারের সময় হাউসে পাওয়া যেত। তিনি প্রায়ই নিজে ছাত্রদের খাবার খেয়ে স্বাদ ও গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মধ্যরাতে হাউসে গিয়ে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাতে পারলো কি না সে খোঁজখবরও নিতেন। স্নেহের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সম্মান ও গৌরবের প্রতীক। পরবর্তী সময়ে তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলেজের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকেসহ একজন শিক্ষক ও একজন বাবুর্চিকে বাংলোর নিচে নিয়ে যায়। সেখানে শিক্ষককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাত করতে থাকলে অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করেন এবং কষ্ট দিয়ে না মেরে একবারে গুলি করে মেরে ফেলার অনুরোধ জানান। পরে তারা অধ্যক্ষ মনজুরুর রহমানকেও গুলি করে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে এ শহিদ অধ্যক্ষের নামে কলেজের প্রথম হাউস 'জিন্নাহ হাউসের' নাম বদলে রাখা হয় 'শহিদ লে. কর্নেল রহমান হাউস'। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '১নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে '১ নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কুদরত-ই-খুদা হাউস'।

শহিদ অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান

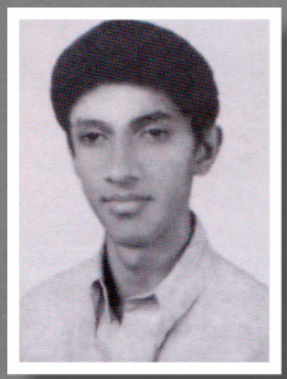

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং তাঁর কলেজ নং-১৩৮। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১১ নভেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি না পালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে প্রতিরোধব্যূহ তৈরি করে সহযোদ্ধাদের নিরাপদে পশ্চাদপসরণের সুযোগ করে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আহতাবস্থায় শত্রুবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে বহু অনুসন্ধানের পরও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে এই শহিদের নামে কলেজের 'আইয়ুব হাউসের' নাম বদলে 'শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ হাউস' রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '২নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ সালে '২নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
DHAKA RESIDENTIAL MODEL COLLEGE